

## দ্বিতীয় অধ্যায় শরিয়তের উৎস

### অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংক্ষেপে জেনে রাখি

- ❖ **শরিয়ত** : শরিয়ত আরবি শব্দ। এর অর্থ পথ, রাস্তা। এটি জীবনপদ্ধতি, আইন-কানুন, বিধিবিধান অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে শরিয়ত হলো এমন সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট পথ, যা অনুসরণ করলে মানুষ সুখ ও সুন্দরভাবে নিজ গন্তব্যে পৌঁছতে পারে। ইসলামি পরিভাষায় ইসলামি কার্যনীতি বা জীবনপদ্ধতিকে শরিয়ত বলা হয়।
- ❖ **আল-কুরআন** : শরিয়তের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উৎস হলো আল-কুরআন। ইসলামি শরিয়তের সকল বিধিবিধানের মূল উৎসই আল-কুরআন। এর ওপরই ইসলামি শরিয়তের ভিত্তি ও কাঠামো প্রতিষ্ঠিত। আল-কুরআন শরিয়তের অকাট্য ও প্রামাণ্য দলিল।
- ❖ **মক্কি ও মাদানি সূরা** : আল-কুরআন সর্বমোট ৩০টি অংশে বিভক্ত। এ অংশগুলোকে পারা বলা হয়। কুরআন মজিদে রয়েছে ১১৪টি সূরা এবং ৬২৩৬টি মতান্তরে ৬৬৬৬টি আয়াত। অবতরণের সময় বিবেচনায় কুরআন মজিদের সূরাসমূহ ২ ভাগে বিভক্ত। যথা : মক্কি ও মাদানি। সাধারণভাবে বলা যায়, পবিত্র মক্কা নগরীতে আল-কুরআনের যেসব সূরা নাজিল হয়েছে সেগুলো মক্কি সূরা। আর মদিনাতে নাজিল হওয়া সূরাগুলো মাদানি সূরা।
- ❖ **তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য** : তিলাওয়াত শব্দের অর্থ পাঠ করা, আবৃত্তি করা, পড়া, অনুসরণ করা ইত্যাদি। আল-কুরআন পাঠ করাকে ইসলামি পরিভাষায় কুরআন তিলাওয়াত বলা হয়। হালকাভাবে আল-কুরআন পাঠ করলে চলবে না বরং একে খুবই গুরুত্বের সাথে তিলাওয়াত করতে হবে। এর মর্মার্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে।
- ❖ **সূরা আশ-শামস** : সূরা আশ-শামস মক্কি সূরার অন্তর্গত। এর আয়াত সংখ্যা ১৫টি। এ সূরার প্রথম শব্দ শামস থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে আশ-শামস। এটি আল-কুরআনের ৯১তম সূরা।
- ❖ **সূরা আদ-দুহা** : সূরা আদ-দুহা আল-কুরআনের ৯৩তম সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ১১, এটি পবিত্র মক্কা নগরীতে নাজিল হয়। সূরাটির প্রথম শব্দ দুহা থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে আদ-দুহা।
- ❖ **সূরা আল-ইনশিরাহ** : সূরা আল-ইনশিরাহ মক্কি সূরাসমূহের অন্যতম। এর আয়াত সংখ্যা মোট ৮। এটি আল-কুরআনের ৯৪তম সূরা। সূরার প্রথম আয়াতে নশরাহ শব্দের ক্রিয়ামূল বিবেচনায় এ সূরার নাম রাখা হয়েছে আল-ইনশিরাহ।
- ❖ **সূরা আত-তীন** : সূরা আত-তীন আল-কুরআনের ৯৫তম সূরা। এটি মক্কা অবতীর্ণ এবং আয়াত সংখ্যা ৮। সূরার প্রথম শব্দ তীন থেকে এর নাম আত-তীন হয়েছে।
- ❖ **শরিয়তের তৃতীয় উৎস আল-ইজমা** : শরিয়তের তৃতীয় উৎস হলো ইজমা। ইজমা আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ- একমত হওয়া, ঐক্যবদ্ধ হওয়া, মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। ব্যবহারিক অর্থে কোনো বিষয় বা কথায় ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলে। ইসলামি পরিভাষায়, শরিয়তের কোনো বিষয়ে একই যুগের মুসলিম উম্মতের পুণ্যবান মুজতাহিদগণের (গবেষক) ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলা হয়।
- ❖ **শরিয়তের চতুর্থ উৎস আল-কিয়াস** : শরিয়তের চতুর্থ উৎস হলো কিয়াস। কিয়াস শব্দের অর্থ অনুমান করা, তুলনা করা, পরিমাপ করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় কুরআন ও সুন্নাহর আইন বা নীতির সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে পরবর্তীতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানকে কিয়াস বলে। অন্য কথায়, কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমাতে যে সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় না ইসলামি মূলনীতি অনুযায়ী বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে সে সমস্যার সমাধান করাই হলো কিয়াস।
- ❖ **শরিয়তের আহকাম সংক্রান্ত পরিভাষা** : শরিয়ত হলো ইসলামি বিধিবিধানের সমন্বিত রূপ। পরিভাষায় শরিয়ত বলতে এমন সুদৃঢ় সোজাপথকে বুঝায় যার দ্বারা তার অবলম্বনকারী ব্যক্তি হিদায়াত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মপন্থা লাভ করতে পারেন। আর আহকাম হলো বিধানাবলি। ইসলামি শরিয়তের আহকাম বা বিধানাবলি সংক্রান্ত পরিভাষাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব
- ❖ , মুবাহ, হালাল-হারাম ইত্যাদি।

### অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

#### ■ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



১. لَا تُفْهَر (লা-তাক্হার) অর্থ কী?

- Ⓐ ধমক দেবেন না                      Ⓒ নিষেধ করবেন না  
Ⓓ আশ্রয় দেবেন না                      ● কঠোর হবেন না

২. ওহি লেখক সাহাবিদের সংখ্যা কত ছিল?

- Ⓐ ২৮                      ● ৪২                      Ⓓ ৪৭                      Ⓔ ৮৬

৩. মক্কি সূরার বৈশিষ্ট্যে বর্ণনা করা হয়েছে—

- i. শিরক-কুফরের পরিচয়

ii. মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের কথা

iii. শরিয়তের সাধারণ নীতিমালা

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii                      ● i ও iii                      Ⓓ ii ও iii                      Ⓔ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪-৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

আলম সাহেব গ্রামের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তিনি তাঁর ছোট ভাইয়ের মৃত্যুর পর তার সকল সম্পদ দখল করে ছোট ভাইয়ের সন্তানদের বাড়ি থেকে বের করে দেন।

৪. আলম সাহেবের কাজের মাধ্যমে কাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে?

- Ⓐ গরিবদের                      Ⓓ অসহায়দের  
● ইয়াতিমদের                      Ⓔ বঞ্চিতদের

৫. আলম সাহেবের কাজের মাধ্যমে শরিয়তের কোন উৎসের বিধান লক্ষিত হয়েছে?  
● কুরআন    ৩৭ হাদিস    ৩৮ ইজমা    ৩৯ কিয়াস

৬. আলম সাহেবের কাজের জন্য তাকে কী বলা যায়?  
৩৬ ফাসিক    ৩৭ কফির    ● মুনাফিক    ৩৮ যালিম

## ■ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



প্রশ্ন- ১ ▶▶

সূরা আল-ইনশিরাহ ও সূরা আল-মাদিন

সাজিব ও সাজিদ ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সাজিব প্রায়ই ফজরের সালাত সূর্যোদয়ের পর এবং আসরের সালাত সূর্যাস্তের সময় আদায় করে। সাজিদ এলাকার যুবকদের সত্য কথা বলা ও নিয়মিত সালাত আদায় করার জন্য আহ্বান জানালে কতিপয় যুবক তার কথা শুনে কটু কটু করে। যুবকদের অত্যাচার অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছলে সে শিক্ষকের শরণাপন্ন হয়, শিক্ষক কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়ে শোনান—

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

- ক. ‘ফারগব’ শব্দের অর্থ কী?  
খ. ‘আমি মানুষকে সুন্দরতম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি’— বুঝিয়ে লেখ।  
গ. সাজিবের কাজের মাধ্যমে কাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।  
ঘ. সাজিদের কার্যক্রম সূরা আল-ইনশিরাহ এর আলোকে বিশ্লেষণ কর।

### ১ নং প্রশ্নের উত্তর সৃ

- ক. ‘ফারগব’ (فَارِغَ) শব্দের অর্থ— অনন্তর মনোনিবেশ করুন।  
খ. ‘আমি মানুষকে সুন্দরতম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি।’— এটি পবিত্র কুরআনের সূরা আত-তীনের ৪নং আয়াত। মানুষ আল্লাহর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম সৃষ্টি আশরাফুল মাখলুকাত। মানুষকে সুন্দর আকৃতি ও চমৎকার গঠনে সৃষ্টি করে আল্লাহ অন্যান্য মাখলুকাত থেকে মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। অত্র আয়াতে এটাই বোঝানো হয়েছে।  
গ. সাজিবের কাজের মাধ্যমে মুনাফিকদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের সূরা আল-মাদিনে বলেন, ‘দুর্যোগ সেই সালাত আদায়কারীদের যারা তাদের সালাত সম্পর্কে উদাসীন। যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে। প্রকৃতপক্ষে মুনাফিকরা লোক দেখানোর জন্যই সালাত আদায় করে। সালাত সম্পর্কে তারা উদাসীন। যেমনটি আমরা দেখি উদ্দীপকের সাজিবের চরিত্রে। সে প্রায়ই ফজরের সালাত সূর্যোদয়ের পর এবং আসরের সালাত সূর্যাস্তের সময় আদায় করে। সাজিবের এ ধরনের কর্মকাণ্ডে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। কারণ মুনাফিকদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তারা ঠিকমতো সালাত আদায় করে না। বরং তারা সালাত সম্পর্কে উদাসীন। শুধু মুসলমানদের দেখানোর জন্যই তারা সালাত আদায় করে। সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে তারা কোনো খবর রাখে না। অথচ সালাতে অবহেলার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহাধ্বংস।

- ঘ. পবিত্র কুরআনের সূরা আল-ইনশিরাহর আলোকে উদ্দীপকের সাজিদের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা হয়েছে।  
সাজিদ একজন ইমানদার ব্যক্তি। সে এলাকার যুবকদের সত্য কথা বলা ও নিয়মিত সালাত আদায় করার আহ্বান জানালে কতিপয় যুবক তার কথা শুনে কটু কটু করে। যুবকদের অসহনীয় অত্যাচারে সাজিদ ব্যথিত হয়। পবিত্র কুরআনের সূরা আল-ইনশিরাহ পাঠ করলে আমরা এ ঘটনার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। নবুয়ত লাভের পর রাসুলুল্লাহ (স) আরবদের মাঝে ইসলাম প্রচার শুরু করলে

মক্কার কফিররা তাঁর বিরোধিতা শুরু করে। তারা নানাভাবে তাঁকে বাধা দিতে চেষ্টা করে। তারা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্বপ ও উপহাস করতে থাকে। তাঁকে কবি, গনক, যাদুকর, পাগল ইত্যাদি বলে কষ্ট দিতে থাকে। তারা মহানবি (স) ও সাহাবিদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন করতে থাকে। আল্লাহ তায়ালা এ সময় সূরা আল-ইনশিরাহ অবতীর্ণ করে মহানবি (স)-কে সামান্য প্রদান করে বলেন, ‘নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।’ তাই বলা যায়, মহানবি (স)-এর দাওয়াতি কাজের সাথে সাজিদের কার্যক্রম সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রশ্ন- ২ ▶▶

বৃরোপণ সংক্রান্ত এবং ব্যবসায় সততা সম্পর্কিত হাদিস

- নাসির ও জাবির সাহেব দুই বন্ধু। নাসির সাহেব তার বাড়ির চারপাশে অনেক ফলের গাছ লাগিয়েছেন। মানুষেরা সেই গাছের ছায়ায় বসে আরাম করে এবং পাখিরা ফল খায়। নাসির সাহেব প্রতিবেশীদেরও ফল দেন। আর জাবির সাহেবের দোকানে ন্যায্যমূল্যে গণ্য বিক্রয় হয়। কোনো ভেজাল নেই। তাই অনেক মানুষ রমযান মাসে তার দোকানে বাজার করে।  
ক. শরিয়তের তৃতীয় উৎসের নাম কী?  
খ. হারাম বর্জনীয় কেন?  
গ. নাসির সাহেবের কাজটি কী হিসেবে গণ্য হবে? হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর।  
ঘ. জাবিরের কাজের ফলাফল ইসলামের আলোকে মূল্যায়ন কর।

### ২ নং প্রশ্নের উত্তর সৃ

- ক. শরিয়তের তৃতীয় উৎসের নাম হলো ইজমা।  
খ. হারাম দ্রব্য আমাদের জন্য বতিকর হওয়ায় তা বর্জনীয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য যা কিছু অবলম্ব্যকর তাই হারাম ঘোষণা করেছেন। হারাম খাদ্য গ্রহণের ফলে মানুষ অনায়াস, অশ্রীলতা ও অসৎ চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মানবচরিত্রের সৎগুণাবলি নষ্ট হয়ে যায়। মানুষ ইবাদতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তাই বলা যায়, হারাম দ্রব্য আমাদের দেহ, মন ও মস্তিষ্কের জন্য অত্যন্ত বতিকর হওয়ায় তা বর্জনীয়।  
গ. নাসির সাহেবের কাজটি সদকা হিসেবে গণ্য হবে। কেননা বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হাদিসে মহানবি (স) বলেছেন, “কোনো মুসলমান যদি বৃক্ষরোপণ করে কিংবা কোনো ফসল আবাদ করে, এরপর তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু কিছু ভক্ষণ করে তবে তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে।” উদ্দীপকের নাসির সাহেব তার বাড়ির চারপাশে অনেক ফলের গাছ লাগিয়েছেন। মানুষেরা সেই গাছের ছায়ায় বসে আরাম করে এবং পাখিরা ফল খায়। নাসির সাহেব প্রতিবেশীদেরও ফল দেন। আমরা জানি, বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পার্থিব লাভের পাশাপাশি পরকালীন কল্যাণও লাভ করা যায়। কেননা পশুপাখি, জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গ বৃক্ষের ফল খেয়ে থাকে। ঐ ফল সদকা করে দিলে যে সওয়াব হতো, পশুপাখি বা মানুষের খাওয়ার ফলে আল্লাহ তায়ালা বৃক্ষরোপণকারীর আমলনামায় সে পরিমাণ সাওয়াব লিখে দেবেন। ফলে তিনি নিজের অজান্তেই অনেক সওয়াবের অধিকারী হবেন। সুতরাং বলা যায়, বৃক্ষরোপণ পুণ্যের কাজ। মহানবির (স) ভাষ্যমতে, নাসির সাহেবের বৃক্ষরোপণের কাজটি সদকা হিসেবে গণ্য হবে।  
ঘ. জাবির সাহেব একজন সৎ ব্যবসায়ী। নিচে তাঁর কাজের ফলাফল ইসলামের আলোকে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

ব্যবসায়-বাণিজ্য একটি পবিত্র পেশা। আমাদের প্রিয়নবি (স)ও ব্যবসা করেছেন। সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী দুনিয়া ও আখিরাতে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবেন। উদ্দীপকের জাবির একজন সৎ ব্যবসায়ী। তার দোকানে কোনো ভেজাল নেই, ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয় হয়। তাই অনেক মানুষ রমযান মাসে তার দোকানে বাজার করে। মহানবি (স) বলেছেন, “বিশ্বস্ত, সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহিদগণের সঙ্গে থাকবেন।” হাদিসের ভাষ্যমতে, জাবির সাহেব শহিদগণের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তবে জাবির সাহেবের ন্যায় সকল ব্যবসায়ীদের এবেত্রে দুটি শর্ত পূরণ করতে হবে। প্রথমত, সততা ও সত্যবাদিতার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, তাদেরকে বিশ্বস্ত ও আমানতদার হতে হবে। ব্যবসায় প্রতারণা বা মিথ্যা বললে এ মহাপুরস্কার থেকে ব্যবসায়ীরা বঞ্চিত হবে। সুতরাং জাবির সাহেবের মতো আমাদের সকলের উচিত ব্যবসায়ে ইসলামি নীতি-আদর্শের অনুসরণ করা। তাহলেই কিয়ামতের দিন শহিদগণের সঙ্গী হওয়ার মহান মর্যাদা লাভ করা যাবে।

### ■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১১ সূরা আত-তীন এর সংক্ষিপ্ত শিক্ষা বর্ণনা কর।

উত্তর : সূরা আত-তীন আল-কুরআনের ৯৫তম সূরা। নিচে এ সূরার শিক্ষা সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হলো :

১. মানুষ সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম সৃষ্টি।
২. মানুষের সম্মান ও মর্যাদা সংকর্মের ওপর নির্ভরশীল। অসৎকর্ম করলে মানুষ মনুষ্যত্বের স্তর থেকে পশুত্বের স্তরে নেমে যায়।
৩. সংকর্মশীলগণ পরকালে অশেষ ও অফুরন্ত পুরস্কার লাভ করবেন।
৪. আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। শেষ বিচারের দিন তিনি সকল মানুষের কৃতকর্মের হিসাব নেবেন।

প্রশ্ন ১২ মুনাফিকের কতিপয় বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তর : মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে রাসুল (স) বলেন, মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য তিনটি। যথা : ১. যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, ২. যখন সে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, ৩. আর যখন কোনো কিছু তার নিকট আমানত রাখা হয় তার খিয়ানত করে। (বুখারি)

অন্য এক হাদিসে আরও একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। আর তা হলো, সে যখন অন্যের সঙ্গে তর্ক ও ঝগড়া করে তখন অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে।

প্রশ্ন ১৩ আধুনিক যুগে কিয়ামতের গুরুত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উত্তর : মানবজীবন ও সমাজ সত্য পরিবর্তনশীল। পরিবর্তন ও বিবর্তনের ধারায় জগতে নতুন নতুন সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটে। ফলে নতুন নতুন জিজ্ঞাসা, সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি হয়। এসব সমস্যার সমাধান সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোকেই করতে হয়। ইসলাম অত্যন্ত বিজ্ঞানসন্মতভাবে এসব সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। কেননা, ইসলাম একটি গতিশীল জীবনব্যবস্থা। কুরআন ও হাদিসে শরিয়তের বিষয়গুলো এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যেন এগুলোর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সর্বযুগে সর্বকালে সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়। আর এ পদ্ধতির নামই কিয়াম। সুতরাং আমরা বলতে পারি, আধুনিক

যুগে কিয়ামতের গুরুত্ব অপরিমিত। বস্তুত শরিয়তের পূর্ণাঙ্গতার জন্য কিয়াম অপরিহার্য।

### ■ বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১১ আল-কুরআনের সংরক্ষণ পদ্ধতি লিপিবদ্ধ কর।

উত্তর : মহান আল্লাহ স্বয়ং পবিত্র কুরআনের সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

সূরা হিজর-এর ৯নং আয়াতে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন :

‘আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই এর সংরক্ষক।’ যেহেতু মহান আল্লাহ নিজেই আল-কুরআনের সংরক্ষক, তাই আজও কুরআন অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

কুরআন সংরক্ষণ পদ্ধতি : মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সংরক্ষণ দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা :

১. নাজিলের পূর্ববর্তী সময়কাল : পবিত্র কুরআন আল্লাহর ইচ্ছায় লাওহে মাহফুজে বা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ ছিল। এরপর লাওহে মাহফুজ থেকে সম্পূর্ণ কুরআন প্রথম আসমানে ‘বায়তুল ইযাহা’ নামক স্থানে নাজিল করা হয় এবং সেখানে সংরক্ষণ করা হয়।

২. নাজিলের পরবর্তী সময়কাল : বায়তুল ইযাহা থেকে সুদীর্ঘ ২৩ বছরে জিবরাইল (আ)-এর মাধ্যমে মহানবি (স)-এর ওপর প্রয়োজনানুসারে অল্প অল্প করে পবিত্র কুরআন নাজিল হয়।

এ সময় মহানবি (স) সাথে সাথে নাজিলকৃত আয়াত মুখস্থ করে নিতেন। এরপর বারবার তিলাওয়াতের মাধ্যমে তা স্মৃতিতে সংরক্ষণ করতেন। মহানবি (স)-এর সাহাবিগণও আল-কুরআন মুখস্থ করতেন, দিনরাত তিলাওয়াত করতেন, সালাতে পাঠ করতেন এবং পরিবার-পরিজন, স্ত্রী-সন্তান ও বন্ধু-বান্ধবদেরও মুখস্থ করাতেন। এভাবে মুখস্থ করার মাধ্যমে আল-কুরআন সর্বপ্রথম সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়া সেসময় লিখিতভাবেও আল-কুরআন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। আল-কুরআনের কোনো অংশ বা আয়াত নাজিল হলে সাহাবিগণ খেজুর গাছের ডাল, পশুর চামড়া ও হাড়, পাথর, গাছের পাতা ইত্যাদিতে লিখে তা সংরক্ষণ করতেন। হযরত যাদ ইবনে সাবিতের নেতৃত্বে মোট ৪২ জন সাহাবি কুরআন লেখার এ মহান দায়িত্ব পালন করতেন। এদেরকে কাতিবে ওহি বা ওহি লেখক বলা হয়। এভাবে মহানবি (স) এর সময়ে মুখস্থ ও লেখনীর মাধ্যমে আল-কুরআন পুরোপুরি সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু সেসময় তা একত্রে গ্রন্থাবদ্ধ করা হয়নি। বরং তাঁর তত্ত্বাবধানে লিপিবদ্ধ টুকরোগুলো নানাজনের নিকট সংরক্ষিত ছিল।

পরিশেষে বলা যায়, আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং আল-কুরআনের সংরক্ষক। তিনি তাঁর প্রত্যাব তত্ত্বাবধানে এ কিতাব সংরক্ষণ করেন।

### বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

#### ■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. ভিক্ষুদের তিরস্কার না করে যথাসম্ভব সাহায্য করতে হবে। এটি কোন সূরার শিবা?

[স. বো. '১৬]

Ⓐ আস-শামস

Ⓑ আল-ইনশিরাহ

- আদ-দুহা      ৩ আত-তীন
২. হিজরি কোন শতক হাদিস সংকলনের স্বর্ণযুগ? [স. বো. '১৬]
৩. 'বরং এটি সম্মানিত কুরআন যা লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ রয়েছে'-আয়াতটি কোন সূরার অন্তর্গত? [স. বো. '১৬]
৪. فَرَأَى غِبَابَ (ফারগাব) শব্দের অর্থ কী? [স. বো. '১৬]
৫. হাদিসের মূল বক্তব্যকে কী বলা হয়? [স. বো. '১৬]
৬. যারা আল-কুরআনকে চিন্তা-গবেষণা করে পড়ে না তাদের অন্তরকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে? [স. বো. '১৬]
৭. 'আর তাদের কাজকর্ম সম্পাদিত হয় পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে।' - আয়াতটি দ্বারা ইসলামি শরিয়তের কোন উৎসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? [স. বো. '১৬]
৮. ইয়ামামার যুগে বহু সংখ্যক কুরআনের হাফিজ শাহাদাতবরণ করেন। ফলে হযরত উমর (রা) উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তার উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ- [স. বো. '১৬]
৯. যে হাদিসের ভাষা রাসুলুল্লাহ (স)-এর এবং ভাব আল্লাহ তায়ালা সেটি কোন ধরনের হাদিস? [স. বো. '১৫]
১০. মানানি সূরার বৈশিষ্ট্য হলো, এতে বর্ণিত হয়েছে- [স. বো. '১৫]
১১. الْقَمَرُ (আল কামার) শব্দের অর্থ কী? [স. বো. '১৫]
১২. মুসলিম মনীষীগণ শরিয়তের বিষয়বস্তুকে প্রধানত কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন? [স. বো. '১৫]
১৩. বিশ্বস্ত, সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন কাদের সাথে থাকবেন? [স. বো. '১৫]
১৪. রমযান মাসে তারাবির নামায বিশ রাকআত হওয়ার তথ্যসূত্র কোনটি? [স. বো. '১৫]
১৫. মকবুল মিয়া রাগের মাধ্যম তার ছাগলটিকে গলা টিপে হত্যা করে এবং পরে জবাই করে উহার গোশত খায়। মকবুল মিয়ার কাজটি- [স. বো. '১৫]
১৬. "অতএব হে চক্ষুমানগণ। তোমরা শিবা গ্রহণ কর।" - আয়াতখানা দ্বারা কোনটিকে বুঝানো হয়েছে? [স. বো. '১৫]
১৭. ইয়ামামার যুগে কার বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
১৮. ভূর পর্বতে কোন কিতাব নাজিল হয়েছে? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

১৯. ইয়াতিমদের প্রতি কঠোর হওয়া এবং তাদের সম্পদ জোর করে দখল করা কাদের বৈশিষ্ট্য? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
২০. হাদিসের রাবি পরম্পরাকে কী বলা হয়? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
২১. 'জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান'- এটি কোন সূরার শিবা? [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
২২. সহিফা 'আস-সাদিকা এর রচয়িতা হচ্ছেন- [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
২৩. خَائِفَاتَانِ (খাফিফাতানে) শব্দের অর্থ? [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
২৪. 'নিচয় আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? এটি কোন সূরার আয়াত? [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
২৫. 'ইসলামে বান্দার হক তথা মানবাধিকারের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে'- এটি কীসের মাধ্যমে জানা যায়? [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
২৬. ইজমার ভিত্তিতে প্রণীত বিধানের ওপর আমল করা- [গত. ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
২৭. কোন সময়ে প্রথম ইজমার ব্যবহার লব করা যায়? [মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা]
২৮. হাদিসও একপ্রকার- [ময়মনসিংহ জিলা স্কুল]
২৯. যার ভাব, অর্থ ও মূলকথা আল্লাহ তায়ালা তা হলো- [ময়মনসিংহ জিলা স্কুল]
৩০. অর্থ- [ময়মনসিংহ জিলা স্কুল]
৩১. হারাম বস্তু নিষিদ্ধ হওয়ার মূল কারণ কী? [খুলনা জিলা স্কুল]
৩২. শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস কোনটি? [খুলনা জিলা স্কুল]
৩৩. শরিয়ত শব্দের অর্থ [বরিশাল জিলা স্কুল]
৩৪. "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব"- এ আয়াত দ্বারা কীসের গুরুত্ব ও বৈধতা প্রমাণিত হয়? [বরিশাল জিলা স্কুল]
৩৫. আল্লাহ তায়ালা কদেরের রাতে গোটা কুরআন কোথায় নাজিল করেন? [পাবনা জিলা স্কুল]

৩৬. ৐ বাইতুল হামদ নামক স্থানে ৐ বাইতুল মামুর নামক স্থানে  
● বাইতুল ইযযাহ নামক স্থানে ৐ বাইতুল্লাহ নামক স্থানে  
কোন খলিফা সরকারিভাবে হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন?  
[সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা]
৩৭. ৐ হযরত আবু বকর (রা) ৐ হযরত উমর (রা)  
৐ হযরত উসমান (রা) ● হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযিয (রা)  
‘আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্যই আমি এর সংরক্ষক।’—এটি কার উক্তি?  
[বিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
৩৮. ● আলরাহ তায়লা ৐ মুহাম্মদ (স)  
৐ হযরত ঈসা (আ) ৐ হযরত জিবরাইল (আ)  
আত তাজিরু— শব্দের অর্থ কী?  
[পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর]
৩৯. ● ব্যবসায়ী ৐ চাকরিজীবী ৐ লেখক ৐ কর্মকার  
কুরআন শিক্ষাদানের জন্য রাসুলুল্লাহ (স) সাহাবিদের কোথায় প্রেরণ করতেন?  
[সেন্ট জোসেফ উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা]
৪০. ৐ সিরিয়ায় ৐ ফিলিস্তিনে ৐ আবিসিনিয়ায় ● প্রত্যন্ত অঞ্চলে  
‘নিচয়ই কফের সাথে স্বস্টি রয়েছে। এটি কোন সুরার অন্তর্গত?  
[সেন্ট জোসেফ উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা]
৪১. ৐ সুরা আততীন ৐ সুরা আদুদুহা  
৐ সুরা আল-কদর ● সুরা আল-ইনশিরাহ  
সুরা আশ-শামস এর আয়াত সংখ্যা কত?  
[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা]
৪২. ৐ ১৩টি ৐ ১৪টি ● ১৫টি ৐ ১৬টি  
সুরা আদ-দুহা কুরআনের কততম সুরা?  
[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা]
৪৩. ৐ ৯২তম ● ৯৩তম ৐ ৯৪তম ৐ ৯৫তম  
সুরা আল-ইনশিরাহ কোথায় অবতীর্ণ হয়?  
[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা]
৪৪. ● মক্কায় ৐ মদিনায় ৐ তায়েফে ৐ জিদ্দায়  
সুন্নাতে যায়িদাহ এর উদাহরণ হলো—  
[সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
৪৫. ৐ ফজরের সুন্নত ৐ যোহরের সুন্নত  
● আসরের সুন্নত ৐ মাগরিবের সুন্নত  
যে সমস্ত কাজের প্রতি রাসুল (স) উম্মতকে উৎসাহ প্রদান করেছেন, তাকে কী বলে?  
[ক্যাটেনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
৪৬. ৐ ওয়াজিব ৐ সুন্নত ● মুস্তাহাব ৐ মুবাহ  
ওয়াজিব অস্বীকার করলে মানুষ কী হয় না?  
[ক্যাটেনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
৪৭. ৐ মুমিন ● কাফির ৐ মুনাফিক ৐ ফাসিক  
‘আমার উম্মতের উত্তম ইবাদত হলো কুরআন তিলাওয়াত’— এটি কোন হাদিসে আছে?  
[ক্যাটেনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
৪৮. ৐ বুখারি ৐ তিরমিযি ● বায়হাকি ৐ আবু দাউদ  
সম্পূর্ণ কুরআন নাজিল হতে বছর গেছেছিল—  
[সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হেলেনাবাদ, রাজশাহী]
৪৯. ৐ ২০ ● ২৩ ৐ ২৫ ৐ ২৭  
সর্বপ্রথম সংকলিত হাদিস গ্রন্থের নাম কী?  
[নওয়াব ফয়জুল্লাহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]
৫০. ৐ বুখারি ৐ মুসলিম ৐ তিরমিযি ● মুয়াত্তা  
জট্টনৈক মুসলিম ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার প্রতিবেশী জানাযায় অংশগ্রহণ করেননি।  
এতে সে ইসলামের কোন বিধান পালন করেননি?  
[ব্লু-বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
৫১. ৐ ফরজে আইন ● ফরজে কিফায়া  
৐ ওয়াজিব ৐ সুন্নত  
কুরআনের আয়াতের ক্রমধারা রবা করা—  
[চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
৫২. ৐ ফরজ ৐ ওয়াজিব ● সুন্নত ৐ মুস্তাহাব  
হালাল উপার্জনে কী নিহিত থাকে?  
[চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
৫৩. ৐ আর্থিক লাভ ৐ মর্যাদা লাভ ● কল্যাণ ৐ পরিশ্রম

৫৩. ইসলাম শিবির মূল উৎস কোনটি? [নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]  
● দুটি ৐ তিনটি ৐ চারটি ৐ পাঁচটি
৫৪. পবিত্র কুরআন নাযিলের সূচনা কোন শব্দ দ্বারা?  
[নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]  
৐ আলহামদু ৐ কুল ৐ ইয়াসিন ● ইকরা
- বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর**
৫৫. রাসুলুল্লাহ (স) এর জীবদ্দশায় হাদিস লিখে রাখা নিষেধ ছিল। কারণ— [স. বো. '১৬]  
i. তখন আল-কুরআন নাযিল হচ্ছিল  
ii. হাদিস ও কুরআনের সর্মমিশ্রণের আশঙ্কা ছিল  
iii. আরবদের স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ  
নিচের কোনটি সঠিক?  
● i ও ii ৐ ii ও iii ৐ i ও iii ৐ i, ii ও iii
৫৬. রফিক একজন আদর্শ শিবার্থী। তার বৈশিষ্ট্য হলো— [স. বো. '১৬]  
i. না বুঝে সবকিছু মুখস্থ করা  
ii. সুশৃঙ্খল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হওয়া  
iii. জ্ঞান লাভের বেগে লজ্জাশীলতা পরিহার করা  
নিচের কোনটি সঠিক?  
৐ i ও ii ● ii ও iii ৐ i ও iii ৐ i, ii ও iii
৫৭. মুমিন ব্যক্তি সর্বোচ্চ কল্যাণ লাভ করে— [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]  
i. বিকিরের মাধ্যমে  
ii. সবরের মাধ্যমে  
iii. শোকের মাধ্যমে  
নিচের কোনটি সঠিক?  
৐ i ও ii ৐ i ও iii ৐ ii ও iii ● i, ii ও iii
৫৮. তারিরি হাদিসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে রাসুল (স) এর— [নওগাঁ জিলা স্কুল]  
i. বক্তব্য অনুপস্থিত ii. কর্ম অনুপস্থিত  
iii. অনুমোদন উপস্থিত  
নিচের কোনটি সঠিক?  
৐ i ও ii ৐ i ও iii ৐ ii ও iii ● i, ii ও iii
৫৯. কাজের জন্য অতিরিক্ত অর্থের দাবি— [বিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]  
i. জুসুমের শামিল ii. ঘুমের শামিল  
iii. মানবাধিকারের শামিল  
নিচের কোনটি সঠিক?  
● i ও ii ৐ i ও iii ৐ ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
৬০. আসমান থেকে একত্রে অবতীর্ণ হওয়া কিতাব— [পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর]  
i. তাওরাত ii. কুরআন  
iii. ইঞ্জিল  
নিচের কোনটি সঠিক?  
৐ i ও ii ● i ও iii ৐ ii ও iii ৐ i, ii ও iii
৬১. পবিত্র কুরআনের আলোকে জীবন গঠন করে জনাব তুহিন নিজেকে রবা করতে পারবেন— [ভোলা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]  
i. পথভ্রষ্টতা থেকে  
ii. গোমরাহি থেকে  
iii. হিদায়াত থেকে  
নিচের কোনটি সঠিক?  
● i ও ii ৐ i ও iii ৐ ii ও iii ৐ i, ii ও iii
৬২. রহিম ও করিম কুরআন তিলাওয়াত করবে— [সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হেলেনাবাদ, রাজশাহী]  
i. তাজবিদ সহকারে ii. সুললিত কণ্ঠে  
iii. দেখে দেখে  
নিচের কোনটি সঠিক?

৬৩. মকি সূরার বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করা হয়েছে—  
[নওয়াব ফয়জুল্লাহ সারকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]
- i. শিরক কুফরের পরিচয় ii. মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের কথা  
iii. শরিয়তের সাধারণ নীতিমালা
- নিচের কোনটি সঠিক?  
Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii
৬৪. অত্যাচারীকে কীভাবে সাহায্য করা যায়? [ব্র-বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
- i. যুলুম করতে সহায়তা করে ii. যুলুম করা থেকে প্রতিরোধ করে  
iii. যুলুম করা থেকে নিরবৎসাহিত করে
- নিচের কোনটি সঠিক?  
Ⓐ i Ⓑ ii Ⓒ i ও ii Ⓓ ii ও iii
৬৫. মহানবি (স)–এর যুগে কুরআনের আয়াত লিখে রাখা হতো—  
[চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
- i. প্রস্তর খণ্ডে ii. বৃষের পত্রে  
iii. কাগজে
- নিচের কোনটি সঠিক?  
Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৬ ও ৬৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
- কুরআনের গোশত যথারীতি ধোয়ার পরও মিসেস ‘খ’ দেখতে পান যে কিছু রক্ত পানির সাথে বেরিয়ে আসছে। এমতাবস্থায় তিনি উহা রান্না করে পরিবারের সবাইকে নিয়ে খান। [স. বো. ‘১৬]
৬৬. উক্ত গোশত খাওয়ার ব্যাপারে ইসলামের বিধান কী?  
Ⓐ হারাম Ⓑ হালাল Ⓒ মাকরহ Ⓓ মুবাহ
৬৭. মিসেস ‘খ’ এর উক্ত কাজের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে—  
Ⓐ হালাল-হারাম বিষয়ক জ্ঞানের যথার্থতা  
Ⓑ হালাল-হারাম বিষয়ক জ্ঞানের অজ্ঞতা  
Ⓒ হালাল-হারাম বিষয়ে উদাসীনতা  
Ⓓ গোশত খাওয়ার চরম আকাজক্ষা
- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৮ ও ৬৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
- ফাহিম সালাত আদায় করতে গিয়ে রবকু থেকে উঠে সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে সিঁজদায় চলে যায়। [স. বো. ‘১৫]
৬৮. ফাহিম শরিয়তের কোন বিধানটি পরিত্যাগ করেছেন?  
Ⓐ সুন্নত Ⓑ মুস্তাহাব Ⓒ ওয়াজিব Ⓓ ফরজ
৬৯. ফাহিম যে বিধান লঙ্ঘন করেছে তার অনুরূপ বিধান—  
i. দুই ঈদের সালাত আদায় করা ii. বিতরের সালাত আদায় করা  
iii. আযান ও ইকামত
- নিচের কোনটি সঠিক?  
Ⓐ i Ⓑ i ও ii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii
- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭০ ও ৭১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
- ফয়সাল সাহেব মসজিদ কমিটির সভাপতি হওয়ার পর মসজিদে সকাল বিকাল ফ্রি কুরআন শিবা চালু করেন। বিশেষ করে রমযান মাসে বয়স্ক মুসলিমদের জন্য ও যুহর নামাযের পর ফ্রি কুরআন শিবা চালু করেন।  
[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
৭০. ফয়সাল সাহেবের কুরআন শিবা চালুর উদ্দেশ্য—  
i. ইসলামে জ্ঞানার্জন ফরজ  
ii. এলাকাবাসীর প্রশংসা অর্জন  
iii. মসজিদের কল্যাণ সাধন
- নিচের কোনটি সঠিক?  
Ⓐ i Ⓑ ii Ⓒ i ও ii Ⓓ i, ii ও iii

৭১. ফয়সাল সাহেবের এ মহৎ কাজের ফলে—  
Ⓐ মসজিদের আয় বৃদ্ধি পাবে Ⓑ সমাজের কল্যাণ হবে  
Ⓒ মসজিদের ব্যয় হ্রাস পাবে Ⓓ সম্প্রদায় দূর হবে

### ■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➡ পাঠ-১ : শরিয়ত ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৩৭

At a Glance

- ইসলামি কার্যনীতি বা জীবনপদ্ধতিকে বলা হয়— শরিয়ত।
- শরিয়তের বিষয়বস্তু বা পরিধি— অত্যন্ত ব্যাপক।
- শরিয়ত মানবজাতির জন্য— সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।
- শরিয়তের বিষয়বস্তু প্রধানত— তিন প্রকার।
- মানবজীবনে শরিয়তের গুরুত্ব— অপরিহার্য।
- আল্লাহ ও রাসূল (স) কে অস্বীকার করার নামাস্তর হলো— শরিয়তকে অস্বীকার।
- শরিয়তের এক অংশ পালন করে অন্য অংশ ছেড়ে দেওয়া— মহাপাপ।
- ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান শিবা করা যায়— শরিয়ত শিবার মাধ্যমে।

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭২. শরিয়ত শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? (জ্ঞান)  
ক বাংলা Ⓑ আরবি Ⓒ ফার্সি Ⓓ উর্দু
৭৩. পথ ও রাস্তা ছাড়া শরিয়ত আর কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়? (উচ্চতর দরত)  
Ⓐ জীবন পদ্ধতি, আইন—কানুন, বিধি—বিধান  
Ⓑ সহজ পদ্ধতি, নিয়ম—কানুন, বিধি—বিধান  
Ⓒ সরল পদ্ধতি, সঠিক নিয়ম, বিধি—বিধান  
Ⓓ সুন্দর পদ্ধতি, বাস্তব আইন, বিধি—বিধান
৭৪. ইসলামি কার্যনীতি বা জীবনপদ্ধতিকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)  
Ⓐ আকাইদ Ⓑ আখিরাত  
Ⓒ শরিয়ত Ⓓ দুনিয়ার জীবন
৭৫. শরিয়তে মানুষের জন্য পথ নির্দেশনা কেন দেয়া হয়েছে? (অনুধাবন)  
Ⓐ জীবন পরিচালনার জন্য Ⓑ জান্নাত লাভের জন্য  
Ⓒ সার্বিক কল্যাণের জন্য Ⓓ পরকালীন মুক্তির জন্য
৭৬. ইসলামি শরিয়তের বিষয়বস্তু ও পরিধি কতটুকু? (প্রয়োগ)  
Ⓐ অত্যন্ত সহজ Ⓑ অত্যন্ত ব্যাপক  
Ⓒ অত্যন্ত সরল Ⓓ অত্যন্ত সংকীর্ণ
৭৭. ইসলামি শরিয়তকে পূর্ণাঙ্গ বলা হয় কেন? (অনুধাবন)  
Ⓐ সকল বিষয়ের বিধিবিধান বিদ্যমান থাকায়  
Ⓑ সকল জাতি—গোত্রের মানুষের বিবরণ থাকায়  
Ⓒ সকল দেশের মানুষের জন্য অবতীর্ণ হওয়ায়  
Ⓓ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবির (স) ওপর অবতীর্ণ হওয়ায়
৭৮. শরিয়তের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয় কোনটি? (প্রয়োগ)  
Ⓐ আকিদা Ⓑ নৈতিকতা  
Ⓒ বাস্তব কাজকর্ম Ⓓ ঘৃষ
৭৯. জনাব আলতাফ শরিয়তের পূর্ণ অনুসরণে নিজের জীবন পরিচালনা করেন। এর ফলে কে খুশি হবেন? (উচ্চতর দরত)  
Ⓐ মহান আল্লাহ ও রাসূল (স) Ⓑ আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ  
Ⓒ তার মা ও বাবা Ⓓ রাসূল (স) ও সাহাবাগণ
৮০. জনাব আফাজ শরিয়ত অনুযায়ী চলেন না। কারণ তিনি শরিয়তকে অস্বীকার করেন। তার এরূপ প অস্বীকার মূলত অস্বীকার করা হবে— (প্রয়োগ)  
Ⓐ আল্লাহ ও রাসূল (স) Ⓑ আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ

৮১. ৐ মানুষ ও সকল সৃষ্টিজীব ৐ রাসুল (স) ও সাহাবাগণ  
জনাব সান্তার সাহেব ইসলামের কিছু অংশ পালন করেন, আবার কিছু অংশ বর্জন করেন। তার এরূপ আচরণ হলো— (প্রয়োগ)
- ৐ শিরক ও কুফর ৐ কুফর ও নিফাক  
৐ নিফাক ও শিরক ৐ কবির গুনাহ
৮২. মালেক আল-কুরআনের কিছু অংশ বিশ্বাস করে, আবার কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান করে। তার এরূপ আচরণের পার্থিব প্রতিফল কী হবে? (প্রয়োগ)
- ৐ দারিদ্র্য ও হতাশা ৐ লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা  
৐ সম্মান ও মর্যাদা ৐ নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব
৮৩. জীবন পরিচালনার দিকনির্দেশনা কীসে পাওয়া যায়? (জ্ঞান)
- ৐ শরিয়তে ৐ আকাইদে ৐ আখিরাতে ৐ মিয়ানে
৮৪. শরিয়তের প্রতিটি হুকুম সামগ্রিকভাবে পালন করা কী? (জ্ঞান)
- ৐ ফরজে কিফায়া ৐ ওয়াজিব  
৐ ফরজ ৐ মুস্তাহাব
৮৫. সাধারণভাবে কোনটির ভিত্তিতে প্রণীত বিধানের উপর আমল করা ওয়াজিব? (অনুধাবন)
- ৐ কুরআন ৐ সুন্নাহ ৐ ইজমা ৐ কিয়াস
৮৬. কোনটি আমাদের ইবাদতের পদ্ধতি ও নিয়মকানুন শিক্ষা দেয়? (অনুধাবন)
- ৐ ইসলাম ৐ ইমান ৐ মারিফাত ৐ শরিয়ত
৮৭. কামাল শরিয়তের সবকিছু পালন করলেও হজ্জ করাকে অপচয় মনে করেন। তার এরূপ আচরণ ইসলামের দৃষ্টিতে কী? (প্রয়োগ)
- ৐ শিরক ৐ নিফাক ৐ কুফর ৐ মুবাহ
৮৮. কোন দুটি শরিয়তের প্রধান উৎস? (জ্ঞান)
- ৐ আল-কুরআন ও ইজমা ৐ আল-কুরআন ও সুন্নাহ  
৐ আল-কুরআন ও কিয়াস ৐ সুন্নাহ ও ইজমা
৮৯. শরিয়তের মূল কাঠামো কীসের ওপর দাঁড়ায়? (অনুধাবন)
- ৐ আল-কুরআন ও হাদিস ৐ পবিত্র আল-কুরআন  
৐ মারিফাত ৐ হাকিকত
৯০. শরিয়তের চতুর্থ উৎস কোনটি? (জ্ঞান)
- ৐ কুরআন ৐ হাদিস ৐ ইজমা ৐ কিয়াস
৯১. আরাক হাদিসের ভাষা অনুযায়ী নিয়মিত কুরআন ও হাদিসের ওপর আমল করছে। এতে তার কোনো ত্রুটি নেই। এর ফলে সে রবা পাবে— (উচ্চতর দবতা)
- ৐ পথদ্রষ্টতা থেকে ৐ সম্মানহানি থেকে  
৐ সম্পদ হ্রাস থেকে ৐ আয়হ্রাস থেকে
৯২. জনাব ইফাত নিয়মিত কুরআন ও হাদিস অধ্যয়ন করেন। এর ফলে তিনি কার পূর্ণ আনুগত্য করতে সক্ষম হবেন? (উচ্চতর দবতা)
- ৐ আল-কুরআনের ৐ রাসুলুল্লাহ (স)-এর  
৐ নেতৃস্থানীয়দের ৐ সাহাবীগণের
৯৩. ‘অতঃপর আমি আপনাকে শরিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি’- কোন সূরায় একথা বর্ণিত হয়েছে? (প্রয়োগ)
- ৐ সূরা আল-মায়িদা ৐ সূরা আন-নাহল  
৐ সূরা আদ-দুখান ৐ সূরা আল-জাসিয়া
৯৪. আল্লাহ কোন সূরায় শরিয়তের পূর্ণতা ঘোষণা করেছেন? (জ্ঞান)
- ৐ সূরা আল-মূলকে ৐ সূরা আল-হাশরে  
৐ সূরা আল-মায়িদায় ৐ সূরা আল-ইবরাহিমে
৯৫. শরিয়তের উৎস হলো— (অনুধাবন)

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- i. কুরআন ii. ফিকহ  
iii. সুন্নাহ  
নিচের কোনটি সঠিক?  
৐ i ও ii ৐ i ও iii ৐ ii ও iii ৐ i, ii ও iii
৯৬. আল-কুরআনের কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান করার প্রতিফল হলো— (উচ্চতর দবতা)
- i. পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ii. কিয়ামতে কঠিনতম শাস্তি  
iii. পার্থিব সম্মান ও মর্যাদা লাভ  
নিচের কোনটি সঠিক?  
৐ i ও ii ৐ i ও iii ৐ ii ও iii ৐ i, ii ও iii
৯৭. ইসলামি শরিয়তের জীবনাদর্শের দ্বিতীয় পঞ্চদর্শক ও নির্দেশক আল হাদিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য— (উচ্চতর দবতা)
- i. হাদিসের বর্ণনা পরস্পরকে সনদ বলে  
ii. যে সকল ব্যক্তি হাদিস বর্ণনা করেছেন তাদের বলা হয় রাবি  
iii. হাদিসের মূল বক্তব্যকে বলা হয় মতন  
নিচের কোনটি সঠিক?  
৐ i ও ii ৐ i ও iii ৐ ii ও iii ৐ i, ii ও iii
৯৮. শরিয়তের বিষয়বস্তু ও পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। কারণ এতে রয়েছে— (উচ্চতর দবতা)
- i. সকল বিষয়ের বিধি-বিধান ii. সকল বিষয়ের দিকনির্দেশনা  
iii. একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান  
নিচের কোনটি সঠিক?  
৐ i ও ii ৐ i ও iii ৐ ii ও iii ৐ i, ii ও iii
৯৯. শরিয়তের বিষয়বস্তুর ভাগ হচ্ছে— (অনুধাবন)
- i. আকিদাগত বিধান ii. নৈতিকতাবিষয়ক নীতি  
iii. বাস্তব কাজের নীতি  
নিচের কোনটি সঠিক?  
৐ i ও ii ৐ i ও iii ৐ ii ও iii ৐ i, ii ও iii
১০০. জনাব আজাদ নিজের বিশ্বাস ও নৈতিক চরিত্রকে ইসলামের অনুসরণে গড়তে চান। এজন্য তাকে অনুসরণ করতে হবে— (প্রয়োগ)
- i. ইসলামি শরিয়ত ii. মারিফাত ও হাকিকত  
iii. ইসলামি বিধি-বিধান  
নিচের কোনটি সঠিক?  
৐ i ও ii ৐ i ও iii ৐ ii ও iii ৐ i, ii ও iii
১০১. জনাব হাসিব হালাল-হারাম, ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে চান। এজন্য তাকে জ্ঞানলাভ করতে হবে— (প্রয়োগ)
- i. ইসলামি শরিয়তের ii. ইলমে মারিফাতের  
iii. ইজমা ও কিয়াসের  
নিচের কোনটি সঠিক?  
৐ i ৐ ii ৐ i ও ii ৐ i ও iii
১০২. জনাব মিনাজ পরিপূর্ণভাবে শরিয়তের জ্ঞানলাভ করেছেন। এর ফলে তিনি জানতে পারবেন ইসলামের— (উচ্চতর দবতা)
- i. অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয় ii. সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিষয়  
iii. রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়  
নিচের কোনটি সঠিক?  
৐ i ও ii ৐ i ও iii ৐ ii ও iii ৐ i, ii ও iii
১০৩. জনাব সেন্টু ইসলামি শরিয়ত মেনে চলেন না এবং একে অনুসরণ করেন না। এর ফলে অসন্তুষ্টি হবেন— (উচ্চতর দবতা)
- i. মহান আল্লাহ ii. মহানবি (স)  
iii. সকল সৃষ্টিজীব  
নিচের কোনটি সঠিক?  
৐ i ও ii ৐ i ও iii ৐ ii ও iii ৐ i, ii ও iii
১০৪. শরিয়ত আমাদের শিবা দেয়— (উচ্চতর দবতা)

- i. ইবাদতের পদ্ধতি  
iii. নৈতিকতার  
নিচের কোনটি সঠিক?
- Ⓐ i ও ii    Ⓑ i ও iii    Ⓒ ii ও iii    ● i, ii ও iii

১০৫. শরিয়তের অন্যতম তাৎপর্য হচ্ছে—

- i. আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জন    ii. সামাজিক সম্প্রীতি  
iii. রাজনৈতিক সহিংসতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii    Ⓐ i ও iii    Ⓒ ii ও iii    Ⓓ i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০৬ ও ১০৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আহাদ নিয়মিত সালাত আদায় করে। রমযান মাসে রোযা রাখে। ইসলামি বিধানের চারটি উৎসের ওপর বিশ্বাস করে।

১০৬. আহাদের এরূপ প কর্মকাণ্ড কী পালনের ইজ্জাত করে? (প্রয়োগ)

- শরিয়ত    Ⓐ হাকিকত    Ⓒ মারিফাত    Ⓓ কিয়াস

১০৭. এরূপ প কাজের ফলে আহাদ লাভ করবে—

- i. বারযাখ  
ii. জান্নাত  
iii. আলরাহর সন্তুষ্টি

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii    Ⓑ i ও iii    ● ii ও iii    Ⓓ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০৮ ও ১০৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মি. সবুজ সর্বদা নিজেকে আলরাহ ও রাসূল (স)-এর অনুগত রাখতে চান এবং সঠিক পথে পরিচালিত করতে চান।

১০৮. এজন্য মি. সবুজকে ঐকড়ে ধরতে হবে—

- i. আলরাহর কিতাবকে    ii. রাসূল (স)-এর সুন্নাহকে  
iii. ইজমা ও কিয়াসকে

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii    Ⓑ i ও iii    Ⓒ ii ও iii    ● i, ii ও iii

১০৯. মি. সবুজ এর ফলে লাভ করবেন—

- i. জান্নাত    ii. জাহান্নাম  
iii. ইহ ও পরকাল

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii    ● i ও iii    Ⓒ ii ও iii    Ⓓ i, ii ও iii

➡ পাঠ-২ : শরিয়তের প্রথম উৎস; আল-কুরআন

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৩৯

At a Glance

- ইসলামি শরিয়তের ভিত্তি ও কাঠামো প্রতিষ্ঠিত— কুরআনের ওপর।
- আল-কুরআন শরিয়তের— অকাট্য দলিল।
- মানবজীবনের প্রয়োজনীয় সকল সমাধানসূচক মূলনীতি— কুরআনে বিদ্যমান।
- সহজ-সরল ও সাবলীল ভাষায় নাজিল হয়— কুরআন মজিদ।
- লাওহে মাহফুজ বা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ— আল-কুরআন।
- প্রথম আসমানের একটি বিশেষ স্থান হলো— বায়তুল ইযযাহ।
- সর্বপ্রথম নাজিল হয় কুরআনের সূরা আলাকের— প্রথম পৃষ্ঠা আয়াত।
- মহানবি (স)-এর ওপর কুরআন নাজিল হয়— ২৩ বছরে।
- কুরআন নাজিল হয়— ঘটনার প্রেক্ষাপটে।

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১০. শরিয়তের প্রথম ও প্রধান উৎস কোনটি? (জ্ঞান)

- কুরআন    Ⓐ সুন্নাহ    Ⓒ ইজমা    Ⓓ কিয়াস

১১১. জনাব কামরান ইসলামের ভিত্তি ও কাঠামোর মূল এবং শরিয়তের প্রথম ও সর্বপ্রধান উৎস সম্পর্কে জানতে চান। এজন্য তাকে কী অধ্যয়ন করতে হবে? (প্রয়োগ)

- আল-কুরআন    Ⓐ আল-হাদিস  
Ⓒ ইলমে ফিকহ    Ⓓ ইলমে কালাম

১১২. জনাব আফিজ শুনছে যে, ফরজ বিধান শরিয়তের অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। এখন তিনি এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গতা জ্ঞান অর্জন করতে চান। এজন্য তাকে বিশেষভাবে কোন গ্রন্থটি অধ্যয়ন করতে হবে? (প্রয়োগ)

- কুরআন    Ⓐ ইনজিল    Ⓒ তাওরাত    Ⓓ যাবুর

১১৩. জনাব রকি কিছু সমস্যা নিয়ে চিন্তিত। এজন্য তিনি পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করছেন। এর ফলে তিনি ঋজে পাবেন— (উচ্চতর দরতা)

- সমাধানসূচক মূলনীতি    Ⓐ আরবদের ঐতিহাসিক ঘটনা  
Ⓒ মুসলিম উম্মাহর ইতিকথা    Ⓓ পৃথিবী সৃষ্টির পূর্ণ বিবরণ

১১৪. মানবজীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের সমাধানসূচক মূলনীতি ও ইজ্জিত আল-কুরআনে বিদ্যমান। এ থেকে কী প্রমাণিত হয়? (উচ্চতর দরতা)

- Ⓐ কুরআন অবিকৃত    ● কুরআন শ্বাশত জীবনবিধান  
Ⓒ কুরআন সবসময় পঠিত হয়    Ⓓ কুরআনকে সংকলন করা হয়েছে

১১৫. মিজান মানবজাতির জীবন পরিচালনার মূলনীতি ও নির্দেশনা সম্পর্কে জানতে চায়। এজন্য তাকে কী অধ্যয়ন করতে হবে? (প্রয়োগ)

- Ⓐ হাদিস    Ⓒ ফিকহ    ● কুরআন    Ⓓ মানতিক

১১৬. “আর আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছে প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ”—এটি কার বাণী? (প্রয়োগ)

- Ⓐ আবু বকর (রা)    Ⓐ মহানবি (স)  
● আলাহ তায়ালার    Ⓓ জিবরাইল (আ)

১১৭. কুরআন মজিদ কার বাণী? (জ্ঞান)

- Ⓐ মানুষের    Ⓐ নবি-রাসূলের  
● আলাহর    Ⓓ ফেরেশতার

১১৮. সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব কোনটি? (জ্ঞান)

- Ⓐ তাওরাত    Ⓐ যাবুর    Ⓒ ইনজিল    ● আল-কুরআন

১১৯. কার মাধ্যমে আল-কুরআন নাজিল হয়েছিল? (জ্ঞান)

- Ⓐ হযরত ইসরাফিল (আ)    ● হযরত জিবরাইল (আ)  
Ⓒ হযরত আজরাইল (আ)    Ⓓ মুনকার-নাকির

১২০. আল-কুরআন কার ওপর নাজিল হয়েছিল? (জ্ঞান)

- Ⓐ হযরত মুসা (আ)    ● হযরত মুহাম্মদ (স)  
Ⓒ হযরত ঈসা (আ)    Ⓓ হযরত ইবরাহিম (আ)

১২১. কুরআন মজিদ নাজিল হয় কোন ভাষায়? (জ্ঞান)

- Ⓐ কঠিন    ● আরবি    Ⓒ উর্দু    Ⓓ দুর্বোধ্য

১২২. রাবেয়া বেগম নিয়মিত কুরআন অধ্যয়ন করেন। এর ফলে তিনি কী জানতে পারবেন? (উচ্চতর দরতা)

- Ⓐ সাহাবিদের জীবনচরিত    Ⓐ ইমামগণের মর্যাদা  
● জীবন পরিচালনার মূলনীতি    Ⓓ অধিক মুনাফা অর্জনের কৌশল

১২৩. আহমাদ সাহেব বললেন, মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য আলরাহ একটি আসমানি কিতাবে বিভিন্ন উপমা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। আহমাদ সাহেব কোন আসমানি কিতাবের প্রতি ইজ্জিত করেছেন? (প্রয়োগ)

- Ⓐ তাওরাত    Ⓐ যাবুর    Ⓒ ইনজিল    ● কুরআন

১২৪. সানি তার ঘরকে দিনের আলোয় উজ্জ্বল রাখতে চায়। এ বেত্রে তার প্রয়োজন— (উচ্চতর দরতা)

- ঘরে কুরআন তিলাওয়াত করা    Ⓐ ঘরটিকে মস্তবে পরিণত করা  
Ⓒ ফরজ সালাত ঘরে পড়া    Ⓓ বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করা

১২৫. আলরাহ তায়লা কুরআনকে সহজ-সরল ও সাবলীল ভাষায় নাজিল করেছেন কেন? (অনুধাবন)

- Ⓐ যাতে জ্ঞানীরা সহজেই শিখতে পারে



- যাতে সাধারণ মানুষও শিখতে পারে  
 ৫৭ যাতে কুরআন দ্রুত পাঠ করা যায়  
 ৫৮ যাতে কুরআনের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়
১২৬. “বরং এটা সম্মানিত কুরআন, যা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ” — এটি কার বাণী?  
 (প্রয়োগ)  
 ● আলরাহ তায়লা ৫৭ মহানবি (স)  
 ৫৮ হযরত উসমান (রা) ৫৯ হযরত আবুবকর (রা)
১২৭. জনাব ইকবাল ইসলাম শিবা পড়ে জানল যে, বর্তমান কুরআনের বিন্যাস নাজিলের শুরব থেকে শেষ পর্যন্ত ঘেরু প ছিল সে রকমই আছে। এর ফলে জনাব ইকবাল কী বুঝতে পারল?  
 (উচ্চতর দরতা)  
 ● বর্তমান বিন্যাস লাওহে মাহফুজের ন্যায়  
 ৫৭ পবিত্র কুরআন সর্বদা দুষ্কারিবর্তনীয়  
 ৫৮ বর্তমান বিন্যাস সাহাবীগণের বিন্যাস  
 ৫৯ বর্তমান বিন্যাস খলিফার নির্দেশিত বিন্যাস
১২৮. “বায়তুল ইযযাহ” বলতে কী বোঝায়?  
 (অনুধাবন)  
 ৫৭ মহানবি (সা) কর্তৃক নির্মিত প্রথম মসজিদ  
 ৫৮ কুরআন নাজিলের মর্যাদাপূর্ণ স্থান  
 ● প্রথম আসমানের একটি বিশেষ স্থান  
 ৫৯ মদিনার সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ স্থান
১২৯. আল-কুরআন কত বছরে নাজিল হয়েছিল?  
 (জ্ঞান)  
 ৫৭ ২০ ৫৮ ২১ ৫৯ ২২ ● ২৩
১৩০. অন্যান্য আসমানি কিতাব থেকে আল-কুরআন ব্যতিক্রম কেন?  
 (অনুধাবন)  
 ৫৭ নির্দিষ্ট জাতির জন্য অবতীর্ণ বলে  
 ৫৮ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবতীর্ণ বলে  
 ৫৯ গোটা কুরআন একসাথে অবতীর্ণ বলে  
 ● এটি অল্প অল্প করে অবতীর্ণ বলে
১৩১. “আমি এই কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দেইনি”—এখানে কোন কিতাবের কথা বলা হয়েছে?  
 (অনুধাবন)  
 ৫৭ তাওরাত ৫৮ ইঞ্জিল ● কুরআন ৫৯ যাবুর
১৩২. পবিত্র কুরআন সর্বপ্রথম কোন রাতে নাজিল হয়?  
 (জ্ঞান)  
 ● শবেকদরে ৫৭ শাব-ই-মিরাজে  
 ৫৮ শবেবরাতে ৫৯ ঈদুল ফিতর রাতে
১৩৩. কোন গ্রন্থ সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভান্ডার?  
 (জ্ঞান)  
 ৫৭ তাওরাত ৫৮ যাবুর ৫৯ ইনজিল ● কুরআন
১৩৪. কুরআন আরবি ভাষায় নাজিল করার কারণ কী?  
 (প্রয়োগ)  
 ৫৭ এটি আরবের ভাষা ● মহানবি (স) এর নিজের ভাষা  
 ৫৮ এটি বেহেশতের ভাষা ৫৯ এটি কবরের ভাষা
১৩৫. কিতাবের প্রতিশব্দ কী?  
 (জ্ঞান)  
 ৫৭ লিখিত ৫৮ ফরমা ৫৯ লিপিবদ্ধ ● গ্রন্থ
১৩৬. ইমানের বিষয়গুলো কীসের দ্বারা প্রমাণিত?  
 (অনুধাবন)  
 ৫৭ ইজমা ও কিয়াস ● কুরআন ও হাদিস  
 ৫৮ কুরআন ও কিয়াস ৫৯ হাদিস ও কিয়াস
১৩৭. কোন আসমানি কিতাব খন্ড খন্ড করে নাজিল হয়েছে?  
 (জ্ঞান)  
 ৫৭ যাবুর ৫৮ তাওরাত ৫৯ ইঞ্জিল ● কুরআন
১৩৮. ইমাম সাহেব বললেন, আলরাহ তায়লা আমাদের জন্য এমন একটি কিতাব নাজিল করেছেন, যাতে সহজ-সরল ও সাবলীল ভাষায় নানা বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। ইমাম সাহেবের ইজিতকৃত কিতাবটি হলো—  
 (প্রয়োগ)  
 ● কুরআন ৫৭ বুখারি ৫৮ ফিকহ ৫৯ সহিফা

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৩৯. আল-কুরআন শরিয়তের—  
 (অনুধাবন)  
 i. অকাট্য দলিল ii. প্রামাণ্য দলিল

- iii. যুক্তিপূর্ণ দলিল  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii ৫৭ i ও iii ৫৮ ii ও iii ৫৯ i, ii ও iii
১৪০. মহাগ্রন্থ আল-কুরআন—  
 (অনুধাবন)  
 i. সর্বশেষ আসমানি কিতাব ii. সর্বপ্রথম আসমানি কিতাব  
 iii. সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ৫৭ i ও ii ● i ও iii ৫৮ ii ও iii ৫৯ i, ii ও iii
১৪১. আল-কুরআন সংরক্ষিত ছিল—  
 (অনুধাবন)  
 i. লাওহে মাহফুজে ii. বায়তুল ইযযাহ  
 iii. সংরক্ষিত ফলকে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ৫৭ i ও ii ● i ও iii ৫৮ ii ও iii ৫৯ i, ii ও iii
১৪২. মাওলানা জাফর নিয়মিত কুরআন অধ্যয়ন করেন। এর ফলে তিনি জানতে পারবেন—  
 (উচ্চতর দরতা)  
 i. জীবন পরিচালনার সুস্পষ্ট মূলনীতি  
 ii. জীবন পরিচালনার সুস্পষ্ট নির্দেশনা  
 iii. জীবন উপভোগ করার কৌশল  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii ৫৭ i ও iii ৫৮ ii ও iii ৫৯ i, ii ও iii
১৪৩. কুরআনের সাথে অন্যান্য আসমানি কিতাবের পার্থক্য হচ্ছে, এটি—  
 (অনুধাবন)  
 i. প্রয়োজন অনুযায়ী নাজিল হয় ii. দীর্ঘ সময় ধরে নাজিল হয়  
 iii. নির্দিষ্ট জাতির জন্য নাজিল হয়  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii ৫৭ i ও iii ৫৮ ii ও iii ৫৯ i, ii ও iii
১৪৪. আসমান থেকে একত্রে অবতীর্ণ হওয়া কিতাব—  
 (অনুধাবন)  
 i. তাওরাত ii. কুরআন  
 iii. ইনজিল  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ৫৭ i ও ii ● i ও iii ৫৮ ii ও iii ৫৯ i, ii ও iii
১৪৫. কুরআন মজিদ খন্ড খন্ডভাবে নাজিল হয়েছে কারণ—  
 (উচ্চতর দরতা)  
 i. কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ  
 ii. এর বিধিবিধান সহজভাবে অনুসরণ  
 iii. মানুষ ক্রমান্বয়ে কুরআনের বিধানে যেন অভ্যস্ত হয়  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ৫৭ i ও ii ● i ও iii ৫৮ ii ও iii ৫৯ i, ii ও iii

#### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৪৬ ও ১৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :  
 মুকুল সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব অবতরণ বিষয়ে জানতে আগ্রহী হওয়ায় তার বাড় ভাই আরিফ বললেন, এটি আলরাহ তায়লা সর্বপ্রথম কদরের রাতে লাওহে মাহফুজ থেকে ‘বায়তুল ইযযাহ’ নামক স্থানে নাজিল করেন। অতঃপর বিভিন্ন সময় ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মহানবি (স) এর প্রতি নাজিল হয়। একথা শুনে মুকুল নিয়মিত তা অধ্যয়নের সিদ্ধান্ত নিল।
১৪৬. অনুচ্ছেদে সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব বলতে কোনটির প্রতি ইজিত করা হয়েছে?  
 (প্রয়োগ)  
 ৫৭ তাওরাত ৫৮ যাবুর ৫৯ ইনজিল ● কুরআন
১৪৭. উক্ত কিতাব অধ্যয়নের ফলে মুকুল জানতে পারবে—  
 (উচ্চতর দরতা)  
 i. জীবন পরিচালনার মূলনীতি ও নির্দেশনা  
 ii. শরিয়তের অকাট্য ও প্রামাণ্য দলিল  
 iii. মুসলিম মুজতাহিদগণের ফায়সালা  
 নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii    ③ i ও iii    ④ ii ও iii    ⑤ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৪৮ ও ১৪৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ড. ইনাম হোসেন একজন গবেষক। ইসলামি শরিয়তের ওপর ব্যাপক গবেষণা করতে চান। ইমাম সাহেবের নিকট পরামর্শ চাইলে তিনি প্রথমে তাকে শরিয়তের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উৎস অধ্যয়ন করতে বলেন।

১৪৮. ইমাম সাহেব ড. ইনাম হোসেনকে কী অধ্যয়নের পরামর্শ দেন? (প্রয়োগ)

- ③ ইতিহাস    ④ হাদিস    ● কুরআন    ⑤ ফিকহি গ্রন্থ

১৪৯. ইমাম সাহেবের পরামর্শ মোতাবেক অধ্যয়নের ফলে ড. ইনাম হোসেন জানতে পারবেন—

(উচ্চতর দরতা)

- i. প্রতিটি বিষয়ের ব্যাখ্যা    ii. কুরআনের বিভিন্ন উপমা  
iii. উপদেশ গ্রহণের উপায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ③ i ও ii    ④ i ও iii    ⑤ ii ও iii    ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৫০ ও ১৫১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাবটি কদেরের রাতে নিকটতম আসমানে নাজিল হয়েছিল। মাহতাব নিয়মিত তা অধ্যয়ন করে।

১৫০. মাহতাব কোন কিতাব নিয়মিত অধ্যয়ন করে? (প্রয়োগ)

- আল-কুরআনের    ③ ইনজিলের  
④ তাওরাতের    ⑤ যাবুরের

১৫১. মাহতাব জানতে পারবে—

(উচ্চতর দরতা)

- i. কুরআনের সরল আলোচনা    ii. ইসলামের মূলনীতি ও নির্দেশনা  
iii. মানবজীবনে এর প্রয়োজনীয়তা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ③ i ও ii    ④ i ও iii    ⑤ ii ও iii    ● i, ii ও iii

➔ পাঠ-৩ : আল-কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলন

➔ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৪১

At a Glance

- সর্বপ্রথম কুরআন সংকলনের উদ্যোগ নেন— হযরত আবু বকর (রা)।
- ওহি লেখক সাহাবি গণের মধ্যে প্রধান— হযরত য়ায়েদ ইবনে সাবিত (রা)।
- বহুসংখ্যক কুরআনের হাফিজ সাহাবি শাহাদাতবরণ করেন— ইয়ামামার যুগে।
- পবিত্র কুরআনের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল— হযরত হাফসা (রা)—এর নিকট।
- জামিউল কুরআন বলা হয়— হযরত উসমান (রা) কে।
- মহানবি (স) সাহাবিগণকে বলতেন— কুরআন মুখস্ত করে রাখার জন্য।
- পবিত্র কুরআন সংরক্ষণ করেন— স্যয়ং মহান আলরাহ।
- কাতিবে ওহি ছিলেন— ৪২ জন।
- হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) ছিলেন— কাতিবে ওহি।

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫২. কুরআন অবিকৃত অবস্থায় আছে কেন? (অনুধাবন)

- আল্লাহ সংরক্ষণকারী বলে    ③ মহানবি (স) সংরক্ষণকারী বলে  
④ জিন সংরক্ষণকারী বলে    ⑤ মানুষ সংরক্ষণকারী বলে

১৫৩. কুরআনের সংরক্ষক স্যয়ং মহান আলরাহ এবং এ পর্যন্ত এর একটি হরকত ও নুকতায়ও পরিবর্তন হয়নি। এর ফলে আমরা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারি?

(উচ্চতর দরতা)

- এটি কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে  
③ এটি বিশ্বের সকলের পথপ্রদর্শক  
④ এটি বিশ্বজগতের সর্বশেষ কিতাব  
⑤ এটি সর্বশ্রেষ্ঠ নবির উপর অবতীর্ণ

১৫৪. আল-কুরআন কোন দেশে নাজিল হয়েছিল? (জ্ঞান)

- আরবে    ③ চীনে    ④ মিসরে    ⑤ ইরাকে

১৫৫. মহানবি (স) নাজিলকৃত কুরআনের আয়াত সাথে সাথে মুখস্থ করে নিতেন কেন?

(অনুধাবন)

- ③ আলরাহর নির্দেশ পালন করার জন্য

③ জিবরাইল (আ)—এর অনুসরণ করার জন্য

④ আলরাহর রহমত ও বরকত লাভের জন্য

● নিজ স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য

১৫৬. হযরত মুসআব ইবনে উমায়র (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা)—কে কুরআন শিক্ষাদানের জন্য কোথায় প্রেরণ করা হয়েছিল? (জ্ঞান)

- ③ মক্কায়    ● মদিনায়    ④ মিসরে    ⑤ চীনে

১৫৭. মহানবি (স)—এর সময়ে আল-কুরআন একত্রে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়নি কেন?

(অনুধাবন)

③ কুরআন লেখার মতো কেউ ছিল না বলে

● লেখার উপকরণ দুষ্প্রাপ্য ছিল বলে

④ মহানবি (স) ও সাহাবিরা ব্যস্ত ছিলেন বলে

⑤ আলরাহর নির্দেশ ছিল না বলে

১৫৮. ইসলামের প্রথম খলিফা কে ছিলেন? (জ্ঞান)

③ হযরত উসমান (রা)    ④ হযরত আলি (রা)

● হযরত আবু বকর (রা)    ⑤ হযরত উমর (রা)

১৫৯. ইয়ামামার যুগে কোন খলিফার আমলে সংঘটিত হয়? (জ্ঞান)

● হযরত আবু বকর (রা)    ④ হযরত উসমান (রা)

⑤ হযরত আলি (রা)    ⑥ হযরত উমর (রা)

১৬০. ইমাম সাহেব বললেন, একটি যুগে বহুসংখ্যক হাফিজে কুরআনের শাহাদাতের প্রেবিত্তে হযরত আবুবকর (রা) কুরআন সংকলনের উদ্যোগ নেন। ইমাম সাহেব কোন যুগের প্রতি ইজ্জিত করেছেন?

(প্রয়োগ)

③ বদর যুদ্ধ    ④ ওহুদ যুদ্ধ

● ইয়ামামার যুগে    ⑤ খন্দকের যুদ্ধ

১৬১. হযরত আবু বকর (রা) ভণ্ডনবিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এতে অসংখ্য হাফিজে কুরআন শাহাদত লাভ করেন। এ থেকে আমরা কী শিবা পাই? (উচ্চতর দরতা)

● অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা

③ সর্বাবস্থায় জিহাদ ও লড়াই অব্যাহত রাখা

④ হাফিজে কুরআনদের জিহাদে নিয়োজিত রাখা

⑤ প্রতি জিহাদে সবাইকে অংশীদার করা

১৬২. ধর্মীয় শিবক বললেন, কুরআন বিলুপ্তির আশংকায় উদ্বিগ্ন এক সাহাবির পরামর্শে হযরত আবুবকর (রা) সর্বপ্রথম কুরআন সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এখানে উদ্বিগ্ন সাহাবি বলতে ধর্মীয় শিবক কার প্রতি ইজ্জিত করেছেন? (প্রয়োগ)

③ হযরত উসমান (রা)

● হযরত উমর (রা)

④ হযরত আলি (রা)

⑤ হযরত য়ায়েদ বিন সাবিত (রা)

১৬৩. হযরত উমর (রা) হযরত আবুবকর (রা)—কে কুরআন সংকলনের পরামর্শ দিলেন কেন?

(অনুধাবন)

● কুরআন বিলুপ্তির আশংকায়    ④ মহানবি (স)—এর নির্দেশে

⑤ সাহাবিদের পরামর্শ মতে    ⑥ ইসলাম ধর্মের কল্যাণে

১৬৪. হযরত য়ায়েদ ইবনে সাবিত (রা) কুরআন সংকলনের ক্ষেত্রে কয়টি পন্থা অবলম্বন করেছিলেন?

(জ্ঞান)

③ ২

④ ৩

● ৪

⑤ ৫

১৬৫. হযরত উমর (রা)—এর পরামর্শে হযরত আবু বকর (রা) কুরআন সংকলনের উদ্যোগ নেন। তিনি প্রধান ওহি লেখক সাহাবিকে এ গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন। এষেত্রে প্রধান ওহি লেখক কে?

(প্রয়োগ)

③ হযরত আবু বকর (রা)

④ হযরত উমর (রা)

⑤ হযরত উসমান (রা)

● হযরত য়ায়েদ ইবনে সাবিত (রা)

১৬৬. সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআনকে গ্রন্থাকারে সংকলন করেন কে? (জ্ঞান)

③ হযরত আবু বকর (রা)

④ হযরত উসমান (রা)

● হযরত য়ায়েদ ইবনে সাবিত (রা)

⑤ হযরত আলি (রা)

১৬৭. হযরত আবুবকর (রা)—এর ইন্তিকালের পর আল-কুরআন কার তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত ছিল?

(জ্ঞান)

<p>১৬৮. হযরত উসমান (রা)-এর খেলাফতকালে কুরআন তিলাওয়াতের বেদ্রে মতানৈক্য দেখা দেয় কেন? (অনুধাবন)</p> <p>● বিভিন্ন গোত্রীয় রীতিতে কুরআন পড়ার কারণে                  ৩ আরবি ভাষা সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকার কারণে                  ৪ কুরআনে ব্যাপক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হওয়ার কারণে                  ৫ ইসলামি খিলাফতের ব্যাপক বিস্তৃতির কারণে</p>	<p>১৬৯. মহানবি (স) আরবদের কয়টি রীতিতে কুরআন পাঠের অনুমতি দিয়েছিলেন? (জ্ঞান)</p> <p>৩ ৫ ৬ ৭ ৮</p> <p>১৭০. জামিল বলল, একজন খলিফার উদ্যোগে কুরআন তিলাওয়াতের বেদ্রে যে মতানৈক্য ছিল তা দূরীভূত হয়। জামিল কোন খলিফার কথা বলেছেন? (প্রয়োগ)</p> <p>৩ হযরত উমর (রা) ● হযরত উসমান (রা)                  ৪ হযরত আলি (রা) ৫ হযরত মুয়াবিয়া</p>
<p>১৭১. হযরত উসমান (রা) প্রধান সাহাবিগণের পরামর্শক্রমে কুরআন সংকলনের জন্য কয়জন সাহাবির বোর্ড গঠন করেন? (জ্ঞান)</p> <p>৩ ২ ৩ ৪ ৫</p>	<p>১৭২. হযরত উসমান (রা)-এর প্রত্যব তত্ত্বাবধানে আল-কুরআন গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়। এর ফলে কী হয়? (উচ্চতর দরতা)</p> <p>● কুরআন বিকৃতি ও গরমিলের হাত থেকে রবা পায়                  ৩ কুরআনের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়                  ৪ কুরআনের বাণী প্রচারের কাজ সহজ হয়                  ৫ কুরআন তিলাওয়াত সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হয়</p>
<p>১৭৩. কুরআন মজিদ সংকলন করেন কে? (জ্ঞান)</p> <p>৩ হযরত আবু বকর (রা) ৪ হযরত উমর (রা)                  ● হযরত উসমান (রা) ৫ হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা)</p>	<p>১৭৪. হযরত উসমান (রা)-কে ‘জামিল কুরআন’ বলা হয় কেন? (অনুধাবন)</p> <p>● কুরআন সংকলনের জন্য ৩ কুরআন বোঝার জন্য                  ৪ কুরআন রচনার জন্য ৫ কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য</p>
<p>১৭৫. একজন উমাইয়া বংশীয় শাসনকর্তা পবিত্র কুরআনে হরকত সংযোজন করেন। এখানে কোন উমাইয়া বংশীয় শাসনকর্তাকে বুঝানো হয়েছে? (প্রয়োগ)</p> <p>৩ ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া (রা) ৪ ওয়ালিদ ইবনে হিশাম                  ● হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ৫ মারওয়ান ইবনে হাকাম</p>	<p>১৭৬. আল-কুরআনে হরকত সংযোজন করেন কে? (জ্ঞান)</p> <p>৩ হযরত আলি (রা) ৪ হযরত উসমান (রা)                  ● হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ৫ হযরত উমর (রা)</p>
<p>১৭৭. ইরাকের উমাইয়া বংশীয় শাসনকর্তা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ পবিত্র কুরআনে হরকত সংযোজন করেন। এর ফলাফল কী হয়? (উচ্চতর দরতা)</p> <p>৩ কুরআন শরিফ পাঠে শ্রবতিমধুরতা বেড়ে যায়                  ৪ কুরআন শরিফ এর কলেবর বৃদ্ধি পায়                  ● কুরআন শরিফ পাঠে অনারবদের সুবিধা হয়                  ৫ কুরআন শরিফ বিকৃতির হাত থেকে রবা পায়</p>	<p>১৭৮. ‘কাতিবে ওহি’-র প্রধান কে ছিলেন? (জ্ঞান)</p> <p>● হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা) ৩ হযরত আলি (রা)                  ৪ হযরত মুআবিয়া (রা) ৫ হযরত উসমান (রা)</p>
<p>১৭৯. খুলাফায়ে রাশেদিনের কয়জন খলিফা ওহি লেখক ছিলেন? (জ্ঞান)</p> <p>৩ ১ ২ ৩ ৪</p>	<p>১৮০. কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য মহানবি (স) হিজরতের পূর্বে কতজন সাহাবি মদিনায় প্রেরণ করেন? (জ্ঞান)</p> <p>● ২ ৩ ৪ ৫</p>
<p>১৮১. কুরআনের সাতটি কপি কে তৈরি করেন? (জ্ঞান)</p>	<p>১৮২. কুরআনের প্রতিলিপি তৈরিকারকগণ কী ছিলেন? (অনুধাবন)</p> <p>৩ উচ শিক্ষিত ● কুরআনে হাফিয                  ৪ উসমান (রা) এর পরামর্শক ৫ কুরআনে ক্বারী</p>

<p>১৮৩. কুরআন সংকলনের ক্ষেত্রে অবদান রাখেন— (অনুধাবন)</p> <p>i. হযরত আবু বকর (রা) ii. হযরত আলি (রা)                  iii. হযরত উসমান (রা)</p> <p>নিচের কোনটি সঠিক?                  ৩ i ও ii ● i ও iii ৪ ii ও iii ৫ i, ii ও iii</p>	<p>১৮৪. কাতিবে ওহি বা ওহি লেখক সাহাবি ছিলেন— (অনুধাবন)</p> <p>i. হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা) ii. হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)                  iii. হযরত উসমান (রা)</p> <p>নিচের কোনটি সঠিক?                  ৩ i ও ii ৪ i ও iii ৫ ii ও iii ● i, ii ও iii</p>
<p>১৮৫. ইমাম সাহেব বললেন, হযরত আবু বকর (রা) পবিত্র কুরআনের গ্রন্থাকারে সংকলিত কপিটি রাসূল (স)-এর সহধর্মিণী হযরত হাফসা (রা)-এর পিতার নিকট রেখে যান। ইমাম সাহেব হযরত হাফসা (রা)-এর পিতা বলতে ইজিত করেছেন— (প্রয়োগ)</p> <p>i. হযরত উমর (রা)-এর প্রতি                  ii. দ্বিতীয় খলিফা-এর প্রতি                  iii. প্রথম খলিফা-এর প্রতি</p> <p>নিচের কোনটি সঠিক?                  ● i ও ii ৩ i ও iii ৪ ii ও iii ৫ i, ii ও iii</p>	<p>১৮৬. শাহেব আলী বললেন, হযরত উমর (রা)-এর পরামর্শে ইসলামের প্রথম খলিফা কুরআন সঞ্ছ ও সংকলনের উদ্যোগ নেন। প্রথম খলিফা বলতে ইমাম সাহেব বুঝিয়েছেন— (প্রয়োগ)</p> <p>i. হযরত উমর (রা) কে ii. হযরত আবু বকর (রা) কে                  iii. হযরত আয়েশা (রা)-এর পিতাকে</p> <p>নিচের কোনটি সঠিক?                  ৩ i ও ii ৪ i ও iii ● ii ও iii ৫ i, ii ও iii</p>
<p>১৮৭. আরবগণ নির্দিষ্ট রীতিতে কুরআন তিলাওয়াত করতেন যা অনারবগণ জানত না। রীতিগুলো— (প্রয়োগ)</p> <p>i. সাতটি                  ii. নির্দিষ্ট                  iii. অঙ্গভঙ্গিক</p> <p>নিচের কোনটি সঠিক?                  ৩ i ও ii ৪ i ও iii ৫ ii ও iii ● i, ii ও iii</p>	<p>১৮৮. হযরত উসমান (রা) কুরআন সংকলন করে এর কপি প্রতিটি কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন। এর ফলে— (উচ্চতর দরতা)</p> <p>i. মুসলমানদের ঝগড়ার সমাপ্তি ঘটে                  ii. তিলাওয়াতে মতানৈক্য দূরীভূত হয়                  iii. ইসলামি খিলাফতের বিস্তৃতি বেড়ে যায়</p> <p>নিচের কোনটি সঠিক?                  ● i ও ii ৩ i ও iii ৪ ii ও iii ৫ i, ii ও iii</p>
<p>অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর</p>	<p>নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৮৯ ও ১৯০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :</p>

আহাদের পিতা বললেন, ইয়ামামার যুদ্ধে অসংখ্য কুরআনে হাফিযের শাহাদতের পর হযরত উমর (রা)-এর পরামর্শে প্রথম খলিফা পবিত্র কুরআন সংকলনের উদ্যোগ নেন এবং ইসলামের অশেষ খেদমত করেন।

১৮৯. আহাদের পিতা প্রথম খলিফা বলতে কার প্রতি ইজ্জিত করেছেন? (প্রয়োগ)

- হযরত আবু বকর (রা)-এর      ৩৩ হযরত উমর (রা)-এর  
৩৩ হযরত উসমান (রা)-এর      ৩৩ হযরত আলি (রা)-এর

১৯০. এর ফলে আহাদ শিবা পেল- (উচ্চতর দরতা)

i. সৎ পরামর্শ দানের প্রয়োজনীয়তা ii. সৎ পরামর্শ গ্রহণের গুরুত্ব

iii. সব বিষয়ের সমান গুরুত্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii      ৩৩ i ও iii      ৩৩ ii ও iii      ৩৩ i, ii ও iii

➔ পাঠ-৪ : মক্কি ও মাদানি সূরা ➔ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৪৪

At a Glance

- আল-কুরআন বিভক্ত- ৩০ পারায়।
- কুরআন মজিদে আছে- ১১৪টি সূরা।
- ৬৬৬৬টি আয়াত- কুরআনের।
- মক্কি সূরা- ৮৬টি।
- শরিয়তের নীতিমালা বর্ণিত আছে- মক্কি সূরায়।
- হিজরতের পরের সূরাগুলোকে বলে- মাদানি সূরা।
- মাদানি সূরা মোট- ২৮টি।
- মাদানি সূরা তুলনামূলক- দীর্ঘ।
- বিচারব্যবস্থা ও দণ্ডবিধি বর্ণিত আছে- মাদানি সূরায়।

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৯১. হিজরতের পূর্বে যে সকল সূরা নাযিল হয়েছে সেগুলোকে কী বলে? (জ্ঞান)

- মক্কি      ৩৩ লাইলি      ৩৩ মাদানি      ৩৩ নাহারি

১৯২. মক্কায় অবতীর্ণ সূরার সংখ্যা কত? (জ্ঞান)

- ৩৩ ৮০      ● ৮৬      ৩৩ ৯০      ৩৩ ৯২

১৯৩. কোন সূরায় মুশরিক ও কাফিরদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে? (জ্ঞান)

- ৩৩ মাদানি      ● মক্কি      ৩৩ তায়েফি      ৩৩ বসরি

১৯৪. কামিল হিজরতের পূর্বে নাযিল হওয়া সূরাগুলো নিয়মিত অধ্যয়ন করছে। এর ফলে সে কাদের হত্যাযজ্ঞের কাহিনী জানতে পারবে? (উচ্চতর দরতা)

- কাফিরদের      ৩৩ মুনাফিকদের      ৩৩ ইহুদিদের      ৩৩ খ্রিস্টানদের

১৯৫. হোসাইন কুরআনের মক্কি সূরা অধ্যয়ন করেন। এর ফলে তিনি কী জানতে পারবেন? (উচ্চতর দরতা)

- শরিয়তের সাধারণ নীতিমালা      ৩৩ শরিয়তের বিধিবিধান  
৩৩ হালাল-হারামের বিধান      ৩৩ পারিবারিক ও সামাজিক নীতিমালা

১৯৬. মক্কি সূরার বৈশিষ্ট্য কোনটি? (জ্ঞান)

- ৩৩ সূরা ও আয়াতসমূহ দীর্ঘ      ● সূরা ও আয়াতসমূহ ছোট  
৩৩ মুনাফিকদের আলোচনা আছে      ৩৩ বিচারব্যবস্থা ও দণ্ডবিধি উল্লেখ আছে

১৯৭. আসিফ পবিত্র কুরআনের এমন একটি সূরা তিলাওয়াত করল যা তুলনামূলকভাবে ছোট এবং যার আয়াতগুলোও ছোট। সে কী ধরনের সূরা তিলাওয়াত করল? (প্রয়োগ)

- ৩৩ মাদানি      ● মক্কি      ৩৩ তায়েফি      ৩৩ হিজাজি

১৯৮. হিজরতের পরে যেসব সূরা নাযিল হয়েছে সেগুলোকে কী বলে? (জ্ঞান)

- ৩৩ মক্কি      ● মাদানি      ৩৩ লাইলি      ৩৩ নাহারি

১৯৯. মাদানি সূরার সংখ্যা কয়টি? (জ্ঞান)

- ৩৩ ২২      ● ২৮      ৩৩ ২৯      ৩৩ ৩২

২০০. ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রতি ইসলামের আহ্বান এসেছে কোন সূরায়? (জ্ঞান)

- ৩৩ মক্কি      ● মাদানি      ৩৩ ইরাকি      ৩৩ ইরানি

২০১. যে সূরায় মুনাফিকদের পরিচয় বর্ণিত হয়েছে তাকে কী সূরা বলা হয়? (অনুধাবন)

- ৩৩ মক্কি      ● মাদানি      ৩৩ হিজরি      ৩৩ লাইলি

২০২. মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ আছে কোন সূরায়? (জ্ঞান)

- ৩৩ মক্কি      ● মাদানি      ৩৩ ইরাকি      ৩৩ ইরানি

২০৩. জুবের হিজরতের পরে নাযিল হওয়া সূরাগুলো নিয়মিত অধ্যয়ন করছে। এর ফলে সে জানতে পারবে- (উচ্চতর দরতা)

- ৩৩ শিরক ও কুফরের পরিচয় সম্পর্কে  
৩৩ জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা সম্পর্কে  
৩৩ শরিয়তের সাধারণ নীতিমালা সম্পর্কে  
● পারস্পরিক আদান-প্রদান সম্পর্কে

২০৪. রাফি একটি সূরা পড়তে গিয়ে সেখানে মুনাফিকদের শাস্তি ও উত্তরাধিকার আইনের বিবরণ দেখতে পেল। রাফি কী ধরনের সূরা তিলাওয়াত করল? (প্রয়োগ)

- ৩৩ ইরাকি      ৩৩ ইরানি      ৩৩ মক্কি      ● মাদানি

২০৫. কোন সূরায় বিচারব্যবস্থা, দণ্ডবিধি, জিহাদ, পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে? (জ্ঞান)

- ৩৩ মক্কি      ● মাদানি      ৩৩ হিজাজি      ৩৩ ইরাকি

২০৬. মাদানি সূরার বৈশিষ্ট্য কোনটি? (জ্ঞান)

- জিহাদ ও পররাষ্ট্রনীতির আলোচনা আছে  
৩৩ মুশরিক ও কাফিরদের প্রশ্নের উত্তর আছে  
৩৩ কিয়ামত, জান্নাত-জাহান্নামের বর্ণনা আছে  
৩৩ শরিয়তের সাধারণ নীতিমালার বর্ণনা আছে

২০৭. কুরআন অধ্যয়নকালে আহমদ সালাত, যাকাত, হজ ও সাওম-এর বিবরণ দেখতে পায়। সে কী ধরনের সূরা অধ্যয়ন করছিল? (প্রয়োগ)

- ৩৩ মক্কি      ৩৩ হিজাজি      ● মাদানি      ৩৩ তায়েফি

২০৮. আয়মান সূরা বাকারার ন্যায় কতগুলো দীর্ঘ সূরা অধ্যয়ন করল? এর ফলে সে কী জানতে পারল? (উচ্চতর দরতা)

- ৩৩ তাওহিদ ও রিসালাত      ৩৩ অবাধ্যদের পরিণতি  
৩৩ ইয়াতিমের সম্পদ হরণ      ● শরিয়তের বিধি-বিধান

২০৯. রনি একটি সূরা তিলাওয়াত করল যার আয়াতগুলো তুলনামূলকভাবে বড়। রনি কী ধরনের সূরা তিলাওয়াত করল? (প্রয়োগ)

- ৩৩ হিজাজি      ৩৩ ইরাকি      ৩৩ মক্কি      ● মাদানি

২১০. কোনটি মাদানি সূরার বৈশিষ্ট্য? (জ্ঞান)

- ৩৩ তাওহিদ ও রিসালাত      ৩৩ কিয়ামত  
৩৩ আখিরাত      ● হালাল-হারাম

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২১১. মক্কি সূরার বৈশিষ্ট্য হলো- (অনুধাবন)

- i. তাওহিদ ও রিসালাতের আহ্বান  
ii. পরকালের বিবরণ  
iii. সূরাসমূহ দীর্ঘ আয়াতবিশিষ্ট  
নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii      ৩৩ i ও iii      ৩৩ ii ও iii      ৩৩ i, ii ও iii

২১২. শাহেদ শরিয়তের বিধি-বিধান ও ইবাদতের রীতিনীতি জানতে চায়। এজন্য তাকে অধ্যয়ন করতে হবে- (প্রয়োগ)

- i. হিজরতের পরের সূরা      ii. মাদানি সূরা  
iii. মক্কি সূরা

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii      ৩৩ i ও iii      ৩৩ ii ও iii      ৩৩ i, ii ও iii

২১৩. আতাহার মাদানি সূরা অধ্যয়ন করে। এর ফলে সে জানতে পারবে- (উচ্চতর দরতা)

- i. ইবাদতের রীতিনীতি  
ii. শরিয়তের বিধিবিধান

iii. শরিয়তের সাধারণ নীতিমালা

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii    ③ i ও iii    ④ ii ও iii    ⑤ i, ii ও iii

২১৪. মানজুর ইসলামের বিচার ব্যবস্থা ও দণ্ডবিধি সম্পর্কে জানতে চায়। এ জন্য তাকে অধ্যয়ন করতে হবে—

(প্রয়োগ)

i. হিজরতের পূর্বের সূরা

ii. হিজরতের পরের সূরা

iii. নির্দিষ্ট মাদানি সূরা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ③ i ও ii    ④ i ও iii    ● ii ও iii    ⑤ i, ii ও iii

২১৫. আরমান শরিয়তের সাধারণ নীতিমালা ও কাফির-মুশরিকদের বিভিন্ন অন্যায় অপরাধ বিষয়ে জানতে চায়। এজন্য তাকে অধ্যয়ন করতে হবে—

(প্রয়োগ)

i. মক্কি সূরা

ii. মাদানি সূরা

iii. হিজাজি সূরা

নিচের কোনটি সঠিক?

- i    ③ i ও ii    ④ ii ও iii    ⑤ i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২১৬ ও ২১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আফাজ ইসলামের বিচারব্যবস্থা, দণ্ডবিধি, জিহাদ, পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানতে চায়।

২১৬. আফাজকে পবিত্র কুরআনের কোন ধরনের সূরা অধ্যয়ন করতে হবে? (প্রয়োগ)

- ③ মক্কি    ● মাদানি    ④ হিজাজি    ⑤ ইরাকি

২১৭. উক্ত সূরাগুলো অধ্যয়নের ফলে আফাজ আরও জানতে পারবে— (উচ্চতর দর্শন)

i. ইবাদতের রীতিনীতি

ii. শরিয়তের বিধিবিধান

iii. শরিয়তের সাধারণ নীতিমালা

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii    ③ i ও iii    ④ ii ও iii    ⑤ i, ii ও iii

➡ পাঠ-৫ : তিলাওয়াত : গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য ➡

বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৪৬

At a Glance

- তিলাওয়াত শব্দের অর্থ— পাঠ করা।
- কুরআন মজিদ দেখে দেখে পড়া যায় আবার— মুখসতও পড়া যায়।
- আল-কুরআন মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী।
- এটি হলো পূর্ণাঙ্গ— জ্ঞান ভাণ্ডার।
- কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে— গুরুত্বের সাথে।
- চিন্তা ও গবেষণা করে কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন— আল্লাহ।
- উত্তম ইবাদত হলো— কুরআন তিলাওয়াত।
- কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে বান্দা লাভ করে আল্লাহর— সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য।
- শানেনুয়ুল অর্থ— অবতরণের পটভূমি।
- শানেনুয়ুল জানার— উপকারিতা অনেক।

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২১৮. সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার কোনটি? (জ্ঞান)

- ③ তাওরাত    ④ যাবুর    ⑤ ইনজিল    ● কুরআন

২১৯. ‘কুরআন বিজ্ঞানীদের জন্য একটি বিজ্ঞান সংস্থা’ — কার মন্তব্য? (জ্ঞান)

- ③ একজন ইথরেজ পণ্ডিতের    ● একজন ফরাসি পণ্ডিতের

- ④ একজন ভারতীয় পণ্ডিতের    ⑤ একজন বাঙালি পণ্ডিতের

২২০. ফরাসি পণ্ডিতের মতে “এটি বিজ্ঞানীদের জন্য একটি বিজ্ঞান সংস্থা, ভাষাবিদদের জন্য এক শব্দকোষ, বৈয়াকরণের জন্য এক ব্যাকরণ গ্রন্থ এবং বিধানের জন্য একটি বিশ্বকোষ।” এখানে কোন গ্রন্থের কথা বলা হয়েছে? (প্রয়োগ)

- কুরআন    ④ হাদিস    ⑤ ইজমা    ⑥ কিয়াস

২২১. কুরআন নাজিলের প্রকৃত উদ্দেশ্য কখন সাধিত হবে? (অনুধাবন)

- ③ যখন আমরা মুখস্থ করব    ④ যখন আমরা প্রচার করব

- ⑤ যখন আমরা অন্যকে বোঝাব    ● যখন আমরা বুঝে তিলাওয়াত করব

২২২. “নিচয়ই আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোনো উপদেশগ্রহণকারী আছে কি?” — এটি কার বাণী? (জ্ঞান)

- ③ মহানবি (স)    ● আল্লাহ তায়ালা

- ④ হযরত আবু বকর (রা)    ⑤ ইমাম বুখারি (রহ)—এর

২২৩. তাজবিদ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত করা কী? (জ্ঞান)

- ③ স্নাত    ④ মুবাহ    ● আবশ্যিক    ⑤ মুস্তাহাব

২২৪. কুরআন মজিদ ভুল ও অসুন্দর সুরে তিলাওয়াত করলে কী হয়? (জ্ঞান)

- ③ সাওয়াব পাওয়া যায়    ④ কম সাওয়াব পাওয়া যায়

- ⑤ কোনো সাওয়াব পাওয়া যায় না    ● গুনাহ হয়

২২৫. শুশ্ব ও সুন্দরভাবে কুরআন তিলাওয়াত করার নিয়মকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)

- তাজবিদ    ④ তামজিদ    ⑤ তাওহিদ    ⑥ তাকদির

২২৬. “আপনি কুরআন আবৃত্তি করুন ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে” — আয়াতের কোন বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে? (উচ্চতর দর্শন)

- ③ কুরআনের    ④ তিলাওয়াতের

- তাজবিদের    ⑤ ইবাদতের

২২৭. আল্লাহ তায়ালা কীভাবে কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন? (অনুধাবন)

- ③ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে    ④ গভীর ভালোবাসা ও মমতার সাথে

- ⑤ সুস্বাদু কণ্ঠ ও গানের সুরে    ● ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে

২২৮. “আপনি কুরআন আবৃত্তি করুন ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে” কোন সূরার আয়াত? (জ্ঞান)

- ③ সূরা আল-বাকারাহ    ● সূরা আল-মুযাশ্শিল

- ④ সূরা আল-মায়িদা    ⑤ সূরা আন-নিসা

২২৯. কুরআন মজিদ শুশ্ব ও সুন্দরভাবে পাঠ করলে কী পরিমাণ নেকি পাওয়া যায়? (জ্ঞান)

- ③ ৫ গুণ    ● ১০ গুণ    ④ ১৫ গুণ    ⑤ ২০ গুণ

২৩০. সর্বোত্তম নফল ইবাদত কোনটি? (জ্ঞান)

- ③ সালাত    ④ সাওম

- ⑤ যাকাত    ● কুরআন পাঠ

২৩১. “আমার উম্মতের উত্তম ইবাদত হলো কুরআন তিলাওয়াত।”— কার বাণী? (জ্ঞান)

- ③ আল্লাহ তায়ালা    ● মহানবি (স)—এর

- ④ ফেরেশতার    ⑤ হযরত ঈসা (আ)—এর

২৩২. নিচের কোনটি উত্তম ইবাদত? (জ্ঞান)

- ③ সালাত    ● কুরআন তিলাওয়াত

- ④ যাকাত    ⑤ সাওম

২৩৩. জনাব য়ায়েদ নিজের অস্তরের মরিচা দূর করতে চান। এজন্য তাকে কী করতে হবে? (প্রয়োগ)

- ③ বেশি বেশি দান—সাদকা করতে হবে

- ④ নিয়মিত সালাত আদায় করতে হবে

- আল-কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে

- ⑤ প্রতি বছর একবার হজ করতে হবে

২৩৪. জামিল প্রতিদিন শুশ্ব ও সুন্দর পুঁপে কুরআন তিলাওয়াত করে এবং এর মর্মার্থ বুঝে সে অনুযায়ী আমল করে। এতে সে কী লাভ করবে? (উচ্চতর দর্শন)

- ③ আর্থিক সচ্ছলতা ও উন্নতি    ④ সুনাম ও প্রভুত সম্মান

- ⑤ শারীরিক সুস্থতা    ● প্রভুত সম্মান ও মর্যাদা

২৩৫. শানে নুয়ুল বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)

- ③ আল-কুরআনের অংশবিশেষ নাজিল হওয়া

- ④ আল-কুরআন একত্রে নাজিল হওয়া

- ⑤ আল-কুরআন সর্বপ্রথম নাজিল হওয়া

- আল-কুরআন নাজিলের কারণ বা পটভূমি
২৩৬. মহানবি (স)-এর প্রতি কাকিরদের উপহাস করার ঘটনাটি কোন সূরার শানে নুযুল হিসেবে পরিচিত? (জ্ঞান)
- ক) সূরা বাকারা                      গ) সূরা লাহাব  
 ● সূরা কাউসার                      ঘ) সূরা যিলযাল
২৩৭. শানে নুযুল জানার উপকারিতা কয়টি? (অনুধাবন)
- ২                      গ) ৩                      ঘ) ৪                      ঙ) ৫
২৩৮. শানে নুযুল জানার উপকারিতা কী? (জ্ঞান)
- শরিয়তের বিধান জানা                      গ) পরকালের ভয়ভীতি  
 ঘ) দুনিয়ার মজল কামনা                      ঙ) ইবাদতের নিয়ম-কানুন জানা

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৩৯. কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করা উচিত- (অনুধাবন)
- i. সুললিত কণ্ঠে  
 ii. তাজবিদ সহকারে  
 iii. কেঁদে কেঁদে  
 নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii                      গ) i ও iii                      ঘ) ii ও iii                      ঙ) i, ii ও iii
২৪০. কুরআন তিলাওয়াত করতে হয়- (অনুধাবন)
- i. তাজবিদ অনুযায়ী                      ii. তারতীল অনুযায়ী  
 iii. পবিত্র অবস্থায়  
 নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii                      গ) i ও iii                      ঘ) ii ও iii                      ● i, ii ও iii
২৪১. ইমাম সাহেব মানুষকে নিয়মিত কুরআন অধ্যয়ন করতে বলেন। যাতে তারা লাভ করতে পারে- (উচ্চতর দর্শন)
- i. বিভিন্ন উপমার বিস্তারিত বিবরণ  
 ii. জীবন পরিচালনার সুস্পষ্ট মূলনীতি  
 iii. সকল সমস্যার সমাধানসূচক মূলনীতি  
 নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii                      গ) i ও iii                      ঘ) ii ও iii                      ● i, ii ও iii
২৪২. রহিম ও করিম কুরআন তিলাওয়াত করবে- (অনুধাবন)
- i. তাজবিদ সহকারে  
 ii. সুললিত কণ্ঠে  
 iii. দেখে দেখে  
 নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii                      গ) i ও iii                      ঘ) ii ও iii                      ঙ) i, ii ও iii
২৪৩. 'তিলাওয়াত' শব্দের অর্থ- (অনুধাবন)
- i. পাঠ করা  
 ii. উপস্থাপন করা  
 iii. আবৃত্তি করা  
 নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii                      ● i ও iii                      ঘ) ii ও iii                      ঙ) i, ii ও iii

#### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৪৪ ও ২৪৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
- নবম শ্রেণির শিবাব্বী হাসান আলরাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভ করতে চায়। তাছাড়া সে নিজের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতাও লাভ করতে চায়।
২৪৪. হাসানকে কী করতে হবে? (প্রয়োগ)
- ক) নিয়মিত সালাত আদায় করতে হবে  
 গ) তাবলিগ জামাতে চলিরশ দিন থাকতে হবে  
 ঘ) পিতামাতার সেবা করতে হবে

- অর্থ বুঝে কুরআন তিলাওয়াত ও আমল করতে হবে
২৪৫. উক্ত আমলের ফলে- (উচ্চতর দর্শন)
- i. সে প্রভূত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবে  
 ii. কিয়ামতের দিন তার পিতামাতাকে উজ্জ্বল মুকুট পরানো হবে  
 iii. দুনিয়ায় প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী হবে  
 নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii                      গ) i ও iii                      ঘ) ii ও iii                      ঙ) i, ii ও iii
- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৪৬ ও ২৪৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
- আব্দুস সালাম একজন কলেজ ছাত্র। সে প্রতিদিন শৃঙ্খলভাবে কুরআন তিলাওয়াত করে। সে কুরআনের অর্থ বুঝতে চেষ্টা করে এবং অনুসরণ করে।
২৪৬. আব্দুস সালাম প্রতিটি হরফ তিলাওয়াতের বিনিময়ে কত গুণ সাওয়াব লাভ করবে? (প্রয়োগ)
- দশগুণ                      গ) সাতাশ গুণ  
 ঘ) পঞ্চাশ গুণ                      ঙ) সাতাত্তর গুণ
২৪৭. আশা করা যায় আব্দুস সালামের- (উচ্চতর দর্শন)
- i. অন্তর পরিশুদ্ধ হবে  
 ii. মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে  
 iii. নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি উন্নত হবে  
 নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii                      গ) i ও iii                      ঘ) ii ও iii                      ● i, ii ও iii

#### ➡ পাঠ-৬ : সূরা আশ-শামস ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৪৮

At a Glance

- সূরা আশ-শামস- মক্কি সূরা।
- সূরা আশ-শামস- এর আয়াত সংখ্যা- ১৫টি।
- সূরা আশ-শামস- কুরআনের- ৯১তম সূরা।
- সূরা আশ-শামস- এর বর্ণনাধারা- ৩টি।
- সূরা আশ-শামস-এর শিবা- ৬টি।
- সূরা আশ-শামস-এর শেষ ভাগে বর্ণনা করা হয়েছে- মানুষের অবাধ্যতার কথা।
- সূরা আশ-শামস-এর দ্বিতীয় ভাগে বর্ণনা করা হয়েছে- মানুষের অবস্থার কথা।
- সূরা আশ-শামস- বিভিন্ন বস্তুর শপথ করেছেন।
- আলরাহর অবাধ্যতায় ধ্বংস হয়েছিল- ছামুদ জাতি।

#### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৪৮. সূরা আশ-শামস কোন সূরার অন্তর্গত? (জ্ঞান)
- ক) মাদানি                      ● মক্কি                      গ) হিজাজি                      ঘ) ইরাকি
২৪৯. সূরা আশ-শামস কুরআন মজিদের কততম সূরা? (জ্ঞান)
- ক) ৯০                      ● ৯১                      গ) ৯২                      ঘ) ৯৩
২৫০. আশ-শামস শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
- ক) চন্দ্র                      ● সূর্য                      গ) গ্রহ                      ঘ) নক্ষত্র
২৫১. আশ-শামস সূরার শুরুতে কীসের শপথ করা হয়েছে? (জ্ঞান)
- ক) নক্ষত্রের                      ● সূর্যের                      গ) আকাশের                      ঘ) কিরণের
২৫২. সূরা আশ-শামসের বর্ণনা ধারা কয় ভাগে বিভক্ত? (জ্ঞান)
- ক) দুই                      ● তিন                      গ) চার                      ঘ) পাঁচ
২৫৩. সূরা আশ-শামস-এর প্রথম ভাগে কয়টি আয়াত রয়েছে? (জ্ঞান)
- ক) ৫                      গ) ৬                      ● ৭                      ঘ) ৮
২৫৪. আলরাহ সূরা আশ-শামস-এর শুরুর ভাগে বিভিন্ন বিষয়ের শপথ করেছেন কেন? (অনুধাবন)
- ক) আলরাহ তাঁর মহিমা প্রকাশের জন্য  
 গ) আলরাহ তাঁর সৃষ্টির গুণ বর্ণনার জন্য  
 ● পরবর্তী আয়াতগুলোর তাগিদ দেওয়ার জন্য  
 ঘ) কুরআনের পরিপূর্ণতার জন্য
২৫৫. সূরা আশ-শামস-এর দ্বিতীয় ভাগে আলরাহ কাদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন? (জ্ঞান)

৯ জীবনদের                      ১০ মানুষের  
 ১১ ফেরেশতাদের                      ১২ পশুপাখির

২৫৬. আসমান, জমিন ও মানুষের স্রষ্টা কে? (জ্ঞান)  
 ১৩ নবি-রাসূল    ১৪ ওলিগণ    ১৫ আলাহ    ১৬ বিজ্ঞানী

২৫৭. রাত-দিনের আবর্তন ঘটান কে? (জ্ঞান)  
 ১৭ মানুষ    ১৮ গাছপালা    ১৯ বিজ্ঞানী    ২০ আলাহ

২৫৮. মানুষকে সংকর্ম-অসৎ কর্মের জ্ঞান দান করেছেন কে? (জ্ঞান)  
 ২১ আলাহ    ২২ বিজ্ঞানী  
 ২৩ মনীষী    ২৪ দরবেশ

২৫৯. আরমান যাবতীয় অন্যায় ও অশরীলতা থেকে নিজেকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করেছে।  
 এর ফলে সে কী লাভ করবে? (উচ্চতর দৰতা)  
 ২৫ ধন-সম্পদ    ২৬ সামাজিক মর্যাদা  
 ২৭ রাজনৈতিক নেতৃত্ব    ২৮ সার্বিক সফলতা

২৬০. জামাল নানাবিধ অন্যায় ও পাপকাছে জড়িত। তার মধ্যে কোন সূরার শিবির  
 অভাব পরিলবিত হয়? (প্রয়োগ)  
 ২৯ সূরা আশ-শামস    ৩০ সূরা আত-তীন  
 ৩১ সূরা আল-ইনশিরাহ    ৩২ সূরা আদ-দুহা

২৬১. জনাব হাবিব আলরাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ মেনে চলেন এবং সৎ ও পুণ্যকর্ম  
 নিয়োজিত থাকেন। তাঁর মধ্যে কোন সূরার শিবির প্রভাব পরিলবিত হয়? (প্রয়োগ)  
 ৩৩ সূরা আদ-দুহা    ৩৪ সূরা আশ-শামস  
 ৩৫ সূরা আল-ইনশিরাহ    ৩৬ সূরা আত-তীন

২৬২. নিজেদেরকে পুত-পবিত্র রাখা যায় কীভাবে? (অনুধাবন)  
 ৩৭ সৎ ও পুণ্যকর্মের মাধ্যমে    ৩৮ নিয়মিত গোসলের মাধ্যমে  
 ৩৯ নিয়মিত যুগ্ম মাধ্যমে    ৪০ নিয়মিত তায়াম্মুমের মাধ্যমে

**বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর**

**২৬৩.** যে ব্যক্তি নিজেকে পাপ পঙ্কিলতায় জড়িয়ে ফেলবে সে — (উচ্চতর দৰতা)  
i. বার্থ                      ii. ধ্বংস                      iii. সফলকাম

**নিচের কোনটি সঠিক?**

● i ও ii          ☾ i ও iii          ☿ ii ও iii          ☼ i, ii ও iii

**২৬৪.** আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সুষ্টি করে তাকে জ্ঞান দান করেছেন— (অনুধাবন)

i. সং কর্মের                      ii. অসৎ কর্মের  
iii. ব্যবসায়ের

**নিচের কোনটি সঠিক?**

● i ও ii          ☾ i ও iii          ☿ ii ও iii          ☼ i, ii ও iii

**২৬৫.** আদ্রাহ তায়ালা ছামূদ জাতিকে শাস্তি প্রদান করেন— (অনুধাবন)

i. তাদের অবাদ্যতার জন্য                      ii. রাসূল (সা)-কে হত্যার জন্য  
iii. আলরাহার রাসুলকে বিবিশ্বাসের কারণে

**নিচের কোনটি সঠিক?**

☾ i ও ii          ● i ও iii          ☿ ii ও iii          ☼ i, ii ও iii

## অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৬৬ ও ২৬৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জুম্মার খুতবায় ইমাম সাহেব বলেন, পূর্বে একটি উন্নত সমৃদ্ধ জাতি ছিল। তারা আল্লাহর রাসুলকে অস্বীকার করল। ফলে মহান আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দিলেন।

২৬৬. ইমাম সাহেব কোন জাতির প্রতি ইজ্জাত করেছেন?

- ছামুদ      ④ আদ      ⑥ কুরাইশ      ⑧ চৌধুরী

২৬৭. উক্ত জাতির কর্মকাণ্ডের কাহিনী থেকে শিবা নিয়ে কাজ করলে আমরা লাভ করব—

- i. আল্লাহর সন্তুষ্টি                      ii. ধন-সম্পদ

- iii. সার্বিক সফলতা

নিচের কোনটি সঠিক?

৩ i ও ii
 ৪ i ও iii
 ৫ ii ও iii
 ৬ i, ii ও iii

➡ পাঠ-৭ : সূরা আদ-দুহা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৫১

*At a Glance*

১. সূরা আদ-দুহা নাজিল হয়— মক্কায়।
২. সূরাটির নাম দুহা রাখা হয়েছে— প্রথম শব্দ দুহা থেকে।
৩. আবু লাহাবের স্ত্রীর নাম— উম্মে জামিল।
৪. কাফিরদের প্রচারিত গুজবের প্রতিবাদ জানানো হয়— সূরা দুহায়।
৫. সূরা দুহার প্রথমে শপথ করা হয়েছে— পূর্বাহ্নের।
৬. মহানবি (স) কে আলরাহ ইয়াতিম অবস্থায় পেয়ে— আশ্রয় দিয়েছেন।
৭. মহান আলরাহ মহানবি (স) কে কল্যাণময় জীবন দান করবেন— পরকালে।
৮. দুনিয়ার যাবতীয় নিয়ামত— আলরাহর দান।

## সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৬৮. সূরা আদ-দুহা আয়াত সংখ্যা কত? (জ্ঞান)  
 ৩১০ ● ১১ ৩১২ ৩১৩

২৬৯. সূরা আদ-দুহা অবতীর্ণ হয় কোথায়? (জ্ঞান)  
 ● মক্কায় ৩১ মদিনায় ৩১ মিসরে ৩১ কায়রোতে

২৭০. রাসুল (স)-এর প্রতি ওহি বন্ধ ছিল কেন? (অনুধাবন)  
 ● তাহাজ্জুদ না পড়ার কারণে ৩১ আল্লাহ রাগ করার কারণে  
 ৩১ অনুসারীদের হতাশা করার জন্য ৩১ জিবরাইল (আ) অসুস্থ ছিলেন বলে

২৭১. আবু লাহাবের স্ত্রীর নাম কী? (জ্ঞান)  
 ৩১ উম্মে সালমা ৩১ উম্মে কুলসুম  
 ● উম্মে জামিল ৩১ উম্মে তহরা

২৭২. আল্লাহ তায়ালা প্রিয় নবি (স)-কে সামন্ত্য প্রদান করে সূরা আদ-দুহা নাযিল করেন কেন? (অনুধাবন)  
 ৩১ মক্কাবাসীদের নির্ধাতনের কারণে ৩১ মক্কাবাসীদের ষড়যন্ত্রের কারণে  
 ৩১ কাফিরদের অত্যাচারের কারণে ● কাফিরদের ঠাট্টা-বিদ্‌ পের কারণে

২৭৩. আদ-দুহা শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)  
 ৩১ অপরাহ্ন ● পূর্বাহ্ন ৩১ মধ্যাহ্ন ৩১ সায়াহ্ন

২৭৪. 'খাইরুন' অর্থ কী? (জ্ঞান)  
 ৩১ ক্ষতি ৩১ কৃপণ ● ভালো ৩১ দিবস

২৭৫. সূরা আদ-দুহায় আল্লাহ কীসের কথা প্রকাশ করতে বলেছেন? (অনুধাবন)  
 ৩১ তাওহীদের কথা ৩১ কৃতজ্ঞতার কথা  
 ৩১ মনুষ্যত্ব বিকাশের কথা ● নিয়ামতের কথা

২৭৬. কোন সূরায় মহানবি (স)-এর প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে? (জ্ঞান)  
 ৩১ সূরা আল-ইনশিরাহ ● সূরা আদ-দুহা  
 ৩১ সূরা আত-তীন ৩১ সূরা আল-কাদর

২৭৭. সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল কে? (জ্ঞান)  
 ৩১ হযরত আদম (রা) ৩১ হযরত ইব্রাহিম (আ)  
 ৩১ হযরত মুসা (আ) ● হযরত মুহাম্মদ (স)

২৭৮. মহানবি (স)-এর কত বছর বয়সে তাঁর মাতা মারা যান? (জ্ঞান)  
 ৩১ পাঁচ ● ছয় ৩১ সাত ৩১ আট

২৭৯. আল্লাহ অভাবমুক্ত করেন কাকে? (জ্ঞান)  
 ৩১ জিবরাইল (আ) ● মহানবি (স)  
 ৩১ আবু বকর (রা) ৩১ আদম (আ)

২৮০. জনাব আমান আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলেন। তিনি ইয়াতিমদের প্রতি কঠোর হন না এবং কোনো সাহায্যপ্রার্থীকে ধমক দেন না। বরং তাদেরকে আশ্রয় দেন এবং সাহায্য করেন। এর ফলে জনাব আমান কী লাভ করবেন? (উচ্চতর দরজা)  
 ● আল্লাহর সন্তুষ্টি ৩১ রাসুল (সা)-এর শাফাআত  
 ৩১ সামাজিক মর্যাদা ৩১ প্রচুর ধন-সম্পদ

২৮১. ইয়াতিমদের প্রতি কঠোর হওয়া এবং তাদের সম্পদ জোর করে দখল করা কাদের বৈশিষ্ট্য? (অনুধাবন)

- Ⓐ লোভীদের Ⓑ ইহুদিদের  
● কাফির ও মুনাফিকদের Ⓓ জালিমদের

২৮২. “আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদের কখনো পরিত্যাগ করেন না”—এ শিক্ষাটি আমরা কোন সূরার আলোকে জানতে পারি? (প্রয়োগ)

- Ⓐ সূরা আশ-শামস ● সূরা আদ-দুহা  
Ⓑ সূরা আল-ইনশিরাহ Ⓓ সূরা আত-তীন

২৮৩. জনাব বশির উদ্দিন একজন ধনী ব্যক্তি। তিনি তার নিকট সাহায্য নিতে আসা গরিব, নিঃস্ব ও ইয়াতিমদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন এবং তাদেরকে ধমক দেন। বশির উদ্দিনের এরূপ আচরণ কোন সূরার শিবির পরিপন্থী? (প্রয়োগ)

- Ⓐ সূরা আশ-শামস ● সূরা আদ-দুহা  
Ⓑ সূরা আল-ইনশিরাহ Ⓓ সূরা আত-তীন

২৮৪. দুনিয়ার সকল কল্যাণ ও নিয়ামত কার দান? (জ্ঞান)

- আল্লাহর Ⓑ নবি-রাসুলের Ⓓ ফেরেশতারা Ⓓ ওলিদের

২৮৫. ‘লা-তানহার’ শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)

- Ⓐ কঠোর হবেন না ● ধমক দেবেন না  
Ⓑ নিষেধ করবেন না Ⓓ আশ্রয় দেবেন না

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৮৬. সূরা আদ-দুহা— (অনুধাবন)

- i. মক্কি সূরা ii. ৯৩তম সূরা  
iii. মাদানি সূরা

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓓ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii

২৮৭. রাসুল (স) তাহাজ্জুদের সালাত পড়তে পারেননি— (অনুধাবন)

- i. অসুস্থ থাকার কারণে ii. দুই-তিন রাত  
iii. তিন-চার রাত

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓓ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii

২৮৮. ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তিদের করণীয় হবে— (অনুধাবন)

- i. গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করা ii. ইয়াতিমদের সাহায্য করা  
iii. ভিক্ষুকদের ধমক দেয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓓ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii

২৮৯. সূরা আদ-দুহা শিক্ষা আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করব— (উচ্চতর দরতা)

- i. সবসময় আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে  
ii. দুঃখকে নিঃসংকোচে বরণ করে  
iii. গরিব ও দুঃখীদের যথাসম্ভব সাহায্য করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i Ⓑ ii ● iii Ⓓ i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৯০ ও ২৯১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মাওলানা আকবর আলিকে আল্লাহ অনেক নিয়ামত দান করেছেন। তার সাত ছেলে সবাই শিক্ষিত এবং চাকুরে। মেয়েদেরকে ভালো জায়গায় বিবাহ দিয়েছেন। তিনি ভিক্ষুক ও ইয়াতিমদের সাহায্য করেন এবং তাদের সাথে সদ্যবহার করেন।

২৯০. মাওলানা আকবর আলির চরিত্রে কোন সূরার শিবা প্রতিফলিত হয়েছে? (প্রয়োগ)

- Ⓐ সূরা আল-ইনশিরাহ ● সূরা আদ-দুহা  
Ⓑ সূরা আল-মাউন Ⓓ সূরা আত-তীন

২৯১. এরূপ কর্মকাণ্ডের ফলে মাওলানা আকবর আলি লাভ করবেন— (উচ্চতর দরতা)

- i. উত্তম পুরস্কার ii. আল্লাহর সম্মতি

iii. অধিক ধন-সম্পদ

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓓ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৯২ ও ২৯৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সাজিদ কুরআনের একটি সূরার শিক্ষা অবলম্বন করে ভিক্ষুকদের ধমক দেয় না বরং নিজের অর্থের শুরুরিয়া আদায় করে।

২৯২. অনুচ্ছেদে কোন সূরার কথা বলা হয়েছে? (প্রয়োগ)

- Ⓐ সূরা আশ-শামস ● সূরা আদ-দুহা  
Ⓑ সূরা আল-কাওসার Ⓓ সূরা আল-ইনশিরাহ

২৯৩. সাজিদের শেষ কাজটি— (উচ্চতর দরতা)

- i. শ্রুত পরিণতির লবণ ii. নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা  
iii. নিজ স্বার্থ সংরক্ষণ

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓓ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii

➡ পাঠ-৮ : সূরা আল-ইনশিরাহ ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৫৩

At a Glance

- সূরা আল-ইনশিরাহ— মক্কি সূরা।
- সূরা আল-ইনশিরাহ—এর আয়াত সংখ্যা— ৮।
- সূরা আল-ইনশিরাহ কুরআনের— ৯৪তম সূরা।
- এ সূরার নাম ইনশিরাহ রাখার কারণ হলো— এটি সুরায় আছে।
- সারা আরবের লোক ভালোবাসতো— মহানবি (স) কে।
- আল-আমিন বলে ডাকতো— মহানবি (স) কে।
- মহানবি (স) জনপ্রিয় করেন— মক্কা নগরে।
- সত্য ও ন্যায়ের জন্য সাধনাকারীর— অন্তর আল্লাহ খুলে দেন।
- অত্যন্ত মূল্যবান জীবনের— প্রতিটি মুহূর্ত।
- সঠিকভাবে পালন করতে হবে— দায়িত্ব ও কর্তব্য।

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৯৪. সূরা আল-ইনশিরাহ কত আয়াত বিশিষ্ট? (জ্ঞান)

- Ⓐ ৫ Ⓑ ৬ Ⓓ ৭ ● ৮

২৯৫. আল-কুরআনে সূরা আল-ইনশিরাহর অবস্থান কততম? (জ্ঞান)

- Ⓐ ৯১ Ⓑ ৯২ Ⓓ ৯৩ ● ৯৪

২৯৬. আল-আমিন কার উপাধি ছিল? (জ্ঞান)

- হযরত মুহাম্মদ (স)—এর Ⓑ হযরত আবু বকর (রা)—এর  
Ⓓ হযরত উমর (রা)—এর Ⓓ হযরত উসমান (রা)—এর

২৯৭. মক্কার কাফিররা মহানবি (স)—এর বিরোধিতা শুরব করে কেন? (অনুধাবন)

- Ⓐ মক্কার নেতৃত্ব দাবি করায় ● ইসলাম প্রচার শুরব করায়  
Ⓓ কাফিরদের মক্কা ছেড়ে যেতে বলায় Ⓓ কাবা মেরামত করতে বলায়

২৯৮. মহানবি (স)—কে যাদুকর, পাগল বলে কষ্ট দিত কারা? (জ্ঞান)

- Ⓐ মিসরবাসী ● মক্কাবাসী Ⓓ মদিনাবাসী Ⓓ বাঙালিরা

২৯৯. ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার কারণে হযরত ঈসা (আ) ইহুদীদের শত্রু হয়েছেন। তাঁর এরূপ কাজ করার দাওয়াতি কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)

- Ⓐ হযরত আদম (আ) Ⓑ হাফিজ ইবরাহিম  
Ⓓ হযরত নূহ (আ) ● হযরত মুহাম্মদ (স)

৩০০. আল্লাহ তায়াল সূরা আল-ইনশিরাহর মাধ্যমে নবি (স)—কে কী দিয়েছেন? (জ্ঞান)

- Ⓐ আদেশ Ⓑ নিষেধ ● সান্ত্বনা Ⓓ ধমক

৩০১. হযরত মুহাম্মদ (স)—কে সান্ত্বনা প্রদানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ কোন সূরা অবতীর্ণ করেন? (জ্ঞান)

- Ⓐ সূরা আল-মাউন Ⓑ সূরা আল-কদর  
Ⓓ সূরা আত-তীন ● সূরা আল-ইনশিরাহ

৩০২. ইনশিরাহ শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)

- Ⓐ শান্তি ● উনুত্ত Ⓓ অবসর Ⓓ অবকাশ



৩০৩. সাদরান অর্থ কী?  
 ❶ কষ্ট ❷ প্রকাশ ❸ বক্ষ ❹ সাথে
৩০৪. কষ্টের পরে কী আছে? (জ্ঞান)  
 ❶ টাকা ❷ বিশ্রাম ❸ স্বস্তি ❹ ঘুম
৩০৫. মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)  
 ❶ মক্কা ❷ মদিনায় ❸ জেদ্দায় ❹ ইরাকে
৩০৬. মহানবি (স) যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন সে দেশের লোকেরা মূর্তিপূজা ও কুফরিতে লিপ্ত ছিল। সেটি কোন দেশ? (প্রয়োগ)  
 ❶ কাতার ❷ মদিনা ❸ আরব ❹ আমিরাত
৩০৭. রাসেল সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সঙ্গ্রামে আত্মনিবেদিত। এর ফলে তার পরিণতি কী হবে? (উচ্চতর দর্শন)  
 ❶ আল্লাহ তায়াল্লা তার ধন-সম্পদ বাড়িয়ে দেবেন  
 ❷ আল্লাহ তায়াল্লা তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন  
 ❸ আল্লাহ তায়াল্লা তাকে নেতৃত্ব দান করবেন  
 ❹ আল্লাহ তায়াল্লা তার অন্তরকে খুলে দেবেন
৩০৮. সত্য ও ন্যায় উপলব্ধি করার জন্য আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে প্রচেষ্টা চালালে আল্লাহ তার কী উনুকৃত করে দেন? (জ্ঞান)  
 ❶ মস্তিষ্ক ❷ বুদ্ধি ❸ অস্তর ❹ জ্ঞান
৩০৯. ‘জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অতি মূল্যবান’ এটা কোন সূরার শিক্ষা? (অনুধাবন)  
 ❶ সূরা আদ-দুহা ❷ সূরা আল-ইনশিরাহ  
 ❸ সূরা আত-তীন ❹ সূরা যিলযাল
৩১০. জামি পার্শ্ব প্রয়োজনীয় কাজ সমাধানের পর আল্লাহ তায়াল্লা ইবাদত ও অরণে আত্মনিয়োগ করেন। তার চরিত্রে কার বৈশিষ্ট্য পরিলব্ধ হয়? (উচ্চতর দর্শন)  
 ❶ মানুষের ❷ আল্লাহর নবির  
 ❸ আল্লাহর প্রিয় বান্দার ❹ আল্লাহর দাস
৩১১. সূরা আল-ইনশিরাহর শেষে মহানবি (স)-কে আল্লাহ কী বিষয়ে নির্দেশ দিলেন? (প্রয়োগ)  
 ❶ অবসরে ইবাদতের ❷ যুশ্বে অংশগ্রহণের  
 ❸ ধৈর্যের ❹ মদিনা হিজরতের

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩১২. মহানবি (স)-এর জন্মগ্রহণের সময় আরবরা— (অনুধাবন)  
 i. অশরীল কাজে লিপ্ত ছিল  
 ii. মূর্তিপূজায় নিমজ্জিত ছিল  
 iii. তাওহিদপন্থী ছিল  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ❶ i ও ii ❷ i ও iii ❸ ii ও iii ❹ i, ii ও iii
৩১৩. যে ব্যক্তি সত্য ও ন্যায়ের জন্য চেষ্টা ও সাধনা করে আল্লাহ তায়াল্লা— (অনুধাবন)  
 i. তার অন্তরকে খুলে দেন ii. তাকে সৎ পথ প্রদর্শন করেন  
 iii. তাকে ধন-সম্পদ দান করেন  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ❶ i ও ii ❷ i ও iii ❸ ii ও iii ❹ i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩১৪ ও ৩১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :  
 নবুয়ত লাভের পর আমাদের প্রিয় নবি (স) ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলে মক্কার কাফিররা তাঁর বিরোধিতা শুরু করে। কাফিরদের ঠাট্টা-বিদ্‌ প ও অন্যায়-অত্যাচারে মহানবি (স) উদ্‌গ্ন ও হতাশ হয়ে পড়েন।
৩১৪. এরূপ অবস্থায় কোন সূরা থেকে মহানবি (স) শিবা গ্রহণ করেন? (প্রয়োগ)  
 ❶ সূরা আত-তীন ❷ সূরা আল-ইনশিরাহ  
 ❸ সূরা আদ-দুহা ❹ সূরা আল-মাইদ
৩১৫. এর ফলে মহানবি (স) মুক্ত হলেন— (উচ্চতর দর্শন)

- i. অর্থ সংকট থেকে ii. দুঃখকষ্ট থেকে  
 iii. দুনিয়ার জীবন থেকে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ❶ i ❷ ii ❸ iii ❹ i, ii ও iii

### পাঠ-৯ : সূরা আত-তীন ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৫৬

At a Glance

- ❶ কুরআনের ৯৫ তম সূরার নাম— সূরা আত-তীন।
- ❷ মানবজাতির পরিপূর্ণ সফলতা লাভের দিকনির্দেশনা আছে— সূরা আত-তীনে।
- ❸ মানুষ সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম— সৃষ্টি।
- ❹ মানুষের সম্মান ও মর্যাদা নির্ভরশীল— সংকর্মের ওপর।
- ❺ আল্লাহ তায়াল্লাও সর্বশ্রেষ্ঠ— বিচারক।
- ❻ কোনো সুস্থ বিবেকবান ব্যক্তির জন্য উচিত নয়— আখিরাতে অবিশ্বাস।

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩১৬. জোহরা একটি বই পড়ে জানতে পারল মহান আল্লাহ একদিন পৃথিবীর সব মানুষকে বিচারের জন্য একটি মাঠে উপস্থিত করবেন। জোহরার পঠিত মাঠটির নাম কী? (প্রয়োগ)  
 ❶ কিয়ামতের মাঠ ❷ আরাফাতের মাঠ  
 ❸ কাবাবের মাঠ ❹ হাশরের মাঠ
৩১৭. মহান আল্লাহ সৃষ্টিজগতের মধ্যে মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। এ সুন্দর মানুষ যদি অসুন্দর ও অসৎকাজ করে তবে তার পরিণতি কী হবে? (উচ্চতর দর্শন)  
 ❶ শারীরিক বতি ❷ আর্থিক দৈন্যতা  
 ❸ অপমাণ লাঞ্ছনা ❹ চেহারার পরিবর্তন
৩১৮. সূরা আত-তীন আল-কুরআনের কততম সূরা? (জ্ঞান)  
 ❶ ৯০ ❷ ৯৫ ❸ ১০০ ❹ ১০৫
৩১৯. সূরা আত-তীনের প্রথম তিন আয়াতে আল্লাহ তায়াল্লা কয়টি বস্তুর শপথ করেছেন? (জ্ঞান)  
 ❶ ২ ❷ ৩ ❸ ৪ ❹ ৫
৩২০. সূরা আত-তীনের কোন আয়াতে তুর পর্বতের শপথ রয়েছে? (জ্ঞান)  
 ❶ প্রথম ❷ দ্বিতীয় ❸ তৃতীয় ❹ চতুর্থ
৩২১. সূরা আত-তীন কোথায় অবতীর্ণ হয়েছিল? (জ্ঞান)  
 ❶ মক্কা ❷ মদিনায় ❸ সিরিয়ায় ❹ ফিলিস্তিনে
৩২২. আত-তীন অর্থ কী? (জ্ঞান)  
 ❶ আজুর ফল ❷ আতাফল ❸ আজির ফল ❹ যায়তুন ফল
৩২৩. সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক কে? (জ্ঞান)  
 ❶ আল্লাহ ❷ মহানবি (স)  
 ❸ বিচারপতি ❹ মসজিদের ইমাম
৩২৪. সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম সৃষ্টি কোনটি? (জ্ঞান)  
 ❶ নবি ❷ ফেরেশতা ❸ জীন ❹ মানুষ
৩২৫. মানুষের সম্মান ও মর্যাদা কীসের ওপর নির্ভরশীল? (জ্ঞান)  
 ❶ টাকার ❷ সংকর্মের ❸ নিজের ❹ জ্ঞানের
৩২৬. আজির ও যায়তুন ফল কোন অঞ্চলে বেশি উৎপন্ন হয়? (জ্ঞান)  
 ❶ সিরিয়া ও ইরান ❷ ফিলিস্তিন ও মক্কা  
 ❸ সিরিয়া ও ফিলিস্তিন ❹ ইরাক ও ইরান
৩২৭. আল্লাহ তায়াল্লা সূরা আত-তীন নাযিল করেছেন কেন? (অনুধাবন)  
 ❶ মহানবি (স)-কে সামুদ্রিক প্রদানের জন্য  
 ❷ পরকালের জবাবদিহিতার কথা অরণ করিয়ে দেয়ার জন্য  
 ❸ মানুষকে সৎ ও অসৎ কর্মের জ্ঞান দান করার জন্য  
 ❹ বিপদে ধৈর্যধারণের শিবা প্রদান করার জন্য
৩২৮. আল্লাহ তায়াল্লা তুর পর্বতের শপথ করেছেন কেন? (অনুধাবন)  
 ❶ এটি সবচেয়ে উচ্চ পর্বত বলে

- এটি অত্যন্ত বরকতময় বলে  
 ৩২৯. সূরা আত-তীনে আল্লাহ তায়ালার চারটি বস্তুর শপথ করার উদ্দেশ্য কী? (অনুধাবন)  
 ৩৩০. জনাব জাফর আলি এমন একটি নিরাপদ স্থানে যেতে চান, যেখানে রক্তপাত ও মারামারি নিষিদ্ধ। এজন্য তাকে কোথায় যেতে হবে? (প্রয়োগ)  
 ৩৩১. শারমিন আকৃতিতে সুন্দর হলেও যাবতীয় অন্যায়, অসৎ ও অশরীল কাজে লিপ্ত থাকে। এর ফলে আল্লাহ তায়ালার তাকে কী করবেন? (উচ্চতর দরজা)  
 ৩৩২. সূরা আত-তীনে মহান আল্লাহ মানুষকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টির কথা বলেছেন কেন?  
 ৩৩৩. জনাব মানিক অত্যন্ত সুন্দর আকৃতির একজন মানুষ। কিন্তু তিনি নিজেদের পাপাচারে জড়িয়ে রেখেছেন। এর ফলে তিনি কোথায় পতিত হবেন? (উচ্চতর দরজা)  
 ৩৩৪. ‘আসফালা’ শব্দের অর্থ কী?  
 ৩৩৫. সৎকর্মশীলগণ কী লাভ করবেন?  
 ৩৩৬. সূরা আত-তীনে বর্ণিত আল্লাহর গুণবাচক নামটি কী?  
 ৩৩৭. ‘যায়তুন’ কোন ধরনের ফল?  
 ৩৩৮. ‘দীন’ শব্দের অর্থ কী?  
 ৩৩৯. মানুষ শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম সৃষ্টি কোন সূরায় প্রকাশ পায়?

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৪০. সূরা আত-তীনে আল্লাহ শপথ করেছেন—  
 i. আজিরের ii. যায়তুনের  
 iii. মক্কা নগরীর  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ৩৪১. যায়তুন ফলের বৈশিষ্ট্য—  
 i. ফল অত্যন্ত বরকতময় ii. তেল খুবই উপকারী  
 iii. ফল খেতে সুস্বাদু  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ৩৪২. সূরা আত-তীনের শেষাংশে আল্লাহ সতর্ক করেছেন—  
 i. দুনিয়া সম্পর্কে ii. আখিরাত সম্পর্কে

- iii. পরকাল সম্পর্কে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ৩৪৩. জনাব আশমাল নিজে সৃষ্টির সেরা জীব মনে করে এবং তদনুযায়ী আমল করে।  
 সূরা আত-তীনের আলোকে তিনি লাভ করবেন—  
 i. অশেষ পুরস্কার ii. সুখের জান্নাত  
 iii. আল্লাহর সন্তুষ্টি  
 নিচের কোনটি সঠিক?

#### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৪৪ ও ৩৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :  
 মাওলানা জুনায়েদ জায়েদ, মানুষের সম্মান ও মর্যাদা সংকর্মের ওপর নির্ভরশীল। অসৎকর্ম করলে মানুষ মনুষ্যত্বের স্তর থেকে পশুত্বের স্তরে নেমে যায়।  
 ৩৪৪. মাওলানা সাহেব কোন সূরা থেকে এ শিবা লাভ করেছেন?  
 ৩৪৫. উক্ত সূরার শিবা অনুযায়ী কাজ করার ফলে তিনি লাভ করবেন—  
 i. উত্তম পুরস্কার ii. চির সুখের জান্নাত  
 iii. জাহান্নামের শাস্তি  
 নিচের কোনটি সঠিক?

➡ পাঠ-১০ : সূরা আল-মাদীন ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৫৮

At a Glance

- সূরা আল-মাদীন কুরআনের— ১০৭তম সূরা।
- সূরা আল-মাদীন এর আয়াত সংখ্যা— ৭টি।
- সূরা আল-মাদীনে— মক্কা অবতীর্ণ।
- সূরা আল-মাদীন —এ কাফির মুনাফিকদের— বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে।
- বিচার দিবসকে অস্বীকার করা— খুবই জঘন্য কাজ।
- দুঃস্থ ইয়াতিমদের তাড়িয়ে দেওয়া নয় বরং— সাহায্য করা।
- সালাতে উদাসীন ব্যক্তিদের জন্য— মহাধ্বংস।

#### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৪৬. মুনাফিকরা সালাতে উদাসীন থাকে কেন?  
 ৩৪৭. সূরা আল-মাদীন আল-কুরআনের কততম সূরা?  
 ৩৪৮. সূরা আল-মাদীনের আয়াত সংখ্যা কত?  
 ৩৪৯. তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত অস্বীকার করলে কী হয়?  
 ৩৫০. ‘সাহূন’ শব্দের অর্থ কী?  
 ৩৫১. বিচার দিবসের অস্বীকারকারী কারা?  
 ৩৫২. সূরা আল-মাদীন কোন ধরনের সূরা?

৩৫৩. 'আল-মাউন' শব্দের অর্থ কী?	(জ্ঞান)
<input type="radio"/> আমি সৃষ্টি করেছে <input type="radio"/> নিত্য ব্যবহার্য বস্তু	<input type="radio"/> কর্মফল দিবস <input type="radio"/> তাকে নামিয়ে দিয়েছি
৩৫৪. সালাতে উদাসীন ব্যক্তিদের জন্য কী রয়েছে?	(জ্ঞান)
<input type="radio"/> ধনসম্পদ <input type="radio"/> খাদ্য	<input type="radio"/> যাক্কুম <input type="radio"/> মহাধ্বংস
৩৫৫. আওসাফ ঠিকমতো সালাত আদায় করে না। তার এরূপ প আচরণে কাদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়?	(প্রয়োগ)
<input type="radio"/> মুত্তাকি <input type="radio"/> মুমিন	<input type="radio"/> মুনাফিক <input type="radio"/> মুহসিন
৩৫৬. জামিল আলরাহর সন্তুষ্টির জন্য সালাত আদায় না করে লোক দেখানো সালাত আদায় করে। তার এরূপ প কাজের পরিণতি কী?	(উচ্চতর দরতা)
<input type="radio"/> অপমান <input type="radio"/> লাঙ্ঘনা	<input type="radio"/> মহাধ্বংস <input type="radio"/> অর্থ সংকট
৩৫৭. দুলাল মিঞা নেতৃত্ব লাভ ও ভোট পাওয়ার জন্য লোক দেখানো সালাত আদায় করে। তার এরূপ প কাজের পরিণতি কী?	(উচ্চতর দরতা)
<input type="radio"/> মহাধ্বংস <input type="radio"/> চরম বিপদ	<input type="radio"/> অপমান <input type="radio"/> লাঙ্ঘনা
৩৫৮. 'ফাওয়াইলুন' অর্থ কী?	(জ্ঞান)
<input type="radio"/> দুর্ভোগ <input type="radio"/> শাস্তি	<input type="radio"/> নির্মম <input type="radio"/> কঠোর

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৫৯. সালাত আদায় করতে হবে—	(অনুধাবন)
i. বিশুদ্ধ নিয়তে সঠিকভাবে	ii. লোক দেখানোর জন্য
iii. আলরাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য	নিচের কোনটি সঠিক?
<input type="radio"/> i <input type="radio"/> ii	<input type="radio"/> iii <input type="radio"/> i ও iii
৩৬০. জব্বার সালাত আদায়ে যথেষ্ট উদাসীন। তার চরিত্রে ফুটে উঠেছে—	(প্রয়োগ)
i. কাফিরের বৈশিষ্ট্য	ii. মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য
iii. মুশরিকের বৈশিষ্ট্য	নিচের কোনটি সঠিক?
<input type="radio"/> i <input type="radio"/> ii	<input type="radio"/> iii <input type="radio"/> i ও ii
৩৬১. মিনার নিয়মিত সালাত আদায় করে না। এর ফলে আখিরাতে তার জন্য রয়েছে—	(উচ্চতর দরতা)
i. পরম সুখ	ii. চরম বিপদ
iii. মহাধ্বংস	নিচের কোনটি সঠিক?
<input type="radio"/> i ও ii <input type="radio"/> i ও iii	<input type="radio"/> ii ও iii <input type="radio"/> i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৬২ ও ৩৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :	
মাজিদ ঠিকমতো সালাত আদায় করে না। শুধু পাড়া-প্রতিবেশীকে দেখানোর জন্য মাঝে মাঝে সালাত আদায় করে।	
৩৬২. মাজিদের মধ্যে কার বৈশিষ্ট্য পরিলব্ধ হয়?	(প্রয়োগ)
<input type="radio"/> ফাসিকের <input type="radio"/> মুনাফিকের	<input type="radio"/> কাফিরের <input type="radio"/> মুশরিকের
৩৬৩. মাজিদের সালাতের পরিণতি হবে—	(উচ্চতর দরতা)
i. মহাধ্বংস	ii. চিরস্থায়ী জাহান্নাম
iii. আলরাহর সন্তুষ্টি	নিচের কোনটি সঠিক?
<input type="radio"/> i ও ii <input type="radio"/> i ও iii	<input type="radio"/> ii ও iii <input type="radio"/> i, ii ও iii

➡ পাঠ-১১ : শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস : সুন্নাহ  
➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৫৯

At a Glance

- সুন্নাহ অর্থ— রীতিনীতি।
- সুন্নাহর অপর নাম— হাদিস।
- হাদিস হলো কুরআনের— পরিপূরক।

<input type="checkbox"/> হাদিসের রাবি পরস্পরকে— সনদ বলে। <input type="checkbox"/> হাদিসের মূল বক্তব্যকে— মতন বলে। <input type="checkbox"/> মতন অনুসারে হাদিস— ৩ প্রকার। <input type="checkbox"/> সনদ অনুসারে হাদিস— ৩ প্রকার। <input type="checkbox"/> যে হাদিসের সনদ রাসূল (স) পর্যন্ত পৌঁছেছে— তাই মারফু হাদিস। <input type="checkbox"/> হিজরি ৩য় শতক ছিল হাদিস সংকলনের— স্বর্ণযুগ। <input type="checkbox"/> সিহাহ সিহাহ অর্থ— ছয়টি বিশুদ্ধ।	
--	--

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৬৪. যে হাদিসের ভাষা রাসূলুল্লাহ (স)—এর এবং ভাব আল্লাহ তায়ালার সেটি কোন ধরনের হাদিস?	(অনুধাবন)
<input type="radio"/> মারফু <input type="radio"/> কুদসি	<input type="radio"/> মাওকুফ <input type="radio"/> মাকতু
৩৬৫. কুরআন ও হাদিস মানুষকে সত্য, ন্যায় ও শান্তির পথে পরিচালনা করে। এ দুটোর শিবা ও আদর্শ ত্যাগ করলে কী হয়?	(উচ্চতর দরতা)
<input type="radio"/> পথভ্রষ্ট <input type="radio"/> খিয়ানত	<input type="radio"/> আর্থিক বতি <input type="radio"/> শারীরিক বতি
৩৬৬. 'সুন্নাহ' শব্দের অর্থ কী?	(জ্ঞান)
<input type="radio"/> রীতিনীতি <input type="radio"/> হিসাব	<input type="radio"/> দাঁড়িপাল্লা- <input type="radio"/> পোশাক
৩৬৭. সুন্নাহকে অপর কী নামে অভিহিত করা হয়?	(জ্ঞান)
<input type="radio"/> কুরআন <input type="radio"/> হাদিস	<input type="radio"/> ইজমা <input type="radio"/> কিয়াস
৩৬৮. শরিয়তের উৎস হিসেবে আল-কুরআনের পরই কার স্থান?	(জ্ঞান)
<input type="radio"/> হাদিসের <input type="radio"/> ইজমার	<input type="radio"/> কিয়াসের <input type="radio"/> ফিক্হ-র
৩৬৯. হাদিস শব্দের অর্থ কী?	(জ্ঞান)
<input type="radio"/> হিসাব <input type="radio"/> বাণী	<input type="radio"/> নীতি <input type="radio"/> পম্পা
৩৭০. মহানবি (স)—এর বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতিকের কী বলে?	(জ্ঞান)
<input type="radio"/> হাদিস <input type="radio"/> তাকসির	<input type="radio"/> ফিক্হ <input type="radio"/> মানতিক
৩৭১. মহানবি (স)—এর মুখ নিঃসৃত প্রতিটি বাণীকে কী বলে?	(জ্ঞান)
<input type="radio"/> কাওলি হাদিস <input type="radio"/> ফি'লী হাদিস	<input type="radio"/> হাদিসে কুদসি <input type="radio"/> সহিহ হাদিস
৩৭২. হাদিস সংকলনের উদ্দেশ্য কী?	(অনুধাবন)
<input type="radio"/> জাল-হাদিস প্রতিরোধ <input type="radio"/> আঞ্চলিক প্রয়োজন মেটানো	<input type="radio"/> হাদিসসমূহ একত্রীকরণ <input type="radio"/> রাসূল (স)—এর হাদিস প্রচার
৩৭৩. তাকরিরি হাদিস বলতে কী বোঝায়?	(অনুধাবন)
<input type="radio"/> মহানবি (স)—এর কাজ সম্বন্ধীয় হাদিস <input type="radio"/> মহানবি (স)—এর বাণীসূচক হাদিস	<input type="radio"/> মহানবি (স)—এর মৌন সম্মতি জ্ঞাপক হাদিস <input type="radio"/> আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পৃক্ত হাদিস
৩৭৪. রাসূলুল্লাহ (স)—এর জীবদ্দশায় হাদিস লিখে রাখা নিষেধ ছিল কেন?	(অনুধাবন)
<input type="radio"/> সাহাবিদের স্মৃতিশক্তি প্রখর থাকায় <input type="radio"/> লেখার কাগজ ও কলমের স্বল্পতা থাকায়	<input type="radio"/> দাওয়াতী কাজে বিঘ্ন ঘটায় <input type="radio"/> কুরআনের বাণীর সাথে সংমিশ্রণের আশঙ্কায়
৩৭৫. রহমত আল-কুরআনের একটি ব্যাখ্যা জানতে পারল না। এজন্য তাকে কী করতে হবে?	(প্রয়োগ)
<input type="radio"/> ফিক্হশাস্ত্র পড়তে হবে <input type="radio"/> মানতিক শাস্ত্র পড়তে হবে	<input type="radio"/> ইতিহাসশাস্ত্র পড়তে হবে <input type="radio"/> হাদিসশাস্ত্র পড়তে হবে
৩৭৬. সাইদুল এমন একটি হাদিস পড়ল যেখানে শুধু একজন তাবিসির বাণী ও কর্ম রয়েছে, রাসূল (স) বা সাহাবিদের কোনো বক্তব্য নেই। সাইদুলের পঠিত হাদিসটি কোন ধরনের হাদিস?	(প্রয়োগ)
<input type="radio"/> মারফু <input type="radio"/> মাওকুফ	<input type="radio"/> মাকতু <input type="radio"/> মাওযু
৩৭৭. রিফাত নিয়মিত হাদিস অধ্যয়ন করে। এর ফলে সে কী জানতে পারবে?	(উচ্চতর দরতা)
<input type="radio"/> হাদিসের ব্যাখ্যা <input type="radio"/> ইজমার বিবরণ	

৩৭৮. তামজিদ একটি হাদিসে দেখল সেখানে রাসুল (স)-এর কোনো বক্তব্য বা আমলের বর্ণনা নেই। কিন্তু তার সামনে এমন কাজ করা হয়েছে যাতে তিনি নিষেধ না করে নিশ্চয় হয়েছেন। তামজিদের দেখা হাদিসটি কোন ধরনের হাদিস? (প্রয়োগ)	ক) ফিলি খ) কাওলি গ) মাকতু ● তাকরিরি
৩৭৯. আবিদ একটি হাদিস পড়ছিল যাতে রাসুল (স)-এর কোনো বক্তব্য বা আমলের বর্ণনা নেই। বরং একজন সাহাবির বক্তব্য রয়েছে। আবিদের পড়া হাদিসটি কোন ধরনের হাদিস? (প্রয়োগ)	ক) মারফু ● মাওকুফ গ) মাকতু খ) ফিলি
৩৮০. নাজির কুরআন অধ্যয়ন করতে গিয়ে দেখেন সেখানে সালাত কয়েমের কথা আছে কিন্তু এর ওয়াস্ত, আদায়ের নিয়মাবলি ইত্যাদি কিছুই নেই। এগুলো জানার জন্য তাকে দারস্থ হতে হবে- (প্রয়োগ)	ক) ইমামের খ) আলিমের ● হাদিসের গ) তাফসিরের
৩৮১. সনদ বা রাবি পরম্পরার দিক থেকে হাদিস কত প্রকার? (জ্ঞান)	ক) দুই ● তিন গ) চার খ) পাঁচ

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৮২. হাদিসে মাওকুফ দ্বারা বোঝানো হয়েছে- (অনুধাবন)	i. সাহাবিদের কথা, কাজ ii. সাহাবিদের মৌন সমর্থন iii. সাহাবিদের অনুসরণ নিচের কোনটি সঠিক? ● i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii গ) i, ii ও iii
৩৮৩. হাদিসের মূল বক্তব্যকে বলা হয়- (অনুধাবন)	i. সনদ ii. মতন iii. রাবি নিচের কোনটি সঠিক? ক) i ● ii গ) iii গ) ii ও iii
৩৮৪. সিহাহ সিহাহ'র অস্তিত্ব হাদিসগ্রন্থ হলো- (অনুধাবন)	i. বুখারি, মুসলিম ii. মুয়াত্তা ইমাম মালিক iii. সুনানে নাসাই, আবু দাউদ নিচের কোনটি সঠিক? ক) i ও ii ● i ও iii গ) ii ও iii গ) i, ii ও iii
৩৮৫. হাদিস বা সুনাই হচ্ছে পবিত্র কুরআনের- (অনুধাবন)	i. ব্যাখ্যা ii. পরিপূরক iii. অনুলিপি নিচের কোনটি সঠিক? ● i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii গ) i, ii ও iii
৩৮৬. হাদিস বলতে বোঝায়- (অনুধাবন)	i. সাহাবিদের বক্তব্য ii. মহানবি (স)-এর বক্তব্য iii. রাসুল (স)-এর কর্ম নিচের কোনটি সঠিক? ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
৩৮৭. হাদিস সংকলনের উদ্দেশ্য কী ছিল? (অনুধাবন)	i. জাল হাদিস প্রতিরোধ ii. হাদিসমূহ একত্রীকরণ iii. আঞ্চলিক প্রয়োজন মেটানো নিচের কোনটি সঠিক? ● i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii গ) i, ii ও iii
৩৮৮. হাদিসে কুদসির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর- (অনুধাবন)	i. অর্থ ও ভাব আলরাহর ii. ভাষা রাসুলরাহর (স)-এর iii. লেখা রাসুলুল্লাহ (স)-এর নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

৩৮৯. সাহাবিগণ রাসূল (স)-এর হাদিস সংরক্ষণ করতেন- (অনুধাবন)

i. নিজেরা মুখস্থ করে      ii. পরিজনদের শুনিয়ে

iii. বংশ-বংশবাদের কাছে পৌছিয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

৩৯০. সাহাব পবিত্র কুরআনের প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে চায়। অথচ কুরআনে তা খুঁজে পাচ্ছে না। এজন্য তাকে দারস্থ হতে হবে- (প্রয়োগ)

i. কুরআনের      ii. হাদিসের

iii. সুনাইর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

৩৯১. ইমাদ আলরাহ ও রাসূল-এর পথে নিজেকে পরিচালিত করতে চান এবং সর্বদা পথদ্রষ্টা থেকে মুক্ত থাকতে চান। এজন্য তাকে আঁকড়ে ধরতে হবে- (প্রয়োগ)

i. কুরআন      ii. হাদিস

iii. কিয়াস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

৩৯২. হাদিস হলো- (অনুধাবন)

i. ইসলামের প্রতিচ্ছায়া      ii. কুরআনের ব্যাখ্যা

iii. ইসলামের প্রতিচ্ছবি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৯৩ ও ৩৯৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :	
কুরআন ও হাদিস ইসলামি শরিয়তের সর্বপ্রধান দুটি উৎস হলেও যাহিদ হাদিসকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র কুরআন অনুসরণ করতে চায়। এ বিষয়ে সে বলে, কুরআন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। সকল সমস্যার সমাধান কুরআনেই রয়েছে।	
৩৯৩. হাদিস সম্পর্কে যাহিদের মনোভাব কীসের পরিপন্থী? (প্রয়োগ)	ক) কুরআনের জ্ঞানের খ) হাদিসের জ্ঞানের গ) ফিকহের জ্ঞানের ● কুরআন-হাদিসের
৩৯৪. যাহিদ তার বিশ্বাস আঁকড়ে থাকলে- (উচ্চতর দরতা)	i. পথদ্রষ্ট হবে ii. বিপথগামী হবে iii. সম্পদশালী হবে নিচের কোনটি সঠিক? ● i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii গ) i, ii ও iii
নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৯৫ ও ৩৯৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :	
জোহরা শিবককে প্রশ্ন করল, স্যার মহানবি (স) চৌদ্দশ বছর আগে হাদিস বলেছেন তা আমাদের পর্যন্ত এলো কীভাবে আর তিনিই যে এ কথাগুলো বলেছেন তার প্রমাণ কী? শিবক তখন তাকে সনদ সম্পর্কে বিস্তারিত বোঝালেন।	
৩৯৫. জোহরা প্রশ্ন করেছিল- (প্রয়োগ)	i. মহানবি (স)-এর কথা, কর্ম ও মৌনসম্মতি সম্পর্কে ii. সাহাবিদের কথা, কর্ম ও মৌনসম্মতি সম্পর্কে iii. তাবিঈদের কথা, কর্ম ও মৌনসম্মতি সম্পর্কে নিচের কোনটি সঠিক? ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
৩৯৬. জোহরার প্রশ্নের উত্তর শিবক মহোদয় মূলত কোন প্রসঙ্গে বলেছিলেন? (উচ্চতর দরতা)	ক) হাদিসের মূলকথা ● বর্ণনা পরম্পরা গ) হাদিসের প্রেরাপট খ) হাদিসের প্রকার

➔ পাঠ-১২ থেকে ১৫; হাদিস-১ থেকে ৪ পর্যন্ত

➔ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৬৩

At a Glance

- নিয়ত অর্থ— উদ্দেশ্য।
- আল-আমালু অর্থ— কর্মসমূহ।
- কাজের লব্যা বা উদ্দেশ্যকে বলা হয়— নিয়ত।
- প্রত্যেক কাজে সফলতা নির্ভর করে— নিয়তের ওপর।
- আলরাহ মানুশের বাহ্যিক আমলের সাথে লব রাখেন— অন্তরের অবস্থা।
- বুখারি শরিফের প্রথম হাদিস— নিয়ত সম্পর্কে।
- ইসলাম প্রতিষ্ঠিত পাঁচটি— ভিত্তির ওপর।
- দানশীলতা— মহৎগুণ।
- ব্রহ্মোপগ— পুণ্যের কাজ।
- মহানবি (স) আমাদের উৎসাহিত করেছেন— ব্রহ্মোপগের জন্য।

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৯৭. কাজের উদ্দেশ্য কেমন হওয়া উচিত তা জানা যায় কীভাবে? (অনুধাবন)
- নিয়তের দ্বারা (৩) কাজের দ্বারা
৩৯৮. জনাব জহির সারাদিন কিছু না খেয়ে কাটিয়ে দেয়। এভাবে তার রোযা না হওয়ার কারণ কী? (প্রয়োগ)
- নিয়ত না করা (৩) রমযান না হওয়া
৩৯৯. নিয়ত সং হলে কাজে কী পাওয়া যায়? (জ্ঞান)
- সুফল (৩) কুফল (৩) আনন্দ (৩) স্বাস্থ্য
৪০০. 'সবল কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল'— এটি কোন হাদিসগ্রন্থে আছে? (জ্ঞান)
- বুখারি (৩) মুসলিম (৩) তিরমিযি (৩) আবু দাউদ
৪০১. 'বুনিয়া' بِنْيَا শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
- প্রতিষ্ঠিত (৩) পরিচালিত (৩) তৈরি করা (৩) মজবুত
৪০২. 'খামসিন' خمسين শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
- তিন (৩) চার (৩) পাঁচ (৩) ছয়
৪০৩. জনাব আজিজ একজন ইমানদার ব্যক্তি। তিনি সালাত, যাকাত, হজ ও সাওম পালনের মাধ্যমে আলরাহ তায়ালার পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে তাকে কী বলা যাবে? (প্রয়োগ)
- মুহসিন (৩) মুজাহিদ (৩) মুসলিম (৩) শহিদ
৪০৪. একজন পূর্ণাঙ্গ মুসলিম কয়টি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখবে? (জ্ঞান)
- তিন (৩) চার (৩) পাঁচ (৩) ছয়
৪০৫. খরচ করা ও দানশীলতা কেমন কাজ? (জ্ঞান)
- সামাজিক (৩) ভালো (৩) ব্যক্তিগত (৩) পুণ্যময়
৪০৬. দানশীল ব্যক্তির জন্য কারা দোয়া করে থাকেন? (জ্ঞান)
- আলেমরা (৩) মুসলিমরা (৩) ফেরেশতারা (৩) হাফিযরা
৪০৭. আসমানের ফেরেশতাগণ কার প্রতি বদদোয়া করেন? (জ্ঞান)
- দানশীল ব্যক্তির (৩) অবাধ্য ব্যক্তির (৩) কৃপণ ব্যক্তির (৩) জালিমদের
৪০৮. জনাব আকরাম বন্ধু-বান্ধব, পাড়াপ্রতিবেশী ও গরিব দুঃখীদের জন্য খরচ করে না। এলাকায় সবাই তাকে কৃপণ মনে করে। তার পরিণতি কী হবে? (উচ্চতর দরতা)
- সমাজে একঘরে হয়ে পড়বে (৩) মানুষের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবে (৩) দুনিয়া-আখিরাতে বঞ্চিত হবে (৩) আলরাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে
৪০৯. 'ইয়াগরিসু' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
- কতন করে (৩) রোপণ করে

৪১০. 'গারসান' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
- বৃক্ষ (৩) পাখি (৩) মানুষ (৩) ফসল
৪১১. মানুষ পার্থিব লাভের পাশাপাশি কীভাবে পরকালীন কল্যাণ লাভ করতে পারে? (অনুধাবন)
- দান—সাদকাহর মাধ্যমে (৩) ব্রহ্মোপগের মাধ্যমে (৩) বন্ধুত্বের মাধ্যমে (৩) সালাতের মাধ্যমে
৪১২. ব্রহ্মোপগের মাধ্যমে মানুষ পার্থিব লাভের পাশাপাশি কী লাভ করতে পারে? (জ্ঞান)
- ধন—সম্পদ (৩) টাকা—পয়সা (৩) পরকালীন কল্যাণ (৩) মান—সম্মান
৪১৩. ব্রহ্মোপগকারী ও ফসল আবাদকারী সাওয়াব লাভ করে কেন? (অনুধাবন)
- অক্সিজেন পাওয়ার কারণে (৩) খাদ্যের চাহিদা মেটানোর কারণে (৩) পরিবেশের ভারসাম্য রবার কারণে (৩) পশু—পাখি কীট—পতঙ্গ খাওয়ার কারণে
৪১৪. জাবের সাহেব এক বিধা জমিতে পেয়ারা, আম, জামরুল, লিচু ইত্যাদি ফলের বাগান করেছেন। তার বাগান থেকে মানুষ পশু—পাখি সকলেই উপকৃত হয়। এরূপ কাজের ফলে তিনি কী লাভ করবেন? (উচ্চতর দরতা)
- প্রচুর অর্থ (৩) সামাজিক মর্যাদা (৩) পারিবারিক শান্তি (৩) অনেক সাওয়াব
৪১৫. 'নিয়ত' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
- আমল (৩) ভালো কাজ (৩) সংকল্প (৩) ফলাফল
৪১৬. 'আল-আ'মালু' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
- নিয়ত (৩) কর্ম (৩) কর্মসমূহ (৩) নিশ্চয়ই
৪১৭. ব্রহ্মোপগ সম্পর্কীয় হাদিসে কত প্রকার প্রাণীর কথা বর্ণিত হয়েছে? (অনুধাবন)
- এক (৩) দুই (৩) তিন (৩) চার
৪১৮. 'হে অল্লাহ! সম্পদ অটককারীকে ক্ষতিগ্রস্ত কর' এ অভিসম্পাত কার? (জ্ঞান)
- মহানবির (৩) ফেরেশতার (৩) মুত্তাকিদের (৩) সম্পদহীনদের

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪১৯. বৈচে থাকার জন্য মানুষের প্রয়োজন— (অনুধাবন)
- i. অন্ন ii. বস্ত্র
- iii. বাসস্থান
- নিচের কোনটি সঠিক?
- i (৩) ii (৩) iii (৩) i, ii ও iii
৪২০. ব্রহ্ম আমাদের— (অনুধাবন)
- i. সচ্ছলতা প্রদান করে
- ii. অক্সিজেন প্রদান করে
- iii. পরিবেশ রবার করে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii (৩) i ও iii (৩) ii ও iii (৩) i, ii ও iii
৪২১. কৃপণ ব্যক্তির সম্পদে কোনো প— (অনুধাবন)
- i. কল্যাণ নেই
- ii. বরকত নেই
- iii. আসক্তি নেই
- নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii (৩) i ও iii (৩) ii ও iii (৩) i, ii ও iii
৪২২. দানশীলতা হলো— (অনুধাবন)
- i. মহৎ গুণ
- ii. পুণ্যময় কাজ
- iii. নিন্দনীয় কাজ
- নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii	Ⓐ i ও iii	Ⓒ ii ও iii	Ⓓ i, ii ও iii
৪২৩. 'নি মাতুন' শব্দের অর্থ হলো— i. অবদান ii. অনুগ্রহ iii. শাস্তি নিচের কোনটি সঠিক?	(অনুধাবন)		
● i ও ii	Ⓐ i ও iii	Ⓒ ii ও iii	Ⓓ i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪২৪ ও ৪২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আহাদ সাহেব একজন বৃদ্ধ মানুষ। তিনি বাগান পরিচর্যা করে তার অবসর সময় অতিবাহিত করেন। একবার তিনি মহল্লার সবাইকে নিয়ে সামাজিকভাবে বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ নেন।

৪২৪. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত আহাদ সাহেবের উদ্যোগ ইসলামের দৃষ্টিতে ভালো কাজ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার কারণ কী? (উচ্চতর দৰতা)

- Ⓐ সকলে অন্য কাজ ফেলে বৃক্ষ নিয়ে পড়ে থাকবে  
● ইসলামে বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করা হয়েছে  
Ⓒ এতে প্রকৃতির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে  
Ⓓ এতে অবসর সময় কাটানো যাবে

৪২৫. এ কাজের ফলে আহাদ সাহেব লাভ করবেন— (প্রয়োগ)

- অনেক সাওয়াব Ⓐ অনেক সম্মান  
Ⓒ অনেক সম্পদ Ⓓ অনেক মর্যাদা

➡ পাঠ-১৬ থেকে ১৮; হাদিস-৫ থেকে ৭ পর্যন্ত

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৬৯

At a Glance

- বন্ধুত্ব করা উচিত সর্বোত্তম— লোকদের সাথে।
- যিকির শব্দের অর্থ— অরণ করা।
- সকল সৃষ্টি আল্লাহর— পরিজন।
- সৃষ্টিকূলের প্রতি অনুগ্রহ করলে খুশি হন— আল্লাহ তায়ালা।
- এক মুসলমান অপর মুসলমানের— ভাই।
- আল্লাহ তায়ালায় নিকট প্রিয় ব্যক্তি— সাহায্যকারী মুসলিম।
- হাজাতুন শব্দের অর্থ— প্রয়োজন।

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪২৬. কাদের দেখলে আল্লাহ তায়ালায় কথা অরণ হয়? (জ্ঞান)	Ⓐ শিখিত লোকদের Ⓒ অসহায় লোকদের	Ⓑ ধনী লোকদের ● সর্বোত্তম লোকদের
৪২৭. মনিরের চালচলন, আচার-ব্যবহার ও পোশাক-পরিচ্ছদ দেখলে আল্লাহর কথা অরণ হয়। হাদিসের ভাষ্যানুযায়ী সে কী প লোক? (প্রয়োগ)	Ⓐ জ্ঞানী Ⓒ সম্মানিত Ⓓ ধনী	● সর্বোত্তম
৪২৮. সর্বোত্তম কাজ কোনটি? (জ্ঞান)	Ⓐ জীবে দয়া করা Ⓒ রোগীর সেবা করা	● আল্লাহকে অরণ করা Ⓓ মানুষের কল্যাণ করা
৪২৯. মানুষের মর্যাদা নিরূপিত হয় কীভাবে? (অনুধাবন)	Ⓐ ধন-সম্পদের মাধ্যমে ● দীন পালনের মাধ্যমে	Ⓑ বংশমর্যাদার মাধ্যমে Ⓒ দান-সাদকার মাধ্যমে
৪৩০. খালিক শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)	● সৃষ্টিকর্তা Ⓒ পালনকর্তা	Ⓓ দয়ালু Ⓓ সর্বজ্ঞ
৪৩১. কারা আশরাফুল মাখলুকাত? (জ্ঞান)	Ⓐ গাছপালা ● মানুষ	Ⓒ পাহাড়-পর্বত Ⓓ পশু-পাখি
৪৩২. জীবজন্তু, পশুপাখির প্রতি দয়া প্রদর্শন করলে আল্লাহ কী করেন? (জ্ঞান)	● খুশি হন Ⓒ ধমক দেন	Ⓓ রাগ করেন Ⓓ তিরস্কার করেন

৪৩৩. মানুষ আল্লাহ তায়ালায় প্রিয় বান্দা হতে পারে কীভাবে? (অনুধাবন)	<p>Ⓐ সমস্ত সম্পদ দান করার দ্বারা</p> <p>● সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ করার দ্বারা</p> <p>Ⓒ প্রতিবেশীর হক আদায় করার দ্বারা</p> <p>Ⓓ অসুস্থ মানুষের সেবা করার দ্বারা</p>
৪৩৪. মুসলমানগণ পরস্পর কী? (জ্ঞান)	<p>● ভাই-ভাই</p> <p>Ⓒ শত্রু</p> <p>Ⓓ বন্ধু</p> <p>Ⓓ আত্মীয়</p>
৪৩৫. সামর্থ্য থাকলে মুসলমানকে সাহায্য করতে হবে কেন? (অনুধাবন)	<p>Ⓐ এটি দায়িত্ব</p> <p>Ⓒ সম্প্রীতি সৃষ্টির জন্য</p> <p>● একে অপরের ভাই</p> <p>Ⓓ সুনাম অর্জনের জন্য</p>
৪৩৬. হাজি আব্দুর রহমানের নিকট কোনো ব্যক্তি সাহায্য চাইলে তিনি তাকে সাহায্য করেন। এর প কাজের ফলে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে কী করবেন? (উচ্চতর দৰতা)	<p>Ⓐ ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করবেন</p> <p>Ⓒ বিনা হিসাবে জান্নাত দিবেন</p> <p>Ⓓ সঠিক পথের সন্ধান দিবেন</p> <p>● তার প্রয়োজন পূরণ করবেন</p>
৪৩৭. ‘আত-তাজিরু’ শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)	<p>● ব্যবসায়ী</p> <p>Ⓒ বিশ্বস্ত</p> <p>Ⓓ সত্যবাদী</p> <p>Ⓓ শহিদ</p>
৪৩৮. আল-আমিন শব্দের অর্থ কোনটি? (জ্ঞান)	<p>Ⓐ সত্যবাদী</p> <p>● বিশ্বস্ত</p> <p>Ⓒ ব্যবসায়ী</p> <p>Ⓓ আমানতদার</p>
৪৩৯. ‘বিশ্বস্ত, সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহিদদের সঙ্গে থাকবেন’— এটি কোন হাদিস গ্রন্থের? (জ্ঞান)	<p>● ইবনে মাজাহ</p> <p>Ⓒ তিরমিযি</p> <p>Ⓓ আবু দাউদ</p> <p>Ⓓ বুখারি</p>
৪৪০. ‘ই য়ালুন’ শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)	<p>Ⓐ আত্মীয়</p> <p>Ⓒ শত্রু</p> <p>Ⓓ বন্ধু</p> <p>● পরিজন</p>

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৪১. সর্বোত্তম মানুষ তারা— (অনুধাবন)	i. যাদের দেখলে সৎ মনে হয় ii. যাদের দেখলে আল্লাহর কথা অরণ হয় iii. যাদের দেখলে ভদ্র মনে হয়
নিচের কোনটি সঠিক?	Ⓐ i ● ii Ⓒ iii Ⓓ i ও iii
৪৪২. সমগ্র সৃষ্টি— (অনুধাবন)	i. আল্লাহর পরিজন ii. ফেরেশতার পরিজন iii. মহানবি (স) —এর পরিজন
নিচের কোনটি সঠিক?	● i Ⓒ ii Ⓓ iii Ⓓ i ও iii
৪৪৩. শত্রুর মোকাবিলায় সকলকে— (অনুধাবন)	i. এগিয়ে আসতে হবে ii. পিছিয়ে যেতে হবে iii. কিছু করতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?	● i Ⓒ ii Ⓓ iii Ⓓ i ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৪৪ ও ৪৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আমেনা বেগমের বিড়াল পালনের খুব শখ। তিনি তার বিড়ালের খুব যত্ন নেন। কিন্তু তাঁর নাতি আকাশ বিড়ালকে কষ্ট দেয়। তিনি আকাশকে এর প করতে নিষেধ করেন।

৪৪৪. আমেনা বেগমের কাছে কোনটি প্রকাশ পেয়েছে? (প্রয়োগ)	Ⓐ কর্তব্যপরায়ণতা Ⓒ দয়া	● সৃষ্টির সেবা Ⓓ দায়িত্বশীলতা
৪৪৫. এর প কাজের ফলে আমেনা বেগম লাভ করবেন— (উচ্চতর দৰতা)	i. আল্লাহর সন্তুষ্টি ii. পরিবারের সন্তুষ্টি	

iii. পশুপাখির সন্ততি  
নিচের কোনটি সঠিক?

- i      ③ ii      ⑥ iii      ⑧ i, ii ও iii

➡ পাঠ-১৯ থেকে ২১; হাদিস ৮ থেকে ১০ পর্যন্ত

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৭২

*At a  
Glance*

- পবিত্র পেশা-ব্যবসা-বাণিজ্য।
- লোভ-লালসা ত্যাগ করতে হবে-ব্যবসার বেত্রে।
- সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী দুনিয়া ও আখিরাতে-মর্যাদার অধিকারী হবে।
- সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর ভরসা করে-মুমিন ব্যক্তি।
- কল্যাণ শব্দের আরবি-খাইরবন।
- বিপদ-মুছিবত মুমিনের জন্য-পরীবা।
- আযিম শব্দের অর্থ-মহামহিম।
- হাবিবুন শব্দের অর্থ-প্রিয়।
- আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করলে-আল্লাহ খুশি হন।
- নেকির পালরা ভারি হলে মানুষ-জান্নাতে প্রবেশ করবে।

#### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৪৬. শহিদুলের দোকানে সবসময় ভিড় লেগে থাকে। ন্যায্য মূল্য ও ওজনে সঠিক দেন তিনি। তাকে কোন ধরনের ব্যবসায়ী বলা হয়? (প্রয়োগ)
- ③ সঠিক ব্যবসায়ী      ⑥ আমানতদার ব্যবসায়ী  
● বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী      ⑧ বড় ব্যবসায়ী
৪৪৭. ‘খায়রুন’ শব্দের অর্থ কোনটি? (জ্ঞান)
- কল্যাণ      ⑥ অকল্যাণ      ⑧ শান্তি      ⑩ খুশি
৪৪৮. রাজাক সাহেবের একমাত্র উপার্জনবন ছিলে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেলে তিনি কোনো প্রকার কান্নাকাটি না করে আল্লাহকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন হে আল্লাহ! তুমিই গরিবের একমাত্র ভরসা। তার চরিত্রে কোনটি পরিলক্ষিত হচ্ছে? (উচ্চতর দৰতা)
- ধৈর্য      ⑥ কষ্ট      ⑧ অভাব      ⑩ ভরসা
৪৪৯. মান্নান সাহেবের আপন ভাই তাকে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছে। তারপরও তিনি ধৈর্যসহকারে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করেন। মান্নান সাহেবের চরিত্রে কার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? (প্রয়োগ)
- ③ মুহসিন      ⑥ মুত্তাকি      ● মুমিন      ⑩ শহিদ
৪৫০. সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় শোক ও সবরের মাধ্যমে কী লাভ করা যায়? (জ্ঞান)
- ③ শান্তি      ⑥ অগ্রগতি      ⑧ সমৃদ্ধি      ● কল্যাণ
৪৫১. নিয়ামতের জন্য শুরুরিয়া আদায় করে কে? (জ্ঞান)
- মুমিন      ⑥ মুনাফিক      ⑧ বিনয়ী      ⑩ বিদ্বান
৪৫২. কার শুরুরিয়া আদায় করতে হয়? (জ্ঞান)
- ③ বাবা-মার      ⑥ নবি-রাসুলের      ⑧ দরবেশের      ● আল্লাহর
৪৫৩. রাসুলুল্লাহ (স) আমাদের বরকতময় যিকির শিবা দিয়েছেন কেন? (অনুধাবন)
- ③ আমরা রাসুলুল্লাহ (স)-এর উন্মত বলে  
⑥ আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন বলে  
● তিনি আমাদের কল্যাণকামী ছিলেন বলে  
⑩ যিকিরে অনেক ফজিলত রয়েছে বলে
৪৫৪. ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি’ এবং ‘সুবহানাল্লাহি আযিম’-এ বাক্যদ্বয় আল্লাহ তায়ালায় নিকট অত্যন্ত প্রিয় কেন? (অনুধাবন)
- ③ তাওহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে বলে  
⑥ আল্লাহ তায়ালায় প্রিয় হাবিবের পরিচয় বর্ণনা করা হয়েছে বলে  
⑧ আল্লাহ তায়ালায় প্রতি ইমান আনার গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে বলে  
● আল্লাহর পবিত্রতা, মহিমা ও প্রশংসা বর্ণনা করা হয়েছে বলে
৪৫৫. মিয়ানের পাল্লায় ভারী হবে কোন যিকিরটি? (জ্ঞান)
- ③ আল-হামদুলিলাহ      ● সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি

⑧ আল্লাহু আকবার

⑩ ইল্লালিল্লাহ

৪৫৬. কে মহাপবিত্র ও মহামহিম? (জ্ঞান)

- ③ মানুষ      ⑥ মহানবি (স)      ● আল্লাহ      ⑩ জিবরাইল (আ)

৪৫৭. আল্লাহর নিকট প্রিয় বাক্য কোনটি? (জ্ঞান)

- সুবহানাল্লাহি      ⑥ আল্লাহু আকবার  
⑧ আল্লাহু ওয়াহিদুন      ⑩ আল্লাহু আহাদুন

৪৫৮. গোলাম রাক্বানি সাহেব সর্বদা ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহি আযিম’-এ বাক্য দুটি পাঠ করেন। এর ফলে তিনি কী লাভ করবেন? (উচ্চতর দৰতা)

- ③ অর্থ-সম্পদ      ⑥ নেতৃত্ব  
⑧ সামাজিক মর্যাদা      ● সফলতা

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৫৯. সৎ ব্যবসায়ীগণ কিয়ামতের দিন- (উচ্চতর দৰতা)

- i. শহিদগণের সঙ্গী হবেন      ii. জান্নাতে প্রবেশ করবেন  
iii. জিজ্ঞাসিত হবেন

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii      ⑥ i ও iii      ⑧ ii ও iii      ⑩ i, ii ও iii

৪৬০. মুমিন ব্যক্তির সব কাজই- (অনুধাবন)

- i. কল্যাণকর      ii. অকল্যাণকর  
iii. বিষয়কর

নিচের কোনটি সঠিক?

- ③ i ও ii      ● i ও iii      ⑧ ii ও iii      ⑩ i, ii ও iii

৪৬১. আমান মালে ভেজাল মিশ্রিত করে এবং ওজনে কম দিয়ে ব্যবসা করে। তার এরূপ ব্যবসা হারাম। কারণ এটি- (প্রয়োগ)

- i. প্রতারণা      ii. মিথ্যাচার  
iii. নিফাক

নিচের কোনটি সঠিক?

- ③ i ও ii      ⑥ i ও iii      ⑧ ii ও iii      ● i, ii ও iii

৪৬২. একজন ব্যবসায়ীকে কিয়ামতের দিন শহিদদের সঙ্গী হতে হলে প্রয়োজন- (উচ্চতর দৰতা)

- i. সততার সাথে ব্যবসা করা      ii. মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ  
iii. ওজনে কম-বেশি না করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ③ i ও ii      ● i ও iii      ⑧ ii ও iii      ⑩ i, ii ও iii

৪৬৩. মুমিন ব্যক্তি সর্বোচ্চ কল্যাণ লাভ করে- (অনুধাবন)

- i. যিকিরের মাধ্যমে      ii. সবরের মাধ্যমে  
iii. শোকের মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ③ i ও ii      ⑥ i ও iii      ⑧ ii ও iii      ● i, ii ও iii

৪৬৪. তাবিদ ব্যবসায় প্রতারণা করেন, মালে ভেজাল দেন, মজুদদারি করেন। কিয়ামতের দিন তিনি বঞ্চিত হবেন- (প্রয়োগ)

- i. বাদশাহদের সঙ্গ থেকে      ii. মুত্তাকিদের সঙ্গ থেকে  
iii. শহিদদের সঙ্গ থেকে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ③ i      ⑥ ii      ● iii      ⑩ i, ii ও iii

৪৬৫. আরাক একজন ব্যবসায়ী। তার ব্যবসায়ের ঝুঁজিই হচ্ছে সততা ও বিশ্বস্ততা। এর ফলে আল্লাহ তাকে দান করবেন- (উচ্চতর দৰতা)

- i. শহিদদের সঙ্গ      ii. স্থায়ী জান্নাত  
iii. প্রচুর সম্পদ

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii      ⑥ i ও iii      ⑧ ii ও iii      ⑩ i, ii ও iii

৪৬৬. মুমিনের প্রতিটি কাজই কল্যাণকর। কারণ সে— (অনুধাবন)
- i. সুখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ii. বিপদে ধৈর্যধারণ করে  
iii. সব কিছুকে পরীবা মনে করে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii ● i, ii ও iii
৪৬৭. রাফাত মিয়া সম্পদ লাভে যেমন আল্লাহর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তেমনি সামান্য বিপদে ধৈর্যহীন হয়ে পড়েন। এটি তার জন্য বিবেচিত হবে— (প্রয়োগ)
- i. অকল্যাণরূপে ii. অসম্মানরূপে  
iii. অমর্যাদারূপে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- i Ⓑ ii Ⓒ i ও iii Ⓓ i, ii ও iii
৪৬৮. ইরাক শত বিপদেও ধৈর্যহারা হন না। বরং তিনি প্রতিটি বিপদকেই আল্লাহর পব থেকে পরীবা মনে করেন। এর ফলে তিনি লাভ করবেন— (উচ্চতর দর্শন)
- i. সর্বাধিক কল্যাণ ii. নিয়ামতের বৃদ্ধি  
iii. আল্লাহ সন্তুষ্টি
- নিচের কোনটি সঠিক?
- Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii ● i, ii ও iii
৪৬৯. রাসুলুল্লাহ (স) উম্মতকে অতি পূর্ণময় দুটি বাক্য শিবা দিয়েছেন। তা হচ্ছে— (অনুধাবন)
- i. সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি ii. সুবহান্নাল্লাহিল আযিম  
iii. সুবহানা রাব্বিয়াল আযিম
- নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii
৪৭০. জনাব জামাল তাসবিহ পাঠের মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে চান। এজন্য তাকে নিয়মিত পড়তে হবে— (প্রয়োগ)
- i. সুবহানা রাব্বিয়াল আযিম  
ii. সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি  
iii. সুবহানাল্লাহিল আযিম
- নিচের কোনটি সঠিক?
- Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii ● ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৭১ ও ৪৭২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

“বিশ্বস্ত সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহিদদের সঙ্গে থাকবেন।”

৪৭১. উক্ত হাদিসটি কোন গ্রন্থের? (প্রয়োগ)

- Ⓐ বায়হাকি ● ইবনে মাজাহ  
Ⓑ বুখারি Ⓒ বুখারি ও মুসলিম

৪৭২. হাদিসটি পাঠ করে যা শেখা যায়— (উচ্চতর দর্শন)

- i. ব্যবসা-বাণিজ্য হালাল পেশা  
ii. ব্যবসায়ে সত্যতা ও বিশ্বস্ততা একটি মানবীয় মহৎ গুণ  
iii. সকল ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহিদদের সঙ্গী হবে

- নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii

➔ পাঠ-২২ থেকে ২৪ : শরিয়তের তৃতীয় উৎস :

আল-ইজমা, চতুর্থ উৎস : আল-কিয়াস এবং

আহকাম সংক্রান্ত পরিভাষা ➔ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ৭৫

- ইজমা শরিয়তের— তৃতীয় উৎস।
- ইজমা অর্থ— একমত হওয়া।
- যারা ইজমা করেন তারা— মুজতাহিদ।
- শরিয়তের চতুর্থ উৎস— কিয়াস।
- কিয়াস শব্দের অর্থ— পরিমাপ করা।
- শরিয়তের সর্বনিম্নস্তর— কিয়াস।

At a Glance

- আহকাম অর্থ— বিধানাবলি।
- সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা— ওয়াজিব।
- হারাম বলা হয়— নিষিদ্ধ কাজকে।

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৭৩. ‘ইজমা’ শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
- Ⓐ প্রশংসা করা Ⓑ পাঠ করা ● একমত হওয়া Ⓒ অনুমান করা
৪৭৪. একই যুগের মুসলিম উম্মাহর পুণ্যবান মুজতাহিদগণের শরিয়তের কোনো বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করাকে কী বলা হয়? (অনুধাবন)
- Ⓐ দলিল Ⓑ ফিকহ Ⓒ কিয়াস ● ইজমা
৪৭৫. জনাব হাকিম কুরআন ও হাদিস ছাড়া অন্য কোনো কিছুকে শরিয়তের দলিল হিসেবে মানেন না। তাঁর এরূপ মনোভাব মূলত কোনটি অস্বীকারের শামিল? (প্রয়োগ)
- Ⓐ ফিকহ ও উসুল Ⓑ বালাগাত ও মানতিক  
● ইজমা ও কিয়াস Ⓒ হালাল ও হারাম
৪৭৬. আল্লাহ তায়ালা উম্মতে মুহাম্মদিকে মধ্যপন্থি জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন কেন? (অনুধাবন)
- Ⓐ আল্লাহ তায়ালা ইবাদতের জন্য ● মানবজাতির সাব্যধানের জন্য  
Ⓑ মানুষকে শিবা দেওয়ার জন্য Ⓒ মানুষকে মর্যাদা দানের জন্য
৪৭৭. ‘মুসলমানগণ যা ভালো বলে মনে করে তা আল্লাহ তায়ালা নিকটও ভালো’— এটি কার বাণী? (জ্ঞান)
- Ⓐ হযরত আবু বকর (রা) ● হযরত মুহাম্মদ (স)  
Ⓑ হযরত উমর (রা) Ⓒ হযরত উসমান (রা)
৪৭৮. শরিয়তের চতুর্থ উৎস কোনটি? (জ্ঞান)
- Ⓐ ইজমা ● কিয়াস  
Ⓑ আল-কুরআন Ⓒ সুন্নাহ
৪৭৯. ‘কিয়াস’ শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
- Ⓐ ইজিত করা Ⓑ প্রমাণ করা Ⓒ ঐক্যবদ্ধ হওয়া ● অনুমান করা
৪৮০. ইজমার পরে কীসের স্থান? (জ্ঞান)
- কিয়াস Ⓑ আল-কুরআন  
Ⓒ আকিদা Ⓓ সুন্নাহ
৪৮১. “হে জ্ঞানীগণ তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।” উক্ত আয়াতটি শরিয়তের কোন উৎসের প্রতি নির্দেশ করে? (প্রয়োগ)
- Ⓐ কুরআন Ⓑ সুন্নাহ Ⓒ ইজমা ● কিয়াস
৪৮২. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) কোথাকার বিচারক ছিলেন? (জ্ঞান)
- Ⓐ মক্কা Ⓑ মদিনা Ⓒ সিরিয়া ● ইয়েমেন
৪৮৩. কিয়াসের নীতিমালা কয়টি? (অনুধাবন)
- Ⓐ দুই Ⓑ তিন ● চার Ⓒ পাঁচ
৪৮৪. ফরজ অর্থ কী? (জ্ঞান)
- Ⓐ গুরুত্বপূর্ণ Ⓑ প্রয়োজনীয় ● অবশ্য পালনীয় Ⓒ অকাট্য
৪৮৫. ফরজ কয় প্রকার? (জ্ঞান)
- দুই Ⓑ তিন Ⓒ চার Ⓓ পাঁচ
৪৮৬. ওয়াজিব অর্থ কী? (জ্ঞান)
- Ⓐ জরুরি Ⓑ প্রয়োজনীয় Ⓒ বিধান ● অপরিহার্য
৪৮৭. সিদ্ধাহ সাহু দিতে হয় কেন? (অনুধাবন)
- Ⓐ নামায়ে ফরজ কাজ বাদ পড়ার কারণে  
● নামায়ে ওয়াজিব কাজ বাদ পড়ার কারণে  
Ⓑ নামায়ে সুন্নাহ কাজ বাদ পড়ার কারণে  
Ⓒ নামায়ে মুস্তাহাব কাজ বাদ পড়ার কারণে
৪৮৮. সুন্নত অর্থ কী? (জ্ঞান)
- পন্থা Ⓑ বিষয় Ⓒ নির্দেশ Ⓓ অনুমোদন
৪৮৯. যায়িদাহ অর্থ কী? (জ্ঞান)



<p>৪৯০. মুস্তাহাব শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)</p> <p>● পছন্দনীয়    ৩ অতিরিক্ত    ৪ সামান্য    ৫ ঘৃণিত</p> <p>৪৯১. শরিয়তের কোন আহকাম পালন না করলে গুনাহ হয় না? (অনুধাবন)</p> <p>● মুবাহ    ৩ সন্নত    ৪ ওয়াজিব    ৫ ফরজ</p> <p>৪৯২. হালাল অর্থ কী? (জ্ঞান)</p> <p>● বৈধ    ৩ সত্য    ৪ উপাদেয়    ৫ পরিচিত</p> <p>৪৯৩. হারাম অর্থ কী? (জ্ঞান)</p> <p>৩ সিন্ধ    ৩ অনুমোদিত    ৪ পবিত্র    ● নিষিদ্ধ</p> <p>৪৯৪. আকিল মনে করে, মৃত মাছ খাওয়া হারাম। তার এ মনোভাব দ্বারা কী প্রকাশ পায়? (প্রয়োগ)</p> <p>● ইসলামি জ্ঞানে স্বল্পতা    ৩ ইসলামি জ্ঞানের পূর্ণতা</p> <p>৩ খামখেয়ালীপনা    ৩ কুরআন ও হাদিস সম্পর্কে ধারণা</p> <p>৪৯৫. সন্নত কত প্রকার? (জ্ঞান)</p> <p>● দুই    ৩ তিন    ৪ চার    ৫ পাঁচ</p> <p>৪৯৬. আর তাদের কাজকর্ম সম্পাদিত হয় পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে—এটি শরিয়তের কোন উৎসের দলিল? (উচ্চতর দবতা)</p> <p>৩ কুরআন    ৩ হাদিস    ● ইজমা    ৩ কিয়াস</p> <p>৪৯৭. ‘মুজতাহিদ’ অর্থ কী? (জ্ঞান)</p> <p>● গবেষক    ৩ গবেষণা    ৪ অভিজ্ঞ    ৫ জ্ঞানী</p> <p>৪৯৮. “তাহলে আমি আমার বিবেক বৃদ্ধি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব।”—উক্তিটি কার? (প্রয়োগ)</p> <p>৩ মহানবি (স)–এর    ৩ হযরত উমর (রা)–এর</p> <p>৩ হযরত আবু বকর (রা)–এর    ● হযরত মুয়ায ইবন জাবাল (রা)–এর</p> <p>৪৯৯. “অল্লাহ আমার উম্মতকে নিশ্চয়ই গোমরাহির উপর একত্রিত করবেন না।” হাদিসটি শরিয়তের কোন উৎসের প্রতি ইঙ্গিত করছে? (উচ্চতর দবতা)</p> <p>৩ কুরআন    ৩ হাদিস    ● ইজমা    ৩ কিয়াস</p> <p>৫০০. কোনটি খাওয়া হারাম? (জ্ঞান)</p> <p>৩ মৃত মাছ    ● মৃত জীবজন্তু    ৪ শাকসবজি    ৫ তরকারি</p> <p>৫০১. ‘তোমরা পৃথিবীর হালাল ও পবিত্রবস্তু আহার কর’— উক্তিটি কোন সূরার অংশ? (প্রয়োগ)</p> <p>● সূরা আল-বাকারা    ৩ সূরা আন-নিসা</p> <p>৩ সূরা আল-ইমরান    ৩ সূরা আল-মায়িদা</p> <p>৫০২. হালাল খাদ্য অস্তরে কী সৃষ্টি করে? (জ্ঞান)</p> <p>৩ আলাহর ভয়    ৩ আসক্তি    ৪ আলাহর প্রতি বিশ্বাস    ● নূর</p> <p>৫০৩. আহকামে শরিয়তের দৃষ্টিতে আযান দেয়া কী? (জ্ঞান)</p> <p>৩ ওয়াজিব    ● সন্নতে মুয়াক্কাদাহ</p> <p>৩ সন্নতে যায়িদাহ    ৩ মুস্তাহাব</p> <p>৫০৪. অপবিত্র কাপড় পরিহিত অবস্থায় সালাত আদায়— (অনুধাবন)</p> <p>৩ মাকরূ হ    ৩ মুবাহ    ৪ মুস্তাহাব    ● হারাম</p> <p>৫০৫. হালাল খাদ্য গ্রহণ করলে কীসে অধিকতর মনোযোগ আসে? (প্রয়োগ)</p> <p>● ইবাদতে    ৩ ধ্যানে    ৪ ঘুমে    ৫ পড়াশোনা</p> <p>৫০৬. ‘যে শরীর হারামের মাধ্যমে গঠিত, তা জাহান্নামের ইশ্বন হবে।’ বাণীটি কার? (প্রয়োগ)</p> <p>৩ আলাহর    ● মহানবি (স)–এর</p> <p>৩ সাহাবিদের    ৩ হযরত জিবরাইল (আ)–এর</p>	<p>৫০৮. শরিয়তের আহকামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— (অনুধাবন)</p> <p>i. ফরজ    ii. ওয়াজিব</p> <p>iii. সন্নত</p> <p>নিচের কোনটি সঠিক?</p> <p>৩ i    ৩ ii    ৩ iii    ● i, ii ও iii</p> <p>৫০৯. আশকাফ সাহেব একজন খাঁটি মুমিন। সর্বদা হালাল খাদ্য খান এবং হালালভাবে রোজগার করেন। এর ফলে তিনি হবেন— (উচ্চতর দবতা)</p> <p>i. সর্বোচ্চ কল্যাণপ্রাপ্ত    ii. ইবাদতের প্রতি উৎসাহী</p> <p>iii. অধিক ইবাদতকারী</p> <p>নিচের কোনটি সঠিক?</p> <p>৩ i ও ii    ৩ i ও iii    ৩ ii ও iii    ● i, ii ও iii</p> <p>৫১০. সাভার সর্বাবস্থায় আল্লাহর নির্দেশ পালনে তৃতী হয়ে হারাম বর্জন করেন এবং হালাল খাদ্য খান। এর ফলে তার— (উচ্চতর দবতা)</p> <p>i. দেহ ও মস্তিষ্ক সুস্থ থাকবে</p> <p>ii. অন্তরে নূর ও আলো সৃষ্টি হবে</p> <p>iii. সংগৃহের অধিকারী হয়ে উঠবে</p> <p>নিচের কোনটি সঠিক?</p> <p>৩ i ও ii    ৩ i ও iii    ৩ ii ও iii    ● i, ii ও iii</p> <p>৫১১. রিয়াদ সর্বদা মদ, গাঁজা, হেরোইন ইত্যাদি সেবনে মত্ত থাকে। বিভিন্নভাবে বুঝিয়েও তাকে সঠিক পথে আনা যায় না। এসব সেবন তার—(উচ্চতর দবতা)</p> <p>i. মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটাবে    ii. প্রাণনাশক রোগের সৃষ্টি করবে</p> <p>iii. চরম অর্থের অপচয় ঘটাবে</p> <p>নিচের কোনটি সঠিক?</p> <p>৩ i ও ii    ৩ i ও iii    ৩ ii ও iii    ● i, ii ও iii</p> <p>৫১২. হালাল বস্তুর উপকারিতা হলো— (অনুধাবন)</p> <p>i. অন্তরে নূর সৃষ্টি করা</p> <p>ii. অন্যায় অসৎ চরিত্রের প্রতি মূলবোধ জন্মায়</p> <p>iii. মানুষের মধ্যে সং গুণাবলি বৃদ্ধি করে</p> <p>নিচের কোনটি সঠিক?</p> <p>৩ i ও ii    ● i ও iii    ৩ ii ও iii    ৩ i, ii ও iii</p> <p>৫১৩. আল্লাহ হারাম বর্জন করে হালাল বস্তু গ্রহণের নির্দেশ দিচ্ছেন। কারণ হালাল বস্তু— (অনুধাবন)</p> <p>i. দেহ ও মস্তিষ্ক সুস্থ রাখে    ii. সততা ও ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলে</p> <p>iii. অন্তরে নূর ও আলো সৃষ্টি করে</p> <p>নিচের কোনটি সঠিক?</p> <p>৩ i ও ii    ৩ i ও iii    ৩ ii ও iii    ● i, ii ও iii</p> <p>৫১৪. মানুষের জন্য হারাম বস্তু, কথা ও কাজের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। কারণ এতে— (অনুধাবন)</p> <p>i. মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে    ii. মানবিক মূল্যবোধ নষ্ট হয়</p> <p>iii. সামাজিক বৈষম্য দেখা দেয়</p> <p>নিচের কোনটি সঠিক?</p> <p>৩ i ও ii    ৩ i ও iii    ৩ ii ও iii    ● i, ii ও iii</p> <p>৫১৫. “অতএব হে জ্ঞানীগণ তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর”— এ আয়াতটিতে উপদেশ গ্রহণ কর বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে— (প্রয়োগ)</p> <p>i. কুরআনের ব্যাখ্যার প্রতি    ii. নিজ বিচারবুদ্ধির প্রয়োগের প্রতি</p> <p>iii. কিয়াস করার প্রতি</p> <p>নিচের কোনটি সঠিক?</p> <p>৩ i ও ii    ৩ i ও iii    ● ii ও iii    ৩ i, ii ও iii</p> <p>৫১৬. সুদ, ঘুষ, জুয়া, লটারি ইত্যাদির কুফল হচ্ছে এতে— (অনুধাবন)</p> <p>i. সং গুণাবলি নষ্ট হয়ে যায়    ii. মানুষ দেউলিয়া হয়ে যায়</p> <p>iii. আত্মাহত্যা করতে বাধ্য হয়</p>
---	---

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫০৭. ইজমা শরিয়তের— (অনুধাবন)	
i. অকাট্য দলিল	ii. দ্বিতীয় উৎস
iii. তৃতীয় উৎস	
নিচের কোনটি সঠিক?	

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii    Ⓑ i ও iii    Ⓒ ii ও iii    ● i, ii ও iii

৫১৭. সবুজ ফরজ, ওয়াজিব এবং সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ পালনের পরও আরো কিছু অতিরিক্ত সালাত আদায় করে। তার এরূপ সালাত হচ্ছে— (প্রয়োগ)

- i. মুস্তাহাব    ii. নফল  
iii. মানদুব

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii    Ⓑ i ও iii    Ⓒ ii ও iii    ● i, ii ও iii

৫১৮. ইরাম পার্বত্য এলাকায় চাকরি করে। সে উপজাতীয়দের সাথে মিশে সাপ-বিছা ইত্যাদি খায়। এটি তার জন্য হারাম। কারণ এগুলো— (প্রয়োগ)

- i. বিষাক্ত    ii. বতিকর  
iii. অপচয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii    Ⓐ i ও iii    Ⓒ ii ও iii    Ⓓ i, ii ও iii

৫১৯. সুন্নতে যায়িদাহ হচ্ছে এমন বিধান যা মহানবি (স)— (অনুধাবন)

- i. সর্বদা পালন করতেন  
ii. মাঝে মাঝে করতেন  
iii. করতে উৎসাহ দিতেন

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii    Ⓑ i ও iii    ● ii ও iii    Ⓓ i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫২০ ও ৫২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রিনা কুরআন ও হাদিস ছাড়া অন্য কিছুকেই শরিয়তের দলিল হিসেবে মানে না। ইজমা ও কিয়াসকে অস্বীকার করার কারণে সমাজের অনেকেই তার সমালোচনা করে থাকে।

৫২০. রিনার এরূপ প মনোভাবে কার বৈশিষ্ট্য পরিলব্ধ হয়? (প্রয়োগ)

- কাফিরের    Ⓐ মুশরিকের    Ⓒ মুনাফিকের    Ⓓ ফাসিকের

৫২১. রিনা সম্মুখীন হয়েছে— (উচ্চতর দৰতা)

- i. চরম পাপের  
ii. চরম অবহেলার  
iii. চরম বোকামির

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i    Ⓑ ii    Ⓒ iii    ● i ও iii

### ■ অধ্যায়ের পাঠ সমন্বিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫২২. জনাব শামীম পার্শ্বব জীবনের লাক্ষনা ও গজ্ঞনা এবং কিয়ামতের কঠিন শাস্তি থেকে নিজেকে বাঁচাতে চান। এজন্য তাকে পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে— (প্রয়োগ)

- i. আলরাহর কিতাবের    ii. ইসলামি শরিয়তের  
iii. ইজমা ও কিয়াসের

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii    Ⓑ i ও iii    Ⓒ ii ও iii    ● i, ii ও iii

৫২৩. আল-কুরআন আরবি ভাষায় নাজিল করা হয়। কারণ— (উচ্চতর দৰতা)

- i. আখিরাতের ভাষা আরবি বলে    ii. নবিরাজির ভাষা আরবি বলে  
iii. আরবের লোকদের সুবিধার্থে

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii    Ⓐ i ও iii    Ⓒ ii ও iii    Ⓓ i, ii ও iii

৫২৪. নিয়াজ এমন কিছু সূরা অধ্যয়ন করছে যেগুলোর শব্দমালা অত্যন্ত শক্তিশালী, ভাবগম্ভীর এবং অস্তরে প্রকাশন সূক্ষ্মকারী। এর ফলে সে জানতে পারবে— (উচ্চতর দৰতা)

- i. কাফিরদের শোচনীয় পরিণতি    ii. মুশরিকদের নির্ভরতার কাহিনী

iii. বিভিন্ন কুপ্রথা ও কুআচরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii    Ⓐ i ও iii    Ⓒ ii ও iii    Ⓓ i, ii ও iii

৫২৫. জনাব আবির পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী হতে চান। এজন্য তাকে প্রথমে শিখতে হবে— (প্রয়োগ)

- i. আরবি ভাষা    ii. কুরআনের ভাষা  
iii. নবীদের ভাষা

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii    Ⓐ i ও iii    Ⓒ ii ও iii    Ⓓ i, ii ও iii

৫২৬. শাহজাহান একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি নিয়মিত কুরআন অধ্যয়ন করেন। এর ফলে তিনি জানতে পারবেন— (উচ্চতর দৰতা)

- i. শরিয়তের অকাট্য ও প্রামাণ্য দলিল সম্পর্কে  
ii. হাদিসের সঠিক দিক-নির্দেশনা সম্পর্কে  
iii. শরিয়তের সর্বপ্রধান ও প্রথম উৎস সম্পর্কে

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii    ● i ও iii    Ⓒ ii ও iii    Ⓓ i, ii ও iii

৫২৭. আল-কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব, বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য হচ্ছে— (উচ্চতর দৰতা)

- i. এটি শাস্ত ও পূর্ণাজা জীবনবিধান  
ii. এটি সর্ববৃহৎ আসমানি কিতাব  
iii. এটি সর্বশেষ আসমানি কিতাব

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii    Ⓑ i ও iii    Ⓒ ii ও iii    ● i, ii ও iii

৫২৮. কাফির-মুনাফিকরা মূলত— (অনুধাবন)

- i. বিচার দিবসের অস্বীকারকারী    ii. আখিরাতে বিশ্বাস পোষণকারী  
iii. তাওহিদ, রিসালাতে অস্বীকারকারী

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii    ● i ও iii    Ⓒ ii ও iii    Ⓓ i, ii ও iii

৫২৯. ইবরাহিম কুরআনে বর্ণিত বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা জানতে চায়। এজন্য তাকে দারস্থ হতে হবে— (প্রয়োগ)

- i. হাদিসের    ii. কুরআনের  
iii. সুন্নাহর

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii    ● i ও iii    Ⓒ ii ও iii    Ⓓ i, ii ও iii

৫৩০. মামুন কুরআন ও হাদিস অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে। এর ফলে সে—(উচ্চতর দৰতা)

- i. পথভ্রষ্ট হবে না    ii. বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে  
iii. সত্য পথে পরিচালিত হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii    ● i ও iii    Ⓒ ii ও iii    Ⓓ i, ii ও iii

৫৩১. রাতুল কুরআন অধ্যয়ন করে যাকাত আদায়ের নির্দেশ পেল। কিন্তু কী পরিমাণ সম্পদের কী পরিমাণ যাকাত দিতে হবে এবং কীভাবে, কাকে দিতে হবে এর কোনো বর্ণনা সে কুরআনে পেল না। এজন্য রাতুলকে জানতে হবে—(প্রয়োগ)

- i. হাদিস    ii. সুন্নাহ    iii. কিয়াস

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii    Ⓐ i ও iii    Ⓒ ii ও iii    Ⓓ i, ii ও iii

৫৩২. ইফাদ সাহেব রাসূল (স)—এর হাদিসের দুটি বাক্যের যিকির করেন। একটি হচ্ছে সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি, দ্বিতীয়টি হচ্ছে সুবহানাল্লাহিল আযিম। বাক্য দুটো তাকে— (উচ্চতর দৰতা)

- i. সম্পদের অধিকারী করবে    ii. আলরাহর নিকট প্রিয় করবে  
iii. পালরার ওজন ভারী করতে সাহায্য করবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii    Ⓑ i ও iii    ● ii ও iii    Ⓓ i, ii ও iii

৫৩৩. কিয়াস শরিয়তের— (অনুধাবন)	iii. হাসিদ কুরআনের ব্যাখ্যা
i. যৌক্তিক উৎস iii. চতুর্থ উৎস	নিচের কোনটি সঠিক? Ⓐ i                      Ⓑ ii                      ● ii ও iii                      Ⓒ i, ii ও iii
নিচের কোনটি সঠিক? Ⓐ i                      Ⓑ ii                      Ⓒ iii                      ● i ও iii	নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৪২ ও ৫৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও : হরিদাস সাবিনা নামে এক মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। সাবিনা হরিদাসের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের শর্তে বিয়েতে সম্মত হয়। হরিদাস শর্ত পূরণ করে সাবিনাকে বিয়ে করে। স্থানীয় মসজিদের ইমাম সাহেব তাদের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত হাদিস পাঠ করে শুনান— “নিশ্চয় সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল।”
৫৩৪. হরিপুর গ্রামের কিছু লোক জুয়া, লটারি ইত্যাদিতে জড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে সেই গ্রামে— (উচ্চতর দরতা)	৫৪২. হাদিসটি কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত? (প্রয়োগ) Ⓐ আবু দাউদ                      Ⓑ তিরমিযি                      ● বুখারি                      Ⓒ মুসলিম
i. সামাজিক বৈষম্য দেখা দেবে iii. অনেকে আত্মহত্যার পথ বেছে নেবে	৫৪৩. ইসলামি শরিয়তে তাদের বিবাহ— (উচ্চতর দরতা)
নিচের কোনটি সঠিক? Ⓐ i ও ii                      Ⓑ i ও iii                      Ⓒ ii ও iii                      ● i, ii ও iii	i. বৈধ ii. পুনরায় সম্পাদনযোগ্য iii. শর্ত সাপেক্ষে বৈধ হয়েছে
৫৩৫. জনাব মাজেদ সুনতে মুয়াক্কাদাহ পালনের পাশাপাশি অনেক অতিরিক্ত সুন্নতও আদায় করে থাকেন। এর ফলে তিনি অর্জন করেবন— (প্রয়োগ)	নিচের কোনটি সঠিক? Ⓐ i ও ii                      ● i ও iii                      Ⓒ ii ও iii                      Ⓓ i, ii ও iii
i. অনেক সুনাম iii. প্রচুর নেক	নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৪৪-৫৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও : মুহিত একজন ব্যবসায়ী। তিনি ওজনে কম দেন না এবং মালে কোনো রূপ ভেজাল মিশান না।
নিচের কোনটি সঠিক? Ⓐ i ও ii                      Ⓑ i ও iii                      ● ii ও iii                      Ⓒ i, ii ও iii	৫৪৪. মুহিতের আচরণে প্রতিফলিত— (প্রয়োগ)

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৩৬ ও ৫৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও : ইমাম সাহেব মুসলিমদের বললেন, পবিত্র কুরআনে প্রথমে যে রূপ বিন্যাস ছিল হযরত আবু বকর (রা) এবং হযরত উসমান (রা)–এর সংকলনের সময়ও সে রূপ বিন্যাস ছিল। এতে কোনো পরিবর্তন হয়নি।	৫৪৫. মুহিত তার কাজের মাধ্যমে শরিয়তের কোন উৎসকে গুরুত্ব দিয়েছেন? (প্রয়োগ)
৫৩৬. ইমাম সাহেব ‘প্রথমে’ বলতে ইঙ্গিত করেছেন— (প্রয়োগ)	● কুরআন ও হাদিস                      Ⓐ কুরআন ও ইজমা Ⓑ হাদিস ও কিয়াস                      Ⓒ ইজমা ও কিয়াস
Ⓐ হেরা গৃহের প্রতি                      Ⓑ বাইতুল ইযাহার প্রতি ● লাওহে মাহফুজের প্রতি                      Ⓒ কাবা গৃহের প্রতি	৫৪৬. এরূপ প কর্মকাণ্ডের ফলে মুহিত পরকালে— (উচ্চতর দরতা)
৫৩৭. এর ফলে মুসলিমরা যে বিষয়টি অবগত হলো—এর বর্তমান বিন্যাস— (উচ্চতর দরতা)	i. শহিদগণের সজ্জা হবেন                      ii. জান্নাতে প্রবেশ করবেন iii. সর্বোচ্চ মর্যাদা পাবেন
i. লাওহে মাহফুজের ন্যায় ii. জিবরাইল (আ)–এর বিন্যাসের ন্যায় iii. সাহাবীগণের বিন্যাসের ন্যায়	নিচের কোনটি সঠিক? Ⓐ i ও ii                      Ⓑ i ও iii                      Ⓒ ii ও iii                      ● i, ii ও iii
নিচের কোনটি সঠিক? Ⓐ i ও ii                      Ⓑ i ও iii                      Ⓒ ii ও iii                      ● i, ii ও iii	নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৪৭ ও ৫৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও : হাফিজ দেখল আল-কুরআনে মদপান হারাম এ কথা রয়েছে কিন্তু হেরোইন হারাম এ কথা কোথাও নেই।
নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৩৮ ও ৫৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও : সোনাপুর গ্রামের হাফিজ সাহেব একজন সমাজসেবক। তিনি তার ছোট ভাইয়ের মৃত্যুর পর তার সকল সম্পদ দখল করে, তার ছেলেমেয়েদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেন।	৫৪৭. হেরোইন হারাম কিনা তা জানতে চাইলে হাফিজকে অনুসরণ করতে হবে— (উচ্চতর দরতা)
৫৩৮. হাফিজ সাহেবের আচরণের মাধ্যমে অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে কারদের? (প্রয়োগ)	i. ইজমা                      ii. কিয়াস iii. বিচার বুদ্ধির
Ⓐ অসহায়দের                      Ⓑ বধিষ্ঠদের ● ইয়াতিমদের                      Ⓒ প্রতিবেশীদের	নিচের কোনটি সঠিক? Ⓐ i ও ii                      Ⓑ i ও iii                      ● ii ও iii                      Ⓒ i, ii ও iii
৫৩৯. হাফিজ সাহেবের কাজটি— (উচ্চতর দরতা)	৫৪৮. এর ফলে হাফিজ উপনীত হবে— (উচ্চতর দরতা)
● কুরআনের পরিপন্থী                      Ⓐ হাদিসের পরিপন্থী Ⓑ কিয়াসের                      Ⓒ ইজমার পরিপন্থী	i. সঠিক সিদ্ধান্তে ii. সমস্যা সমাধানে iii. স্বার্থ সংরক্ষণে
নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৪০ ও ৫৪১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও : “রাসূল (স) তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর আর যা নিষেধ করেন তা বর্জন কর।”	নিচের কোনটি সঠিক? ● i ও ii                      Ⓐ i ও iii                      Ⓑ ii ও iii                      Ⓒ i, ii ও iii
৫৪০. এই আয়াতটি কোন সূরা থেকে নেয়া হয়েছে? (প্রয়োগ)	
Ⓐ সূরা তা-হা                      Ⓑ সূরা আন-নাস Ⓒ সূরা আল-ইমরান                      ● সূরা আল-হাশর	
৫৪১. এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে— (উচ্চতর দরতা)	
i. হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় ii. হাদিস ইসলামি শরিয়তের উৎস	

## ■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

### প্রশ্ন- ১ ▶▶

শরিয়তের প্রথম উৎস : আল কুরআন

শিবক মহোদয় শ্রেণিতে ইসলাম শিবা পড়াতে গিয়ে বলেন যে, মহান আলরাহতায়াল্লা মানবজাতিকে হেদায়েত করার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবি ও রাসুল প্রেরণের পাশাপাশি তাঁদের ওপর ১০৪ খানা আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন। তবে নাজিলের বেত্রে অন্যান্য আসমানি কিতাবের সাথে পবিত্র কুরআন শরিফের বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, ‘পবিত্র কুরআন হচ্ছে সর্বশেষ, সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বজনীন ও সন্দেহমুক্ত একটি মহাগ্রন্থ’। [স. বো. ‘১৬]

- ক. আল-কুরআন কোথায় সংরক্ষিত ছিল? ১
- খ. খতমে নবুয়ত বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. নাজিলের বেত্রে অন্যান্য আসমানি কিতাবের সাথে আল-কুরআনের বিশেষ পার্থক্য বলতে শিবক কী বুঝাতে চেয়েছেন- ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. শিবকের সর্বশেষ উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

### ১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. আল-কুরআন লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত ছিল।

খ. খাতামুন শব্দের অন্যতম অর্থ সিলমোহর। কোনো কিছুতে সিলমোহর তখন অঙ্কিত করা হয় যখন তা পূর্ণ হয়ে যায়। সিলমোহর লাগানোর পর তাতে কোনো কিছু প্রবেশ করানো যায় না। নবুয়তের সিলমোহর হলো নবুয়তের পরিসমাপ্তির ঘোষণা। নবুয়তের দায়িত্বের পরিসমাপ্তি ঘোষণা। অর্থাৎ নতুনভাবে কোনো ব্যক্তি নবি হতে পারবে না এবং নবুয়তের ধারায় প্রবেশ করতে পারবে না। এটাই হলো খতমে নবুয়তের মূল কথা।

গ. নাজিলের বেত্রে অন্য আসমানি কিতাবের সাথে কুরআনের বিশেষ পার্থক্য বলতে শিবক বোঝাতে চেয়েছেন পবিত্র কুরআন ছাড়া বাকি যে ১০৩ খানা আসমানি কিতাব রয়েছে তা কিন্তু নবি-রাসুলদের ওপর একত্রে পূর্ণাঙ্গ আকারে নাজিল হয়েছে। পবিত্র কুরআন হলো এর ব্যতিক্রম। এটি দীর্ঘ তেইশ বছরে অল্প অল্প করে অবস্থার আলোকে, প্রয়োজন ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মহানবি (স)-এর ওপর নাজিল হয়। প্রথমে এটি লাওহে মাহফুজ বা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ ছিল। এরপর মহান আলরাহ কদরের রাতে প্রথম আসমানের ‘বাইতুল ইযাহা’ নামক স্থানে পবিত্র কুরআন একত্রে নাজিল করেন। এরপর বিভিন্ন সময় প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং অবস্থার আলোকে বা কোনো তাৎপর্যক ঘটনা ঘটনাকে কেন্দ্র করে কখনো পাঁচ আয়াত, কখনো দশ আয়াত, কখনো আয়াতের অংশবিশেষ, আবার কখনো একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা নাজিল হতো। শিবক মহোদয় এ বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছেন।

ঘ. পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাতে গিয়ে শিবক যে বক্তব্য পেশ করেছেন তা অত্যন্ত যৌক্তিক, বাস্তব এবং তথ্যনির্ভর। পবিত্র কুরআন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ। এরপরে আর কোনো আসমানি গ্রন্থ নাজিল হবে না এবং হওয়ার প্রয়োজনও নেই। কারণ কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সবকিছুর বর্ণনা ও দিকনির্দেশনা এখানে রয়েছে। যেমন এ মহাগ্রন্থটি যে নবির ওপর নাজিল হয় তিনিও সর্বশেষ নবি। কাজেই পবিত্র কুরআন একটি সর্বজনীন কিতাব। এই আলোকে এটি একটি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব। এছাড়াও এর আরও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি একটি অপরিবর্তনীয়, অবিকৃত ও সন্দেহমুক্ত কিতাব। মহান আলরাহ স্বয়ং এর রবার দায়িত্ব নিয়েছেন। যেমন আলরাহ বলেছেন- “ইন্না-নাহনু নাযযালনায যিকরা ওয়া ইন্না-লাহু লাহাফিয়ুন”

অর্থ : আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই এর সংরক্ষক।” (সূরা আল-হিজর আয়াত ৯)। এদিক থেকেও পবিত্র কুরআন একটি সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এসব বিবেচনায়ই উদ্দীপকে শিবক বলেন, ‘পবিত্র কুরআন হচ্ছে সর্বশেষ, সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বজনীন ও সন্দেহমুক্ত একটি মহাগ্রন্থ’।

### প্রশ্ন- ২ ▶▶

শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস: সুন্নাহ

সৌরভ একটি আলোচনা সভায় এক বক্তাকে বলতে শুনল যে, মানবজীবনে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের জন্য শুধুমাত্র কুরআন জানা ও মানা আবশ্যিক। হাদিসের অনুসরণ প্রয়োজন নেই। বক্তব্য শুনে সে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে স্থানীয় এক ইমাম সাহেবকে বললে তিনি সূরা আল-হাশরের ৭নং আয়াতখানা পাঠ করে এর অর্থ ও ব্যাখ্যা শুনিয়ে দেন। অর্থ “রাসুল তোমাদের যা প্রদান করেন তা তোমরা গ্রহণ কর। আর যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।” [স. বো. ‘১৫]

- ক. শরিয়তের তৃতীয় উৎস কী? ১
- খ. কিয়াসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. আলোচনা সভার বক্তার বক্তব্যটি ইসলামের দৃষ্টিতে কিরূপ? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ইমাম সাহেবের বক্তব্যের যথার্থতা পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

### ২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. শরিয়তের তৃতীয় উৎস হলো আল-ইজমা।

খ. ইসলামি শরিয়তের পূর্ণাঙ্গতার জন্য কিয়াসের গুরুত্ব অপরিসীম। কিয়াস ইসলামি শরিয়তের অন্যতম উৎস। ইজমার পরই এর স্থান। মানবজীবন ও সমাজ সতত পরিবর্তনশীল। পরিবর্তন ও বিবর্তনের ধারায় জগতে নতুন নতুন সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটে। ফলে নতুন নতুন জিজ্ঞাসা, সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি হয়, এ সমস্ত সমস্যার সমাধান সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোকেই করতে হয়। কুরআন ও হাদিসে শরিয়তের বিষয়গুলো এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যেন এগুলোর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সর্বযুগে সর্বকালে সমস্ত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়। আর এ পদ্ধতির নামই কিয়াস। সুতরাং শরিয়তের পূর্ণাঙ্গতার জন্য কিয়াস অপরিহার্য।

গ. আলোচনা সভার বক্তার বক্তব্যটি ইসলামের দৃষ্টি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক যা কুফরির শামিল। কেননা ইসলামি শরিয়তে হাদিসের গুরুত্ব অপরিসীম। হাদিস হলো শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস। এটিও এক প্রকার ওহি। মহানবি (স) আলরাহর তায়ালার নির্দেশনা প্রাপ্ত হয়েই মানুষকে নানা বিষয়ের নির্দেশনা প্রদান করতেন। রাসুল (স) এর এসব বাণী বা কর্মই হাদিস। সুতরাং কুরআনের বিধিবিধান সুস্পষ্টভাবে অনুসরণের জন্য হাদিস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রকৃতপক্ষে, কুরআন ও হাদিস ইসলামি শরিয়তের সর্বপ্রধান দুটি উৎস। এগুলো মানুষকে সত্য, ন্যায় ও শান্তির পথে পরিচালনা করে। এ দুটোর শিবা ও আদর্শ ত্যাগ করলে মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। যেমনটি আমরা উদ্দীপকের আলোচনা সভার বক্তার বক্তব্যে দেখতে পাই। বক্তা মানবজীবনে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের জন্য হাদিসকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র কুরআনকেই জানা ও মানা আবশ্যিক বলে মনে করেন। তার এ ধারণা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক যা কুফরির শামিল। হাদিসকে বাদ দিয়ে শুধু কুরআন অনুসরণ করলে মূলত কুরআনকেই অস্বীকার করা হয়। উপরোল্লিখিত আলোচনার দ্বারা এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে উদ্দীপকে আলোচনা সভার বক্তার বক্তব্যটি সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক যা কুফরির শামিল।

**ঘ** ইমাম সাহেবের বক্তব্যের দ্বারা মানবজীবনে হাদিসের প্রয়োজনীয়তা বুঝানো হয়েছে, যা অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। মহানবি (স) এর বাণী, কর্ম ও তাঁর সমর্থিত রীতিনীতিই হলো হাদিস। সুতরাং রাসুলুল্লাহ (স) এর বাণী ও কাজের অনুসরণ করা আবশ্যিক। রাসুলুল্লাহ (স)-এর আনুগত্য করলে প্রকারান্তরে আল্লাহ তায়ালাই আনুগত্য করা হয়। আল্লাহ তায়ালা এতে সন্তুষ্ট হন। উদ্দীপকের ইমাম সাহেব এজন্যই হাদিসের প্রয়োজনীয়তার কথা সৌরভের নিকট তুলে ধরেন। কুরআনের বিধিবিধান সুস্পষ্টরূপে অনুসরণের জন্য হাদিস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নিম্নের উদাহরণের মাধ্যমে আমরা আরও ভালোভাবে বিষয়টি বুঝতে পারি। যেমন- কুরআন মজিদে সালাত কয়েম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কীভাবে, কোন সময়, কত রাকাত সালাত আদায় করতে হবে তার বিস্তারিত দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়নি। রাসুলুল্লাহ (স) হাদিসের দ্বারা আমাদের তার নিয়ম-কানুন সূক্ষ্মতাসূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করেছেন। ফলে আমরা যথাযথভাবে সালাত আদায় করতে পারছি। এজন্য আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

অর্থ: রাসুল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর। আর যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক। (সূরা আল-হাশর, আয়াত ৭)

মহানবি (স): স্বয়ং হাদিসের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন,

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا مَسَسَكُمُ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ -

অর্থ : আমি তোমাদের মধ্যে দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি যতদিন তোমরা এ দুটোকে আঁকড়ে থাকবে ততদিন পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) এবং অপরটি তাঁর রাসুলের সুন্নাহ। (মুয়াত্তা) সুতরাং মানবজীবনের আল-কুরআনের পাশাপাশি মহানবি (স) এর হাদিসের প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য।

#### প্রশ্ন- ৩ ▶▶

সূরা আদ-দুহা, সূরা আল-মাউন

জনাব মুরাদ একজন ধার্মিক ও ধনী লোক। ইসলামের বিধিবিধানগুলো পালনের সাথে সাথে তিনি প্রচুর দান-খয়রাতও করেন। তার বাড়িতে ইয়াতিম ও ভিক্ষুক আসলে তিনি তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করেন এবং তাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেন। অন্যদিকে মিসেস আলেয়ার কাছে কেউ গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় জিনিস চাইতে আসলে তিনি থাকা সত্ত্বেও তা দিতে অস্বীকার করেন। [স. বো. '১৫]

- ক. সূরা আততীন কোথায় অবতীর্ণ হয়? ১
- খ. তাকরিরি হাদিস কাকে বলে? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. কোন সূরার শিবির প্রভাবে জনাব মুরাদ এরূপ দানশীল হয়েছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. মিসেস আলেয়ার এরূপ কর্মকাণ্ড সূরা আল-মাউনের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

#### ৩ নং প্রশ্নের উত্তর ✍

**ক** সূরা আততীন মক্কা অবতীর্ণ হয়।

**খ** রাসুলুল্লাহ (স)-এর অনুমোদনসূচক হাদিসই হলো তাকরিরি হাদিস। অর্থাৎ সাহাবিগণ রাসুলুল্লাহ (স) এর সামনে কোনো কথা বলেছেন কিংবা কোনো কাজ করেছেন কিন্তু রাসুলুল্লাহ (স) তা নিজে করেননি এবং তাতে বাধাও দেননি বরং মৌনতা অবলম্বন করে তাকে সম্মতি বা অনুমোদন দিয়েছেন। এরূপ অবস্থা বা বিষয়ের বর্ণনা যে হাদিসে এসেছে সে হাদিসকে তাকরির বা সম্মতিসূচক হাদিস বলা হয়।

**গ** সূরা আদ-দুহা শিবির প্রভাবে জনাব মুরাদ এরূপ দানশীল হয়েছেন। সূরা আদ-দুহা থেকে আমরা শিবা লাভ করি যে, আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের কখনোই পরিত্যাগ করেন না। তিনিই তাঁদের সকল বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন। পরকালে তিনি তাঁদের সকল কল্যাণময় জীবন দান করবেন। তাই ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তিদের উচিত গরিব-দুঃখী, ইয়াতিম ও ভিক্ষুকদের কল্যাণ করা। অভাবী, সাহায্যপ্রার্থী, ইয়াতিমদের প্রতি কঠোর হওয়া যাবে না, তাদের গালমন্দ কিংবা মারধর করা যাবে না এবং তাঁদের ধমকও দেওয়া যাবে না। বরং তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে। দুনিয়ার সকল কল্যাণ ও নিয়ামত আল্লাহ তায়ালা দান। এসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সকলের কর্তব্য।

উদ্দীপকের জনাব মুরাদের ঘরের দরজায় ইয়াতিম, গরিব, মিসকিন, অনাথ, অভাবগ্রস্ত, ভিক্ষুক আসলে তিনি তাদের সাথে এমন সুন্দর, সুমধুর ও কোমল ব্যবহার করেন যেন তারা তার ঘরের লোক। এসব ইয়াতিম ও গরিবদের তিনি পর্যাপ্ত পরিমাণে দান-সদকা করে তাদের প্রয়োজন পূরণ করেন। উপরোল্লিখিত পর্যালোচনার দ্বারা একথা নির্দিষ্ট বলা যায় যে, জনাব মুরাদ সূরা আদ-দুহা শিবির প্রভাবে এরূপ দানশীল হয়েছেন।

**ঘ** মিসেস আলেয়ার কাছে কেউ গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় জিনিস চাইতে আসলে কাছে থাকা সত্ত্বেও তা দিতে অস্বীকার করা মূলত সূরা আল-মাউনের আলোকে কুফরি ও মুনাফিকী। কাফির ও মুনাফিকরা তাদের অন্তরে কুফর ও নিফাক লুকিয়ে রাখার সত্ত্বেও তাদের কর্মকাণ্ডে তা প্রকাশ পেয়ে যায়। তারা বিচার দিবস অস্বীকারকারী। ইয়াতিম দুস্থদের সাহায্য করার পরিবর্তে তাদের সাথে অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করে। নিষ্ঠুরভাবে তাদের তাড়িয়ে দেয়। প্রয়োজনীয় কোনো জিনিস তাদের নিকট চাইতে আসলে তা তার নিকট থাকা সত্ত্বেও দিতে অস্বীকার করে। তারা সালাত সম্পর্কেও উদাসীন থাকে। যেমনটি আমরা উদ্দীপকের আলেয়ার মধ্যে দেখতে পাই। আলেয়ার নিকট কোনো প্রয়োজনীয় জিনিস কেউ চাইতে আসলে তার কাছে থাকা সত্ত্বেও তা দেয় না। তার এ ধরনের কর্মকাণ্ড মূলত কাফির ও মুনাফিকদের কাজের ন্যায়। যা সূরা আল-মাউনে বর্ণিত হয়েছে। তার এ ধরনের কাজের জন্য দুনিয়াতে সে পদেপদে লাঞ্চিত হবে এবং আখিরাতেও মর্মলতুদ শাস্তি ভোগ করবে। সে যদি মুক্তি পেতে চায় তাহলে তাকে সূরা মাউনের শিবা কাজে লাগিয়ে পূর্বের কর্মকাণ্ডের জন্য আল্লাহর দরবারে তওবা করতে হবে। ইয়াতিম ও দুস্থদের তাড়িয়ে দেওয়া নয়, বরং তাদের যথাসম্ভব সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে।

#### প্রশ্ন- ৪ ▶▶

শরিয়তের আহকাম সংক্রান্ত পরিভাষা

কবির ও খবির দুই বন্ধু হালাল ও হারাম নিয়ে আলোচনা করছিল। কবির বলে মহানবি বলেছেন, হালাল ও হারাম স্পষ্ট। খবির বলে এখনও অনেক মানুষ আছে যারা হালাল ও হারাম সম্পর্কে অজ্ঞ। তাইতো তারা বিবাহে যৌতুক গ্রহণ করে।

[ঝালকাঠি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

- ক. হালাল শব্দের অর্থ পাঠ্যবইয়ে কয়টি আছে? ১
- খ. হারাম বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. খবির মিয়ার কথার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. কবির মিয়ার কথাটির মূল্যায়ন কর। ৪

#### ৪ নং প্রশ্নের উত্তর ✍

**ক** হালাল শব্দের পাঁচটি অর্থ পাঠ্যবইয়ে রয়েছে।

**খ** যে সকল কাজ বা বস্তু কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট নির্দেশে অবশ্য পরিত্যাজ্য, বর্জনীয় তাকে হারাম বলে। হারাম অর্থ নিষিদ্ধ, মন্দ, অসঙ্গত, অপবিত্র ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুল (স) যেসব কাজ করতে বা যেসব বস্তু ব্যবহার সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন সেসব কাজ বা বস্তু মানুষের জন্য হারাম।



**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত খবির মিয়ার কথা সঠিক। হালাল অর্থ বৈধ, সিন্ধ, আইনানুগ বা অনুমোদিত। এছাড়া পবিত্র, গ্রহণযোগ্য ইত্যাদি অর্থেও হালাল শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ইসলামি পরিভাষায় যেসকল বিষয়ের বৈধ হওয়া কুরআন হাদিস দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত, শরিয়ত তাকে হালাল বলে আর হারাম হলো হালালের বিপরীত। উদ্দীপকের খবিরের বক্তব্য হলো অনেক মানুষ আছে যাদের হালাল হারামের জ্ঞান নেই। তারা হারাম কাজ করলেও বুঝতে পারে না যে সে হারাম কাজ করেছে। ফলে যৌতুক যে হারাম তা তারা জানে না। ফলে আনন্দচিন্তে যৌতুক গ্রহণ করে। এজন্য আলরাহ তায়াল্লা জ্ঞান অর্জন করা ফরয করে দিয়েছেন। যদি তাদের হালাল হারামের জ্ঞান থাকত তাহলে তারা হারাম কাজ থেকে বিরত থাকতে পারত। তাই হালাল-হারাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা সকলের কর্তব্য। আর এ সম্পর্কে খবির মিয়ার বক্তব্য যথার্থ হয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত কবির মিয়ার কথাটি যথাযথ হয়েছে।  
যে সকল বিষয়ে বৈধ হওয়া কুরআন-হাদিস দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত, শরিয়তে তাকে হালাল বলা হয়। হালাল কথা, কাজ বা বস্তুত সবই হতে পারে। আর যে সকল কাজ বা বস্তু কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট নির্দেশে অবশ্য পরিত্যাজ্য, বর্জনীয় তাকে হারাম বলে। উদ্দীপকে উল্লিখিত কবির ও খবির দুই বন্ধু। তারা হালাল ও হারাম সম্পর্কে আলোচনা করছিল। কবির বলেন মহানবি (স) বলেছেন, হালাল-হারাম স্পষ্ট। কবিরের কথাটি সঠিক। কেননা আলরাহ তায়াল্লা পৃথিবীতে হালাল ও হারাম সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। পৃথিবীতে হালাল জিনিস বা বস্তু অগণিত। এর কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। শরিয়তের ভাষ্যমতে প্রত্যেক বিষয় মুবাহ বা বৈধ। তবে এর বিপরে কুরআন ও হাদিসে যদি কোনো নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যায় তবে তা হারাম। সুতরাং, বুঝা গেল হালালের সংখ্যা অগণিত। আর হারাম বস্তুর সংখ্যা সীমিত। এসব হালাল ও হারাম বিষয়গুলো চিনে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কেননা হালালকে হারাম মনে করা ও হারাম বিষয়কে হালাল বলে বিশ্বাস করা কুফর। সুতরাং, আমাদের উচিত হালাল জিনিস গ্রহণ করা, হারাম জিনিস বর্জন করা।

#### প্রশ্ন- ৫ ▶▶

ইজমা

মহানবি (স)-এর ইহ্তিকালের পর খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগে যদি এমন কোনো সমস্যা দেখা দিত যার সমাধান কুরআন ও সুন্নাহতে পাওয়া যেত না, তখন তাঁরা প্রধান প্রধান সাহাবির মতামত নিয়ে তার সমাধান করতেন। হযরত উমর (রা)-এর যুগে অনেক বিষয়ে সাহাবিদের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাবৈগগণের যুগেও এ পদ্ধতিতে নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করা হতো। [মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

- |   |   |
|---|---|
| ক. 'সুন্নাহ' অর্থ কী?   | ১ |
| খ. ইসলামি শরিয়তের চতুর্থ উৎসটির বর্ণনা দাও।                              | ২ |
| গ. আমাদের ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপকে উল্লিখিত পদ্ধতির প্রভাব ব্যাখ্যা কর।   | ৩ |
| ঘ. উদ্ভূত অংশে যে পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, সে পদ্ধতির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

#### ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সুন্নাহ অর্থ রীতিনীতি।

**খ** ইসলামি শরিয়তের চতুর্থ উৎস হচ্ছে কিয়াস। কিয়াস অর্থ অনুমান করা, তুলনা করা, পরিমাপ করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, কুরআন ও সুন্নাহর আইন বা নীতির সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে পরবর্তীতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দেওয়াকে কিয়াস বলে।

**গ** আমাদের ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপকে উল্লিখিত পদ্ধতি তথা ইজমার গুরুত্ব অপরিসীম। ইজমার আভিধানিক অর্থ হলো একমত হওয়া, ঐক্যবদ্ধ হওয়া, মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। ব্যবহারিক অর্থে কোনো বিষয় বা কথায় ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলে। ইসলামি পরিভাষায়, শরিয়তের কোনো বিষয়ে একই যুগের মুসলিম উম্মতের পুণ্যবান মুজতাহিদগণের ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলা হয়। ইজমা আলরাহ তায়াল্লা প্রদত্ত মুসলমানদের জন্য এক বিশেষ মর্যাদা ও নিয়ামত। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়ের প্রভাব লব করা যায়। যেমন : নামাজের মধ্যে মোবাইল বেজে উঠলে কী করণীয় তা মূলত ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয়েছে। অনুরূপ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার সম্পর্কিত বিধানগুলো ইজমার মাধ্যমেই নির্ধারণ করা হয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকের উদ্ভূত অংশে ইজমার কথা বলা হয়েছে। ইসলামি শরিয়তে ইজমার ভূমিকা অপরিসীম।

ইজমা শরিয়তের তৃতীয় উৎস। ইজমা শব্দের অর্থ একমত হওয়া, ঐক্যবদ্ধ হওয়া, মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। ব্যবহারিক অর্থে কোনো বিষয় বা কথায় ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলে। ইসলামি পরিভাষায় শরিয়তের কোনো বিষয়ে একই যুগের মুসলিম উম্মতের পুণ্যবান মুজতাহিদগণের ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলা হয়। ইজমা মহানবি (স)-এর পরবর্তী যে কোনো যুগে হতে পারে। ইসলামি শরিয়তে ইজমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল-কুরআন ও হাদিসের পরই এর স্থান। এটি শরিয়তের তৃতীয় উৎস ও অকাট্য দলিল। আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদিস দ্বারা ইজমার বৈধতা প্রমাণিত। সাধারণভাবে ইজমার ভিত্তিতে প্রণীত বিধানের ওপর আমল করা ওয়াজিব। ইজমার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল (স) বলেন, আলরাহ তায়াল্লা আমার উম্মতকে নিশ্চয়ই গোমরাহির ওপর জমায়েত করবেন না। আলরাহর হাত (রহমত ও সাহায্য) দলবদ্ধ থাকার ওপর রয়েছে। যে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে (অবশেষে) দোযখে যাবে। (তিরমিযি)। ইজমা দ্বারা নির্ধারিত বিষয় অকাট্য দলিল হিসেবে সাব্যস্ত। সুতরাং, আমাদের উচিত ইজমা দ্বারা নির্ধারিত বিষয়ের ওপর আমল করা।

#### প্রশ্ন- ৬ ▶▶

তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য

জুমুআর সালাতে আশফাক সাহেব ইমামকে খুতবায় বলতে শুনলেন, “যে ঘরে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, আসমানবাসীদের নিকট সে ঘরটি এমন উজ্জ্বল দেখায় যেমন জমিনবাসীদের নিকট নবত্রাজি উজ্জ্বল দেখায়।” হাদিসটি শোনার পর তিনি প্রতিদিন নিজ ঘরে কুরআন তিলাওয়াত করেন। [দিনাজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

- |  |   |
|--|---|
| ক. তিলাওয়াত অর্থ কী?  | ১ |
| খ. নাযিরা তিলাওয়াত বলতে কী বোঝায়?  | ২ |
| গ. নাযিরা তিলাওয়াতে আশফাক সাহেব আর কী কী ফজিলত লাভ করবেন? ব্যাখ্যা কর।        | ৩ |
| ঘ. খুতবায় শ্রবণকৃত হাদিসটি কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব প্রকাশ করে- বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

#### ৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** তিলাওয়াত শব্দের অর্থ পাঠ করা।

**খ** আল-কুরআন দেখে পড়াকে নাযিরা তিলাওয়াত বলা হয়। কুরআন মজিদ মুখস্থ পড়া যায়, আবার দেখে দেখেও তিলাওয়াত করা যায়। কুরআন মজিদ

শিখতে হলে প্রথমে দেখে দেখে পাঠ করতে হয়। দেখে দেখে কুরআন তিলাওয়াত করা উত্তম কাজ।

**গ** নাযিরা তিলাওয়াতে আশফাক সাহেব আলরাহ তায়ালায় সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভ করতে পারেন। আল-কুরআনের নাযিরা তিলাওয়াতের ফজিলত অত্যন্ত বেশি। এর প্রতিটি হরফ তিলাওয়াতেই নেকি পাওয়া যায়। নাযিরা তিলাওয়াতে একটি হরফ পাঠ করলে দশগুণ পরিমাণ নেকি লাভ করা যায়। কুরআন তিলাওয়াত হলো উত্তম ইবাদত। এটি তিলাওয়াতকারীর মর্যাদা সমুন্নত করে। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে বান্দা আলরাহ তায়ালায় সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। এর মাধ্যমে অন্তর পরিশুদ্ধ হয়। মানুষ নৈতিক ও মানবিক গুণাবলিতে উদ্ভাসিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, কুরআনের নাযিরা তিলাওয়াতের দ্বারা আশফাক সাহেব দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা লাভ করতে পারে।

**ঘ** খুতবায় শ্রবণকৃত হাদিসটিতে কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আল-কুরআন মহান আলরাহর বাণী। এটি মানুষের প্রতি আলরাহর এক বিশেষ নিয়ামত। তাই হালকাভাবে আল-কুরআন পাঠ করলেই চলবে না। বরং একে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তিলাওয়াত করতে হবে। এর মর্মার্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে। এতে বর্ণিত বিষয়াদি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করতে হবে। তাহলে আমরা আল-কুরআনের জ্ঞান ও শিবা আয়ত্ত করতে পারব। মহান আলরাহ তায়ালা আমাদেরকে চিন্তা-গবেষণা সহকারে কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন। সর্বোপরি, আল-কুরআন সহিহ-শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে পাঠ করাও অত্যাবশ্যক, ভুল বা অসুন্দর সুরে তিলাওয়াত করলে গুনাহ হয়। তাই বলা যায় যে, খুতবায় শ্রবণকৃত হাদিসটিতে কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

#### প্রশ্ন- ৭ ▶▶

শরিয়তের উৎসসমূহ

রফিক ও কুদ্দুস দুই বন্ধু শরিয়তের বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছিল। কুদ্দুস বলল, শরিয়ত অনুসরণের জন্য আল-কুরআনই যথেষ্ট। রফিক তখন তাকে বলল, ‘সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস অনুসরণের জন্যও আল-কুরআনের নির্দেশনা রয়েছে। সুতরাং এসবের অনুসরণ করাও জরুরি।’ [সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর]

- |  |   |
|--|---|
| ক. শরিয়তের তৃতীয় উৎস কোনটি?                                  | ১ |
| খ. সুন্নাহ বলতে কী বোঝায়?                                     | ২ |
| গ. কুদ্দুসের উক্তিটি শরিয়তের আলোকে ব্যাখ্যা কর।               | ৩ |
| ঘ. রফিকের বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? উত্তরের পরে যুক্তি দাও। | ৪ |

#### ৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** শরিয়তের তৃতীয় উৎস হলো ইজমা।

**খ** ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস হলো সুন্নাহ বা হাদিস। সুন্নাহ অর্থ রীতিনীতি। ইসলামি পরিভাষায় মহানবি (স)-এর বাণী, কর্ম ও তাঁর সমর্থিত রীতিনীতিকে সুন্নাহ বলে। সুন্নাহকে হাদিস নামেও অভিহিত করা হয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যাস্বরূপ।

**গ** কুদ্দুসের উক্তিটি সঠিক নয়। কারণ শরিয়ত অনুসরণের জন্য শুধু পবিত্র কুরআনই যথেষ্ট নয়, বরং আল-কুরআনের পাশাপাশি হাদিস অনুসরণ করাও আবশ্যিক। এমনকি প্রয়োজনীয় বেদে ইজমা ও কিয়াসের অনুসরণও জরুরি। শরিয়তের উৎস চারটি। যথা : ১. কুরআন; ২. সুন্নাহ; ৩. ইজমা; ৪. কিয়াস। ইসলামি শরিয়তের পূর্ণাঙ্গতার জন্য এগুলোর প্রত্যেকটির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। অথচ উদ্দীপকের কুদ্দুস বলেছে, শরিয়ত অনুসরণের জন্য আল-

কুরআনই যথেষ্ট। তার এ উক্তিটি কুরআন ও হাদিসের পরিপন্থী। সূরা আল-হাশরের ৭নং আয়াতে আলরাহ বলেন, ‘রাসুল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর। আর যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।’ সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের পাশাপাশি হাদিস অনুসরণ করাও জরুরি। এমনভাবে কুরআন ও হাদিসের অন্যান্য বর্ণনার মাধ্যমে ইজমা ও কিয়াসের আবশ্যিকতাও প্রমাণিত হয়। অতএব বলা যায়, কুদ্দুসের উক্তিটি সঠিক নয়। বরং কুরআন ও হাদিসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

**ঘ** রফিকের বক্তব্য সঠিক হওয়ায় আমি তার সাথে সম্পূর্ণ একমত।

আলরাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে শরিয়তের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান ও মূলনীতি অত্যন্ত সর্বিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। মহানবি (স) সেগুলোর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অনেক বেদে নিজে আমল করার দ্বারা এসব বিধান হাতে-কলমে শিবা দেন। মহানবি (স)-এর এসব বাণী ও কর্মই হাদিস। সুতরাং কুরআনের বিধি-বিধান অনুসরণের জন্য হাদিস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সাহাবিগণ নতুন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে এবং কুরআন ও হাদিসে তার সমাধান খুঁজে না পেলে বিশিষ্ট সাহাবিগণের মতামত নিয়ে ঐক্যমতের ভিত্তিতে অর্থাৎ ইজমার মাধ্যমে তার সমাধান দিতেন।

শরিয়ত অনুসরণের জন্য উদ্দীপকের কুদ্দুস আল-কুরআন যথেষ্ট মনে করায় রফিক বলল, ‘সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের অনুসরণের জন্যও আল-কুরআনের নির্দেশনা রয়েছে। সুতরাং এসবের অনুসরণ করাও জরুরি।’

মহানবি (স) যখন হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা)-কে ইয়েমেনের বিচারক হিসেবে প্রেরণ করেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, যখন কোনো সমস্যার উদ্ভব হবে তখন তুমি কীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে? হযরত মুআয (রা) বললেন, আলরাহর কিতাব অনুসারে। রাসুল (স) বললেন, যদি আলরাহর কিতাবে না পাও তাহলে, তিনি বললেন, নবির সুন্নাহ মোতাবেক। রাসুল (স) বললেন, যদি তাতেও না পাও, হযরত মুআয (রা) বললেন, তাহলে আমি আমার বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত প্রদান করব। তাঁর উত্তরে মহানবি বললেন, সকল প্রশংসা আলরাহর জন্য যিনি তাঁর রাসুলের দূত দ্বারা এমন উত্তর প্রদান করালেন যাতে তাঁর রাসুল সন্তুষ্ট।

মহানবি (স)-এর অত্র হাদিসে কিয়াস বা গবেষণার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। উপরিউক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের পাশাপাশি হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের অনুসরণ আবশ্যিক। সুতরাং রফিকের বক্তব্যের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত।

#### প্রশ্ন- ৮ ▶▶

আল-কুরআন

কুরআন মজিদ অবতরণ সম্পর্কে মেহরাব তার ধর্মীয় শিবককে জিজ্ঞাসা করলে শিবক বললেন, কুরআন মজিদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ। এটি মহানবি (স)-এর ওপর দীর্ঘ ২৩ বছর যাবত অবতীর্ণ হতে থাকে। এ সম্মানিত গ্রন্থটি অবতীর্ণ হয়েছে সমগ্র বিশ্বের সর্বকালের মানুষের জন্য। আলরাহ বলেন, ‘আমি আপনার প্রতি যে কিতাব নাজিল করেছি তা প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ।’

[সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা]

- |   |   |
|---|---|
| ক. মহাগ্রন্থ আল-কুরআন কোথায় সংরক্ষিত ছিল?  | ১ |
| খ. ‘আল-কুরআন সমগ্র বিশ্বের সর্বকালের মানুষের জন্য হিদায়াত স্বরূপ’ - বুঝিয়ে লেখ।       | ২ |
| গ. উদ্দীপকে আলোচিত গ্রন্থটি মেহরাবের ব্যবহারিক জীবনে কী প্ৰভাব ফেলতে পারে? ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সর্বশেষ বাণীটির সাথে তুমি কি একমত?                                   |   |

## ৮ নং প্রশ্নের উত্তর ✎

**ক** মহাগ্রন্থ আল-কুরআন লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত ছিল।

**খ** আল-কুরআন সমগ্র বিশ্বের সর্বকালের মানুষের জন্য। এটি কোনো দেশ, কাল বা জাতির জন্য সীমাবদ্ধ নয়। বরং সকল যুগের সব মানুষের জন্য এটি উপদেশ ও পথনির্দেশক। কুরআনের শিবা কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তাছাড়া পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবের সারনির্ঘাসও কুরআনে রয়েছে। তাই বলা যায়, আল-কুরআন সব দেশের, সব সময়ের, সব মানুষের।

**গ** উদ্দীপকে আলোচিত গ্রন্থটি হলো আল-কুরআন, যা মেহরাবের ব্যবহারিক জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে। আমরা জানি, মানবজীবনকে নৈতিক ও আদর্শিক পথে পরিচালনা করতে আল-কুরআন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আল-কুরআন মানুষকে আল্লাহ তায়ালার সন্তা, গুণাবলি, বমতা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। তাছাড়া কুরআনের বর্ণনা দ্বারা মানুষ পরকাল, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। আর এসব বিষয়ের জ্ঞান মানুষকে সত্য ও সুন্দর জীবন গঠনে অনুপ্রাণিত করে। তাই উদ্দীপকের মেহরাবের উচিত আল-কুরআন অধ্যয়ন করে এর শিবা অনুসারে নিজের জীবন গড়া। কেননা আল-কুরআন মানুষকে সব ধরনের কল্যাণের পথনির্দেশ করে এবং অনৈতিক ও অন্যায় কার্যাবলি থেকে বিরত রেখে মানুষকে সৎ ও মানবিক জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত করে। সুতরাং মেহরাবের ব্যবহারিক জীবনে আল-কুরআনের অনুসরণ অপরিহার্য। আল-কুরআন অনুসরণে জীবন পরিচালনা করলে তার জীবন হবে নীতিনির্ভরকতামণ্ডিত, সুন্দর ও শান্তিময়।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত সর্বশেষ বাণীটি যেহেতু মহান আল্লাহর, তাই সজ্ঞাত কারণে আমি বাণীটির সাথে সম্পূর্ণ একমত। আল্লাহ তায়ালার মানবজাতির হিদায়াতের জন্য মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ করেন মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। এটি ইসলামি শরিয়তের সকল বিধি-বিধানের মূল উৎস। মানবজীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের সমাধানসূচক মূলনীতি ও ইজিত আল-কুরআনে বিদ্যমান। তাই উদ্দীপকের মেহরাবের ধর্মীয় শিবক মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সম্পর্কে বর্ণনার শেষ পর্যায়ে পবিত্র কুরআনের সূরা আন-নাহলের ৮৯নং আয়াতটি ভুলে ধরেন, যেখানে আল্লাহ তায়ালার বলেন, ‘আমি আপনার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি, তা প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ।’ এখানে কুরআনকে যাবতীয় বিষয়ের বিশেষণকারী বলা হয়েছে। বস্তুত, কুরআনে সব বিষয়েরই মূলনীতি বিদ্যমান রয়েছে। সেসব মূলনীতির আলোকেই মহানবি (স) হাদিস বর্ণনা করেছেন। কিছু কিছু বিবরণ ইজমা ও কিয়াসের আওতায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এতে বোঝা যায়, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস থেকে যেসব মাসআলা নির্গত হয়েছে সেগুলো পরোবভাবে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, আল-কুরআন প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ। তাই আমি উদ্দীপকে বর্ণিত আল্লাহ তায়ালার বাণীটির সাথে সম্পূর্ণ একমত।

## প্রশ্ন- ৯ ▶▶

তিলাওয়াত : গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য

হিফজুল বারি মসজিদে বয়স্ক পুরুষদেরকে সহিহভাবে কুরআন শিবার ব্যবস্থা করেন। বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত অপরিহার্য। অন্যথায় সাওয়াবের পরিবর্তে কুরআন তিলাওয়াতকারীকে গুনাহগার হতে হয়। আল্লাহ তায়ালার উক্ত বিষয়ে তাগিদ দিয়ে বলেছেন, ‘‘ওয়ারাঙিলিল কুরআনা তারতিলা।’’ [বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]

ক. কুরআন শব্দটির অর্থ কী? ১

খ. কুরআন মজিদ সম্পর্কে ফরাসি পণ্ডিতের উক্তিটি উল্লিখ কর। ২



গ. হিফজুল বারির কর্মকাণ্ড ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আল্লাহপাকের বাণীটির বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

## ৯ নং প্রশ্নের উত্তর ✎

**ক** কুরআন শব্দের অর্থ পাঠিত।

**খ** কুরআন মজিদ সম্পর্কে একজন ফরাসি পণ্ডিত যথার্থই বলেছেন, ‘‘কুরআন বিজ্ঞানীদের জন্য একটি বিজ্ঞান সংস্থা, ভাষাবিদদের জন্য এক শব্দকোষ, বৈয়াকরণের জন্য এক ব্যাকরণ গ্রন্থ এবং বিধানের জন্য একটি বিশ্বকোষ।’’

**গ** হিফজুল বারির কর্মকাণ্ড প্রশংসনীয় এবং ইসলামের দৃষ্টিতে তিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি। আল-কুরআন সকল জ্ঞান বিজ্ঞানের আধার। আল-কুরআনের শিবা মানুষকে সুশিবিত করে তোলে ও নৈতিকতা বিকাশে সহায়তা করে। তাই অর্থ বুঝে সহিহভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে এবং তদনুযায়ী আমল করতে হবে। তবে কুরআন মজিদ ভুল ও অশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করলে একদিকে যেমন গুনাহ হয় তেমনি অশুদ্ধ তিলাওয়াতে নামায শুদ্ধ হয় না। এ কারণেই উদ্দীপকের হিফজুল বারি মসজিদে বয়স্ক পুরুষদের সহিহভাবে কুরআন শিবার ব্যবস্থা করেন। তাই মহানবি (স)-এর ভাষ্যমতে তিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি। বস্তুত শুদ্ধ ও সুন্দররূপে কুরআন তিলাওয়াত করলে এবং এর মর্মার্থ বুঝে সে অনুযায়ী আমল করলে মানুষ প্রভূত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়। অপরদিকে অশুদ্ধ তিলাওয়াতের কারণে মানুষ গুনাহগার হয়। এ উপলক্ষ্য থেকেই উদ্দীপকের হিফজুল বারি এলাকার বয়স্ক যুবকদের সহিহ-শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াতের যে ব্যবস্থা করেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আর এ কারণে ইসলামের দৃষ্টিতে তিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত আল্লাহ পাকের বাণীটিতে তাজবিদসহ কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেক ভাষা সুন্দর ও শুদ্ধভাবে পাঠ করার জন্য যেমন নিয়মকানুন থাকে, তেমনি আরবি ভাষায় অবতীর্ণ কুরআন মজিদ শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করার জন্য নির্দিষ্ট নিয়মকানুন রয়েছে। এ নিয়মকানুনই তাজবিদ। তাজবিদের সাথে কুরআন তিলাওয়াত না করলে তা সহিহ শুদ্ধ হয় না। আর ভুল ও অশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করলে গুনাহ হয় এবং এতে নামাযও শুদ্ধ হয় না। কেননা অশুদ্ধ তিলাওয়াতের কারণে অনেক বেত্রে অর্থের ব্যাপক পার্থক্য ঘটে। তাই তাজবিদসহ কুরআন তিলাওয়াত করতে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, ‘‘ওয়ারাঙিলিল কুরআনা তারতিলা।’’ উদ্দীপকে উল্লিখিত আল্লাহ তায়ালার এ বাণীটি সূরা আল মুযাম্মিলের ৪নং আয়াত। এর অর্থ হলো- ‘‘আপনি কুরআন আবৃত্তি করবন ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে।’’ এ আয়াতে তাজবিদসহ সহিহ শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে মহানবি (স)ও এ বিষয়ে বলেছেন, ‘‘তোমরা সুন্দর স্বরে কুরআন পাঠ কর। কেননা সুন্দর স্বরে কুরআন পাঠ কুরআনের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয়।’’ সুতরাং বলা যায়, আল-কুরআন সহিহ শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে পাঠ করা অত্যাবশ্যক যা উদ্দীপকে উল্লিখিত আল্লাহর বাণীতে প্রতিফলিত হয়েছে।

## প্রশ্ন- ১০ ▶▶

শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস: সুন্নাহ

তানভীর তার বাবাকে বলল, বাবা আমি পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করে দেখছি সেখানে সালাত, যাকাত, সাওম, হজ ইত্যাদি পালনের নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু



কীভাবে পালন করব তার কোনো বর্ণনা নেই। আমি এর বিস্তারিত বিবরণ কোথায় পেতে পারি? পিতা বললেন, তুমি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস অধ্যয়ন কর। এটা পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা।

[ভোলা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

- ক. হাদিসের সর্বপ্রথম বিশুদ্ধ সংকলন কোনটি? ১
- খ. তাকরিরি হাদিস বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস বলতে তানভীরের পিতা কোন বিষয়টির প্রতি ইজ্জিত করেছেন? ৩
- ঘ. শরিয়তের দ্বিতীয় উৎসকে কুরআনের ব্যাখ্যা বলাটা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? বিশেষরূপে কর। ৪

### ১০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** হাদিসের সর্বপ্রথম বিশুদ্ধ সংকলন হলো আল-মুয়াত্তা।

**খ** তাকরিরি হাদিস হলো মৌন সম্মতি জ্ঞাপক হাদিস। রাসুলুল্লাহ (স)-এর অনুমোদনসূচক হাদিসই হলো তাকরিরি হাদিস। অর্থাৎ সাহাবিগণ রাসুলুল্লাহ (স)-এর সামনে কোনো কথা বলেছেন কিংবা কোনো কাজ করেছেন কিন্তু রাসুলুল্লাহ (স) তা নিজে করেননি এবং তাতে বাধাও দেননি বরং মৌনতা অবলম্বন করে তাতে সম্মতি বা অনুমোদন দিয়েছেন। এরূপ অবস্থা বা বিষয়ের বর্ণনা যে হাদিসে এসেছে সে হাদিসকে তাকরিরি বা সম্মতিসূচক হাদিস বলা হয়।

**গ** শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস বলতে তানভীরের পিতা হাদিসের প্রতি ইজ্জিত করেছেন। হাদিস অর্থ কথা বা বাণী। ইসলামি পরিভাষায় হাদিস বলতে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বাণী, কর্ম ও মৌনসম্মতিকে বোঝানো হয়। হাদিস বা সুন্নাহ শরিয়তের অন্যতম দলিল ও উৎস। এটি পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যাস্বরূপ। আলরাহ তায়লা কুরআন মজিদে বিভিন্ন বিষয়ের সর্বিপ্ত মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। আর মহানবি (স) তাঁর হাদিসের মাধ্যমে এসব বিধিবিধান ও বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা বিশেষরূপে করেছেন। তাই উদ্দীপকের তানভীর তার পিতার কাছে সালাত, যাকাত, সাওম, হজ ইত্যাদি বিধান কীভাবে পালন করবে তা জানতে চাইলে তার পিতা তাকে শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস অধ্যয়ন করতে বলেন যা সুন্নাহ বা হাদিস। কেননা সুন্নাহ বা হাদিস হলো আল-কুরআনের পরিপূরক। এর মাধ্যমেই কুরআনে বর্ণিত বিধিবিধান ও বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আল-কুরআনে হাদিসকে শরিয়তের দলিল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, হাদিস শরিয়তের অন্যতম দলিল এবং দ্বিতীয় উৎস।

**ঘ** তানভীরের পিতা শরিয়তের দ্বিতীয় উৎসকে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা বলেছেন। তার এ বক্তব্য যথার্থ ও যুক্তিসঙ্গত। ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস হলো সুন্নাহ বা হাদিস। আর হাদিস বলতে মহানবি (স)-এর বাণী, কর্ম ও মৌনসম্মতিকে বোঝানো হয়। আলরাহ তায়লা কুরআন মজিদে বিভিন্ন বিষয়ের সর্বিপ্ত মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। আর মহানবি (স) তাঁর সুন্নাহ বা হাদিসের মাধ্যমে এসব বিধিবিধান ও বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা-বিশেষরূপে করেছেন। পবিত্র কুরআনের সূরা-আন নাহল এর ৪৪নং আয়াতে আলরাহ তায়লা বলেন, “আর আমি আপনাদের প্রতি কুরআন নাজিল করেছি মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যা তাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে।” একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে। যেমন : আল-কুরআনে বলা হয়েছে, “তোমরা সালাত কায়েম কর।” কিন্তু কোথায়, কীভাবে, কোন সময়ে সালাত আদায় করতে হবে এর কোনো পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা আল-কুরআনে পাওয়া যায় না। রাসুল (স)-এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি সালাতের সমস্ত নিয়ম-কানুন তাঁর হাদিস বা সুন্নাহর মাধ্যমে বিশেষরূপে করেছেন। এ কারণে উদ্দীপকের তানভীরের পিতা

সালাত, যাকাত, সাওম, হজ ইত্যাদি বিধানের বিস্তারিত বিধান জানতে তানভীরকে শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস তথা হাদিস অধ্যয়ন করতে পরামর্শ দেন এবং বলেন, এটা পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা। সুতরাং বলা যায়, শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস হাদিসকে কুরআনের ব্যাখ্যা বলাটা যথার্থ ও যুক্তিসঙ্গত।

### প্রশ্ন- ১১

ব্রহ্মোপণ

আবুল কালাম ও আব্দুস সামাদ দুই ভাই। তারা একদিন পরিবেশের ভারসাম্য নিয়ে আলোচনা করছিল। আবুল কালাম বলল, বর্তমান সরকার পরিবেশের ভারসাম্য রবায় ব্রহ্মোপণের ওপর খুবই গুরুত্ব দিচ্ছে। এছাড়া ব্রহ্মোপণ একটি অন্যতম ইবাদত। মসজিদের ইমাম সাহেবও এ ব্যাপারে মুসলিমদের উদ্দেশ্যে একটি হাদিস তুলে ধরেন। মহানবি (স) বললেন, ‘কোনো মুসলমান যদি ব্রহ্মোপণ করে কিংবা ফসল আবাদ করে, এরপর তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু ভরণ করে তা তার জন্য সাদকা হিসেবে গণ্য হবে।’ [বাগেরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

- ক. ব্রহ্মোপণ সংক্রান্ত হাদিসটি কোন হাদিসগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে? ১
- খ. ব্রহ্মোপণ একটি অন্যতম ইবাদত— বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. সরকারের ব্রহ্মোপণ পদক্ষেপে আবুল কালাম ও আব্দুস সামাদের করণীয় কী? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. আর্থসামাজিক উন্নয়নে উদ্দীপকে বর্ণিত হাদিসটির গুরুত্ব বিশেষরূপে কর। ৪

### ১১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ব্রহ্মোপণ সংক্রান্ত হাদিসটি বিশুদ্ধ হাদিসগ্রন্থ বুখারি ও মুসলিম থেকে নেওয়া হয়েছে।

**খ** ব্রহ্মোপণ এমন একটি কাজ যার মাধ্যমে মানুষ পার্থিব লাভের পাশাপাশি পরকালীন কল্যাণও লাভ করতে পারে। কেননা পশুপাখি, জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গ ব্রহ্মের ফল খেয়ে থাকে। এতে ব্রহ্মোপণকারী সাওয়াব লাভ করে থাকে। ঐ ফল সাদকা করে দিলে যে সাওয়াব হতো পশুপাখি বা মানুষের খাওয়ার ফলে আলরাহ তায়লা তার আমলনামায় সে পরিমাণ সাওয়াব লিখে দেন। ফলে সে নিজের অজান্তেই অনেক সাওয়াবের অধিকারী হয়। সুতরাং বলা যায়, ব্রহ্মোপণ একটি অন্যতম ইবাদত।

**গ** সরকারের ব্রহ্মোপণ পদক্ষেপে উদ্দীপকের আবুল কালাম ও আব্দুস সামাদের যথেষ্ট করণীয় রয়েছে। কারণ ব্রহ্মোপণ মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এর দ্বারা মানুষ নানাভাবে উপকৃত হয়। মানুষের অনু, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদির প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য রবায় ব্রহ্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি, জলবায়ুর উষ্ণতা রোধ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি রোধ ইত্যাদি বেড়েও ব্রহ্মের অবদান অনস্বীকার্য। এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে উদ্দীপকের আবুল কালামের এই বক্তব্যে, ‘বর্তমান সরকার পরিবেশের ভারসাম্য রবায় ব্রহ্মোপণের ওপর খুবই গুরুত্ব দিচ্ছে।’ তাই সরকারের ব্রহ্মোপণ পদক্ষেপে সাড়া দিয়ে উদ্দীপকের আবুল কালাম ও আব্দুস সামাদের করণীয় হলো উপযুক্ত সময়ে নিজ বাড়ির আঙিনায় ও পতিত জমিতে বিভিন্ন ফল ও কাঠ গাছের চারা রোপণ করা এবং নিয়মিত পরিচর্যা করা। পাশাপাশি সরকারি রাস্তা ও খাস জমিতে প্রশাসনের অনুমতি সাপেক্ষে ব্রহ্মোপণ করা। এতে তারা নিজেরা যেমন উপকৃত হবে, তেমনি সরকারের কোষাগারেও জমা হবে কিছু অর্থ। এতে দেশেরও কল্যাণ হবে। তাছাড়া দেশের সাধারণ মানুষের জন্য অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রবায় পাবে।

য আর্থসামাজিক উন্নয়নে উদ্দীপকে বর্ণিত হাদিসটির গুরুত্ব অপরিসীম। ব্রহ্মোপাধি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষাও ব্রহ্মোপাধি ভূমিকা পালন করে। তাই উদ্দীপকের আবুল কালাম তার ভাই আব্দুস সামাদের কাছে ব্রহ্মোপাধির গুরুত্ব বর্ণনার একপর্যায়ে মসজিদের ইমাম সাহেবের বক্তব্য তুলে ধরে মহানবি (স) বলেছেন, ‘কোনো মুসলমান যদি ব্রহ্মোপাধি করে কিংবা কোনো ফসল আবাদ করে, এরপর তা থেকে কোনো পাখি, মানব বা চতুষ্পদ জন্তু কিছু ভরণ করে, তবে তা তার জন্য সাদকা হিসেবে গণ্য হবে।’ এ হাদিসে মহানবি (স) আমাদের ব্রহ্মোপাধি ও কৃষিকাজ সম্পর্কে উৎসাহ প্রদান করেছেন। কেননা এর দ্বারা মানুষ নানাভাবে উপকৃত হয়। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের অনু, বস্ত্র, বাসস্থান প্রয়োজন। ব্রহ্ম প্রত্যব ও পরোবভাবে আমাদের সে প্রয়োজন পূরণ করে। ব্রহ্ম থেকে আমরা খাদ্য, ওষুধ, পোশাক, কাঠ, ফল ইত্যাদি লাভ করি। ব্রহ্ম আমাদের আর্থিক সচ্ছলতা দান করে। পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষাও ব্রহ্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অঞ্জিজেনের সরবরাহ বৃষ্টি, জলবায়ুর উষ্ণতা রোধ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি রোধ ইত্যাদি বেগ্রেও ব্রহ্মের অবদান অনস্বীকার্য। আলোচ্য হাদিসে ব্রহ্মোপাধির নির্দেশ দানের মাধ্যমে মহানবি (স) আমাদের এসব নিয়ামত ও উপকার লাভের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। সুতরাং বলা যায়, আর্থসামাজিক উন্নয়নে হাদিসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

#### প্রশ্ন- ১২ ▶▶

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা এবং ব্যবসায় সততা

জামাল সাহেব একজন সৎ ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ে কখনো তিনি মানুষকে ঠকানোর চেষ্টা করেন না। সম্প্রতি এক দুর্ঘটনায় তার ব্যবসায়ের বড় ধরনের বতি হয়। তিনি নিঃস্ব হওয়ার পর্যায়ে চলে গেলেও হতাশ না হয়ে ধৈর্যধারণ করেন। [ধানমন্ডি গভ. বয়েজ স্কুল]

- |   |   |
|---|---|
| ক. ব্যবসায়-বাণিজ্য কী ধরনের পেশা?  | ১ |
| খ. ফরজে কিফায়া বলতে কী বোঝায়?   | ২ |
| গ. জামাল সাহেবের কর্মকাণ্ড পাঠ্যবইয়ের সর্গশরফ হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. জামাল সাহেবের কাজের ফলাফল হাদিসের আলোকে মূল্যায়ন কর।                  | ৪ |

#### ১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়-বাণিজ্য একটি পবিত্র পেশা।

খ ফরজে কিফায়া হলো সামাজিকভাবে ফরজ কাজ। অর্থাৎ যেসব কাজ মুসলমানের উপর ফরজ, কিন্তু সমাজের কতিপয় মুসলমান যদি আদায় করে ফেলে তবে সকলের পব থেকে তা আদায় হয়ে যায়। কিছু লোকের আদায় করার দ্বারা সমাজের বাকি সবাই সে দায়িত্ব থেকে মুক্তি পায়। তবে যদি সমাজের কেউই আদায় না করে তবে সকলেই গুনাহগার হবে। যেমন : জানাযার সালাত।

গ জামাল সাহেবের কর্মকাণ্ডে প্রকাশ পেয়েছে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। পাঠ্যবইয়ের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সর্গশরফ হাদিসের আলোকে তার কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা করা হলো। হাদিসটিতে বলা হয়েছে— “মুমিনের সকল কাজ বিষয়ক। আর প্রতিটি কাজই তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। আর এ কল্যাণ মুমিন ছাড়া আর কেউ লাভ করতে পারে না। যদি সে সুখ শান্তি লাভ করে, তবে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এটা তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি সে দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয় তবে সে ধৈর্যধারণ করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর।”

হাদিসটির আলোকে স্পষ্ট হয়, মানবজীবনে সুখ-শান্তির পাশাপাশি দুঃখ-কষ্টও বিদ্যমান। এগুলো আল্লাহ তায়ালার পরীবা স্বরূপ। প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি দুঃখ-

কষ্টে নিপতিত হলেও হতাশ হয়ে পড়েন না। বরং এ অবস্থাতেও তিনি আল্লাহ তায়ালার আদেশ পালন করেন ও ধৈর্যসহকারে মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করেন। যেমনটি আমরা দেখি উদ্দীপকের জামাল সাহেবের চরিত্রে। কারণ তিনি জানেন, এমতাবস্থায় ধৈর্যধারণ করা তার জন্য কল্যাণকর। এতে আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে সাওয়াব দান করবেন এবং দুঃখ-কষ্ট থেকে উদ্ধার করবেন।

ঘ জামাল সাহেব একজন সৎ ব্যবসায়ী। তার কাজের ফলাফল হাদিসের আলোকে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

ব্যবসায়-বাণিজ্য একটি পবিত্র পেশা। সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করলে ক্রিয়ামতের দিন মহাপুরস্কার লাভ করা যাবে। অন্যদিকে ব্যবসায় প্রতারণা করলে এ কল্যাণ লাভ করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স) বলেছেন, ‘বিশ্বস্ত সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী ক্রিয়ামতের দিন শহিদগণের সঙ্গে থাকবেন।’ এছাড়া ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সর্গশরফ মহানবি (স)-এর হাদিস থেকে শিবা নিয়েছেন উদ্দীপকের জামাল উদ্দীন। আর তাই তিনি সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করেন। তিনি মানুষকে ঠকানোর চেষ্টা করেন না। উপরন্তু দুর্ঘটনায় তার ব্যবসার বড় ধরনের বতি হলেও তিনি হতাশ না হয়ে ধৈর্যধারণ করেন। সুতরাং বলা যায়, জামাল সাহেব একজন মুমিন ও সৎ ব্যবসায়ী। দুঃখ-কষ্টে হতাশ না হয়ে ধৈর্যসহকারে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করায় আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে সাওয়াব দান করবেন। আর সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করায় ক্রিয়ামতের দিন শহিদগণের সঙ্গে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

#### প্রশ্ন- ১৩ ▶▶

শরিয়তের আহকাম সংক্রান্ত পরিতাষা

আমেরিকা প্রবাসী আবুল মিয়া দীর্ঘদিন সেখানে বসবাসের কারণে সেখানকার জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। সে এখন নিয়মিত মদ পান করে এবং শূকরের মাংস ভরণ করে। এগুলোকে সে মোটেই খারাপ মনে করে না। একবার সে দেশে এলে মা তার অভ্যাস দেখে বলেন, বাবা তুমি ইসলামের পথে এসো। নইলে তোমার জন্য কঠিন পরিণতি অপেক্ষা করছে। [গভ. ল্যাবরেটরি স্কুল, রাজশাহী]

- |   |   |
|---|---|
| ক. হারামকে হালাল মনে করা কী?                                    | ১ |
| খ. হালাল বস্তু গ্রহণের উপকারিতা কী?                             | ২ |
| গ. আবুল মিয়ার কাজগুলো ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।            | ৩ |
| ঘ. মায়ের বক্তব্যের আলোকে আবুল মিয়ার কাজের পরিণতি বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

#### ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হারামকে হালাল মনে করা কুফর।

খ হালাল বস্তু গ্রহণের অনেক উপকারিতা রয়েছে। যেমন : হালাল দ্রব্য মানুষকে ইবাদতে উৎসাহিত করে। হালাল ও পবিত্র দ্রব্য মানুষের দেহ ও মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখে। অন্তরে নূর সৃষ্টি করে। মানুষের মধ্যে পবিত্র ভাব ও আত্মশুদ্ধির উদ্রেক করে। ফলে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে প্রভূত কল্যাণপ্রাপ্ত হয়।

গ আবুল মিয়ার কাজগুলো ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। যে সকল কাজ বা বস্তু কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট নির্দেশে অবশ্য পরিত্যাজ্য, বর্জনীয় তাকে হারাম বলা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার ও তাঁর রাসুল (স) যেসব কাজ করতে বা যেসব বস্তু ব্যবহার করতে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন সেসব কাজ বা বস্তু মানুষের জন্য হারাম। যেমন : সুদ, ঘৃষ, জুয়াখেলা, শূকরের গোশত খাওয়া, মদ পান করা ইত্যাদি হারাম। এ দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্দীপকের আবুল মিয়ার কাজগুলো হারাম।

কেননা সে নিয়মিত মদ পান করে এবং শূকরের মাংস ভরণ করে। শুধু তাই নয়, এগুলোকে সে মোটেই খারাপ মনে করে না। অর্থাৎ সে হারামকে হালাল বা বৈধ মনে করে, যা কুফর।

**ঘ** আবুল মিয়ায় কাজের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। নিচে তার মায়ের বক্তব্যের আলোকে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উদ্দীপকের আমেরিকা প্রবাসী আবুল মিয়া নিয়মিত মদ পান করে এবং শূকরের মাংস ভরণ করে। আর ইসলামে এগুলো স্পষ্টভাবে হারাম হলেও সে এগুলোকে মোটেই খারাপ মনে করে না। তার এরূপ অভ্যাস দেখে তার মা বলেন, ‘বাবা তুমি ইসলামের পথে এসো- নইলে তোমার জন্য কঠিন পরিণতি অপেক্ষা করছে।’ বস্তুত মানবজীবনে হারাম বস্তু ও হারাম কাজের পরিণাম ও কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ। কেননা কোনো কোনো হারাম দ্রব্যের মধ্যে এমন উপাদান বিদ্যমান থাকে যা মানুষের মন, মস্তিষ্ক ও শরীরের জন্য চরম বতিকর। শূকর একটি হিংস্র প্রাণী। আর আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, হিংস্র প্রাণীর দেহে এমন সব জীবাণু আছে যা মানুষের দেহের জন্য খুবই বতিকর। অথচ আবুল মিয়া তা নিয়মিত খায়। আবার মদ এমন এক প্রকার নেশাজাতীয় পানীয় যা পান করলে মানুষ অনায়াস, অশরীলতা ও অসচ্চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং মানবচরিত্রের সদগুণাবলি নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি মানুষ ইবাদতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। সজ্ঞাত কারণে মহানবি (স) হারাম খাদ্য ও বস্তু গ্রহণের পরিণতি সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন- ‘যে শরীর হারামের মাধ্যমে গঠিত তা জাহান্নামের ইন্ধন হবে।’ উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, হারাম দ্রব্য গ্রহণের ফলে উদ্দীপকের আবুল মিয়ায় পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

#### প্রশ্ন- ১৪ ▶▶

সূরা আদ-দুহা

মি. X দুটি সন্তান রেখে মারা যান। অতঃপর দুটি সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্ব পড়ে তার ভাই Y এর ওপর। কিন্তু Y এ সন্তানদ্বয়ের সব সম্পদ আত্মসাৎ করে। তারা প্রাপ্তবয়স্ক হলে সম্পত্তি ফেরত চাইলে Y তাদের ধমক দেয়। বিষয়টি একজন ইসলামি চিন্তাবিদদের দৃষ্টিগোচর হলে তিনি সূরা আদ-দুহা পাঠ করে শোনান।

[ডা. খানতলীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]

- ক. ‘আইলান’ শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. ‘নিশ্চয়ই আপনার জন্য পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয়’- বাক্যটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. ইসলামি চিন্তাবিদদের পাঠকৃত সূরার শিবা কীভাবে বাস্তবজীবনে কাজে লাগবে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত সূরা নাজিলের পেছনে যেসব কারণ ছিল বলে তুমি মনে কর, তা বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর স্ব

**ক** ‘আইলান’ শব্দের অর্থ অভাবগ্রস্ত, নিঃস্ব।

**খ** ‘নিশ্চয়ই আপনার জন্য পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয়’। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) মানবজাতির দুঃখ-কষ্ট লাঘবের জন্য ও পরকালীন মুক্তির জন্য চিন্তাক্রিষ্ট হয়ে হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে হিদায়াত দান করেন, সত্য ও সুন্দর পথের নির্দেশনা প্রদান করেন। রাসুলুল্লাহ (স)-কে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ তায়ালা বহু নিয়ামত দান করেন। পাশাপাশি পরকালেও আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নানা নিয়ামত দান করার সুসংবাদ দান করেছেন সূরা আদ-দুহা এ আয়াতের মাধ্যমে।

**গ** ইসলামি চিন্তাবিদদের পাঠকৃত সূরা আদ-দুহা শিবা অনুসরণ করে বাস্তবজীবনে গরিব-দুঃখী, ইয়াতিম ও ভিক্ষুকদের সাহায্য করতে হবে। কারণ

দুনিয়ার সকল কল্যাণ ও নিয়ামত আল্লাহ তায়ালা দান। এসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সবার কর্তব্য। অভাবী, সাহায্যপ্রার্থী, ইয়াতিমদের প্রতি কঠোর হওয়া যাবে না। বরং তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে। আর এভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে তাঁর প্রিয় বান্দা হওয়া যাবে। আর আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের কখনই পরিত্যাগ করেন না। তিনি তাদের সকল বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন। পরকালে তিনি তাদের কল্যাণময় জীবন দান করবেন।

**ঘ** সূরা আদ-দুহা নাজিলের পেছনে কারণ ছিল কাফিরদের প্রচারিত গুজবের প্রতিবাদ জানানো। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার রাসুলুল্লাহ (স) অসুস্থ থাকার কারণে দুই তিন রাত তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতে পারেননি। এ সময় হযরত জিবরাইল (আ) আল্লাহ তায়ালা পব থেকে তাঁর নিকট ওহি নিয়ে আগমন করেননি। এতে মক্কার কাফির মুশরিকরা বলতে লাগল যে, মুহাম্মদ (স)-কে তাঁর প্রতিপালক পরিত্যাগ করেছেন এবং তাঁর প্রতি বিরূপ হয়েছেন। অন্যদিকে আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলা মহানবি (স)-এর নিকট এসে বলতে লাগল, ‘হে মুহাম্মদ! আমার মনে হয় তোমার নিকট যে শয়তান আসত সে তোমাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। দুই-তিন রাত যাবৎ আমি তাকে তোমার নিকট আসতে দেখছি না।’ কাফিরদের এসব কথায় ঠাট্টা-বিদ্‌ পে মহানবি (স) মর্মাহত হন। তখন আল্লাহ তায়ালা প্রিয়নবি (স) কে সান্ত্বনা প্রদান করে এ সূরা নাজিল করেন। আল্লাহ মহানবিকে সান্ত্বনা প্রদান ও কাফিরদের গুজব বন্ধ করার জন্য এ সূরা নাজিল করেন।

#### প্রশ্ন- ১৫ ▶▶

সূরা আল-ইনশিরাহ

জনাব আহমদ আবুল কালাম একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি একটি মিথ্যা মামলায় পড়ে আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হন। ফলে তিনি কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েন। তখন তাঁর সহকর্মী অধ্যাপক শামসুল আলম তাকে সূরা ইনশিরাহর আলোকে সান্ত্বনা দেন। তিনি তাকে বলেন, আপনার কি মনে নাই যে, আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই কষ্টের পর রয়েছে স্বস্তি। [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

- ক. সূরা ইনশিরাহ কোথায় নাজিল হয়েছে? ১
- খ. সূরা ইনশিরাহ কোন প্রেক্ষাপটে নাজিল হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সূরাটির মর্মার্থ ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. অধ্যাপক শামসুল আলম যে আয়াতটি উল্লেখ করেছেন তা বিশ্লেষণপূর্বক বিপদকালীন করণীয় আলোচনা কর। ৪

#### ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর স্ব

**ক** সূরা ইনশিরাহ মক্কায়ে নাজিল হয়েছে।

**খ** মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) নবুয়ত লাভের আগে মক্কা নগরীতে অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন। আরববাসী তাঁকে ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করত, সম্মান দেখাত এবং আল-আমিন বলে ডাকত। কিন্তু নবুয়ত লাভের পর মহানবি (স) ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলে মক্কাবাসী তাঁর বিরোধিতা শুরু করে। নানাভাবে তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্‌ প করতে থাকে। তাঁকে কবি, গণক, জাদুকর, পাগল ইত্যাদি বলে কষ্ট দিতে থাকে এবং নানাভাবে নির্যাতন করতে থাকে। কাফিররা নবি (স) কে সালাতরত অবস্থায় দেখলে উঠের নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দিয়ে, চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে দিয়ে। এরূপ অবস্থা তিনি সহ্য করতে না পেরে উদ্‌গ্ন ও হতাশ হয়ে পড়েন। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালা সূরা ইনশিরাহ নাজিল করে মহানবি (স) কে সান্ত্বনা প্রদান করেন।

**গ** মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি আল্লাহ তায়ালা নিয়ামতের সর্ধবিস্ত বর্ণনা রয়েছে উদ্দীপকে উল্লিখিত সূরা আল ইনশিরাহতে। এভাবে মহানবি (স) কে নবুয়ত লাভের পর অত্যাচার করত মক্কার কাফিররা।



এমতাবস্থায় মহানবি (স)-এর ওপর আলরাহ তায়লা এই সূরা নাজিল করে শান্তির বার্তা শুনিয়ে দেন। এ সূরার মর্মার্থ- যে ব্যক্তি সত্য ও ন্যায়ের জন্য চেষ্টা-সাধনা করে আলরাহ তায়লা তার অন্তরকে খুলে দেন। তাকে সৎ পথ প্রদর্শন করেন। আলরাহ তায়লাই মানুষের কষ্ট-যাতনা দূর করেন। মানুষের মান-সম্মান, খ্যাতি-মর্যাদা সবকিছুই আলরাহ তায়লার হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মান, মর্যাদা দান করেন। মানবজীবনে সুখ-দুঃখ থাকবেই। সুতরাং দুঃখ ও কষ্টে হতাশ হওয়া চলবে না। বরং ধৈর্যসহকারে এর মোকাবিলা করতে হবে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান। অতএব, এ সময়কে কাজে লাগাতে হবে। দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে হবে। পার্থিব প্রয়োজনীয় কাজ সমাধানের পর আলরাহ তায়লার ইবাদত ও স্মরণে নিজেকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। সকল কিছুতেই আলরাহ তায়লার প্রতি মনোনিবেশ করা তাঁর প্রিয় বান্দার বৈশিষ্ট্য।

**ঘ** সূরা ইনশিরাহে আলরাহ তায়লা বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই কষ্টের পরই স্বস্তি রয়েছে।’ উদ্দীপকে অধ্যাপক শামসুল আলম তা উল্লেখ করেছেন। উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা আলরাহ তায়লা এটিই বোঝাতে চেয়েছেন যে, দুঃখের পরই সুখ আছে। দুঃখ, কষ্ট, নির্যাতন, অত্যাচার যাই আসুক না কেন, তা নীরবে সহ্য করে আলরাহ তায়লার পথে থাকলে তিনি এরপরই সুখ-শান্তি বর্ষণ করবেন। বস্তুত বিপদকালীন সময়ে আলরাহ তায়লা বলেন, তোমরা ইবাদতে লিপ্ত থাক, আর ধৈর্যধারণ কর। তাহলেই তোমরা ইহকাল ও পরকালে শান্তি লাভ করবে। জাহান্নামের কষ্ট তোমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। এর পাশাপাশি পৃথিবীতে শান্তিতে থাকবে। বিপদকালে আমাদের করণীয়গুলো হলো : ধৈর্যধারণ করা; আলরাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকা; দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করা সবকিছুতেই আলরাহ তায়লার প্রতি মনোনিবেশ করা। এছাড়া যিনি বিপদে পড়েন তাকে ধৈর্যধারণের জন্য সৎপথ দেখাতে হবে। এককথায় অধ্যাপক শামসুল আলম যে আয়াতটি উল্লেখ করেছেন তার শিবা হলো বিপদকালীন সময়ে আমাদের ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে ইবাদতে লিপ্ত থাকতে হবে।

#### প্রশ্ন- ১৬ ▶▶

তিলাওয়াত : গুরব্বু ও মাহাত্ম্য

আবরার এবং নাবিল একই কলেজে পড়ে। তারা কুরআন তিলাওয়াতের চেষ্টা করে কিন্তু তাদের তিলাওয়াত শুদ্ধ নয়। তারা শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করার জন্য একজন ইসলামি পণ্ডিতের নিকট যায়। ইসলামি পণ্ডিত বলেন, ‘আলরাহ তাজবিদ সহকারে কুরআন পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এটি হলো উত্তম ইবাদত।’

[রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা]

- ক. শরিয়ত অর্থ কী? ১
- খ. শানে নুযুল বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. আবরার ও নাবিল কোন প্রকারের তিলাওয়াত করে? ৩
- ব্যখ্যা কর।
- ঘ. ইসলামি পণ্ডিতের উক্তির যথার্থতা কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর সৃ

**ক** শরিয়ত অর্থ পথ, রাস্তা। এটি জীবন পদ্ধতি, আইনকানুন, বিধিবিধান অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

**খ** শান শব্দের অর্থ অবস্থা, মর্যাদা, কারণ, ঘটনা, পটভূমি। আর নুযুল অর্থ অবতরণ। তাই শানে নুযুল অর্থ হলো অবতরণের কারণ বা পটভূমি। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় আল-কুরআনের সূরা বা আয়াত নাজিলের কারণ বা পটভূমিকে ‘শানে নুযুল’ বলা হয়। একে ‘সববে নুযুল’ও বলা হয়। যে ঘটনা বা

অবস্থাকে কেন্দ্র করে আল-কুরআনের আয়াত বা সূরা নাজিল হতো সে ঘটনা বা অবস্থাকে উল্লিখিত সূরা বা আয়াতের শানে নুযুল বলা হয়।

**গ** তিলাওয়াত শব্দের অর্থ পাঠ করা, আবৃত্তি করা, পড়া, অনুসরণ ও অনুধাবন করা ইত্যাদি। আল-কুরআন পাঠ করাকে ইসলামি পরিভাষায় কুরআন তিলাওয়াত বলা হয়। কুরআন মজিদ মুখস্থ পড়া যায়। আবার দেখেও তিলাওয়াত করা যায়। আল-কুরআন দেখে পড়াকে নাযিরা তিলাওয়াত বলা হয়। উদ্দীপকের আবরার ও নাবিল কুরআন তিলাওয়াতের চেষ্টা করে, দেখে পাঠ করে। এটি নাযিরা তিলাওয়াত। আল-কুরআন মহান আলরাহর পবিত্র বাণী। এটি মানুষের প্রতি আলরাহর এক বিশেষ নিয়ামত। তাই নামাযে কুরআন শরিফ মুখস্থ তিলাওয়াত করতে হয়। কিন্তু দেখে তিলাওয়াতও নফল এবং অনেক সাওয়াবের কাজ। তাই তিলাওয়াত শিবা করা কর্তব্য। উদ্দীপকে আবরার ও নাবিল এ পর্যায়ে তাই নাযিরা তিলাওয়াতই করে।

**ঘ** ইসলামি পণ্ডিতের উক্তিটি যথার্থ। আল-কুরআন মহান আলরাহ তায়লার পবিত্র কলাম। কুরআন তিলাওয়াত সর্বোত্তম নফল ইবাদত। কুরআন মজিদ শিখতে হলে প্রথমে তা দেখে দেখে পাঠ করতে হয় এবং হরকত, হরফ ইত্যাদি চিনে তাজবিদ সহকারে পাঠ করতে হয়। এতে অনেক নেকি বা সাওয়াব পাওয়া যায়। তাজবিদসহ কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে আলরাহ তায়লার নির্দেশ রয়েছে। আলরাহ বলেন, ‘আপনি কুরআন আবৃত্তি করবেন ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে।’ (সূরা আল-মুযাম্মিল : ৪) সুন্দর সুরে কুরআন তিলাওয়াত প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সুললিতকণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।’ অর্থাৎ সে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (স)-এর নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। (বুখারি) মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) অত্যন্ত সুন্দর সুমধুর স্বরে তাজবিদ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। অতএব, যথাযথভাবে কুরআন তিলাওয়াত করার মাধ্যমে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করতে পারে। শুদ্ধ ও সুন্দর পৈ কুরআন তিলাওয়াত করলে এবং এর মর্মার্থ বুঝে সে অনুযায়ী আমল করলে মানুষ প্রভূত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়। এ প্রেক্ষিতেই উদ্দীপকের পণ্ডিতের উক্তিটি যথার্থ যে, তাজবিদ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত উত্তম ইবাদত।

#### প্রশ্ন- ১৭ ▶▶

আল-কুরআন অবতরণ, সংরবণ ও সংকলন

আসিফ তার বড় ভাইকে জিজ্ঞাসা করে প্রায় ১৪০০ বছর আগে অবতীর্ণ কুরআন এখনও অপরিবর্তনীয় এবং সঠিক কী করে সম্ভব? বড় ভাই বলেন, ‘প্রথমত জিবরাইল (আ) এর মাধ্যমে আলরাহ তায়লা অল্প অল্প করে মহানবি (স)-এর ২৩ বছরের নবুয়তি জীবনে পূর্ণ পৈ কুরআন নাজিল করেন।’ তিনি আরও বলেন, ‘কুরআন সংকলনের ধারাও কুরআনকে অবিকৃত রাখতে সাহায্য করে।’

[সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, সিলেট]

- ক. ‘শরিয়ত’ অর্থ কী? ১
- খ. শরিয়তের উৎসসমূহ বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. কুরআনের আলোকে আসিফের বড় ভাইয়ের প্রথম মতামতের ব্যখ্যা কর। ৩
- ঘ. আসিফের বড় ভাইয়ের দ্বিতীয় মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর সৃ

**ক** শরিয়ত অর্থ পথ, রাস্তা।

**খ** শরিয়ত হলো ইসলামি জীবনপদ্ধতি। এটি আলরাহ তায়লা ও তাঁর রাসুলের আদেশ-নিষেধ ও দিকনির্দেশনার সমষ্টি। শরিয়তের উৎস প্রধানত দুটি। যথা : আল-কুরআন ও আল-হাদিস। পরবর্তীকালে কুরআন ও সুন্নাহর স্বীকৃতি ও নির্দেশনার ভিত্তিতে শরিয়তের আরও দুটি উৎস নির্ধারণ করা হয়। তা হলো—

ইজমা ও কিয়াস। তাই বলা যায়, শরিয়তের উৎস মোট চারটি। যথা : ১. আল-কুরআন; ২. সুন্নাহ, ৩. ইজমা ও ৪. কিয়াস।

**গ** আল-কুরআন আলরাহ তায়ালার পবিত্র বাণী। এটি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। আলরাহ তায়াল হযরত জিবরাইল (আ) এর মাধ্যমে অল্প সল্প করে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর ২৩ বছরের নবুয়তি জীবনে পূর্ণ পৈ তা নাজিল করেন। আল-কুরআনে মানবজাতির জীবন তা পরিচালনার সুস্পষ্ট মূলনীতি ও নির্দেশনা বিদ্যমান। আলরাহ তায়াল বলেন, ‘আর নিশ্চয়ই আমি মানুষের জন্য এ কুরআনে বিভিন্ন উপমা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।’ (সূরা বনি ইসরাইল : ৮৯) আলরাহর নির্দেশে জিবরাইল (আ) সর্বপ্রথম আল-কুরআনের সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নিয়ে মহানবি (স)-এর কাছে অবতরণ করেন। পরিপূর্ণ কুরআন একসাথে নাজিল হয়নি। অল্প অল্প করে প্রয়োজন অনুসারে নাজিল হতো। আলরাহ তায়াল এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘আর আমি খন্ডখন্ড করে কুরআন নাজিল করেছি। যাতে আপনি তা মানুষের কাছে ক্রমে ক্রমে পাঠ করতে পারেন। আর আমি তা ক্রমশ নাজিল করেছি।’ (সূরা বনি ইসরাইল : ১০৬) এ বাস্তবতার নিরিখেই আসিফের বড় ভাই বলেন, ‘প্রথমত জিবরাইল (আ) এর মাধ্যমে আলরাহ তায়াল অল্প অল্প করে মহানবি (স)-এর ২৩ বছরের নবুয়তি জীবনে পূর্ণ পৈ কুরআন নাজিল করেন।’

**ঘ** উদ্দীপকের আসিফের বড় ভাইয়ের দ্বিতীয় মতামত হলো, ‘কুরআন সংকলনের ধারাও কুরআনকে অবিকৃত রাখতে সাহায্য করে।’ মহানবি (স)-এর সময়ে আল-কুরআন মুখস্থ ও লেখনীর মাধ্যমে পুরোপুরি সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু সে সময় তা একত্রে গ্রন্থাবদ্ধ করা হয়নি। ইয়ামামার যুগে বহুসংখ্যক কুরআনে হাফিজ সাহাবি শাহাদাত বরণ করেন। এভাবে হাফিজ সাহাবিগণ শাহাদাতবরণ করতে থাকলে কুরআন বিলুপ্তি হয়ে যেতে পারে ভেবে হযরত উমর (রা) হযরত আবু বকর (রা)-কে কুরআন সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলেন। হযরত আবু বকর (রা) প্রধান ওহি লেখক সাহাবি হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা)-কে এর গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন। হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা) অত্যন্ত সতর্কতার মাধ্যমে কুরআন সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে সংকলন করেন। এটাই ছিল সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ আল-কুরআন। সর্বপ্রথম হযরত হাফসা (রা)-এর কাছ থেকে কুরআনের প্রথম পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে আরও সাতটি কপি তৈরি করে দেন। হযরত উসমান (রা) একটি কপি এবং বাকি ছয়টি কপি বিভিন্ন শাসনকেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন। যাতে করে সকল জায়গাতেই কুরআন এক ও অবিকৃত থাকে। কুরআনের এ সংকলনসমূহে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নির্দেশনার কোনো প পরিবর্তন করা হয়নি। রাসুল (স) যেভাবে কোন আয়াতের পর কোন আয়াত হবে বলে গেছেন সেভাবেই সংরক্ষণ করা হয়। জিবরাইল (আ) যখনই কোনো আয়াত নিয়ে আসতেন তখনই ঐ আয়াত কোন সূরার কোথায় স্থাপন করতে হবে রাসুল (স) তা বলে দিতেন। পবিত্র কুরআনের পাণ্ডুলিপি তৈরিতে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। ফলে লাওহে মাহফুজে যেভাবে কুরআন বিন্যস্ত রয়েছে বর্তমান কুরআন মজিদও ঠিক সে বিন্যাসেই আছে। আর এ বাস্তবতা বুঝতেই আসিফের বড় ভাই তার দ্বিতীয় মতামতটি প্রকাশ করে।

**প্রশ্ন- ১৮ ▶▶**

শরিয়ত

শিহাব বলল, আলরাহর প্রতি ইমান আনলেই মুমিন হওয়া যায়। এজন্য আর কিছু করার দরকার নেই। জালাল বলল, তুমি ঠিক বললে না। কারণ আলরাহর ওপর ইমান আনলেই শুধু মুমিন হওয়া যায় না। মুমিন হতে হলে শরিয়তের বিধিবিধান মেনে চলা আবশ্যিক। তাহলেই জীবন সার্থক ও সফল হবে। [পাবনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

- ক. শরিয়তের পরিচয় দাও। ১
- খ. মানব জীবনে ইসলামি শরিয়তের গুরুত্ব কী? ২
- গ. একজন মুসলিমের জীবন কীভাবে সফল ও সার্থক হতে পারে? জালালের বক্তব্যের ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ইসলামি শরিয়ত চারটি উৎস থেকে উৎসারিত— উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা কর। ৪

### ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** শরিয়ত অর্থ পথ, রাস্তা, জীবন পদ্ধতি, আইনকানুন, বিধিবিধান ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় ইসলামি কার্যনীতি বা জীবন পদ্ধতিকে শরিয়ত বলা হয়।

**খ** মানবজীবনে শরিয়তের গুরুত্ব অপরিসীম। মহান আলরাহ ও তাঁর রাসুলের প্রদত্ত আদেশ-নিষেধ ও বিধিবিধান অনুসারে জীবন পরিচালনা করার নামই শরিয়ত। একে অস্বীকার করা আলরাহ তায়াল ও তাঁর রাসুলকে অস্বীকার করার শামিল।

**গ** শরিয়ত হলো এমন সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট পথ, যা অনুসরণ করলে মানুষ সুখ ও সুন্দরভাবে নিজ গন্তব্যে পৌঁছতে পারে। উদ্দীপকে জালালের বক্তব্যে সুস্পষ্ট, শরিয়তের বিধি-বিধান মেনে চললে জীবন সফল ও সার্থক হবে। ইসলামি আইনকানুন বা বিধিবিধানকে একত্রে শরিয়ত বলা হয়। মহান আলরাহ ও তাঁর রাসুল (স) যেসব আদেশ-নিষেধ ও পথ নির্দেশনা মানুষকে জীবন পরিচালনার জন্য প্রদান করেছেন তাকে শরিয়ত বলে। শরিয়তের বিধি-বিধান মেনে চললে মুসলমানের জীবন সফল ও সার্থক হতে পারে। উদ্দীপকের জালাল শিহাবের ধারণা খন্ডন করে বলেন শুধু আলরাহর ওপর ইমান আনলেই হয় না পূর্ণ মুমিন হতে হলে শরিয়তের প্রাণী বিধিবিধান যথাযথভাবে পালন করতে হবে। সুতরাং একজন মুসলিমের জীবন সফল ও সার্থক হতে হলে অবশ্যই শরিয়তের বিধিবিধান মানা জরুরি।

**ঘ** শরিয়ত হলো ইসলামি জীবনপদ্ধতি। এটি আলরাহ তায়াল ও তাঁর রাসুলের আদেশ-নিষেধ ও দিকনির্দেশনার সমষ্টি। শরিয়তের উৎস হলো— আল-কুরআন, আল-হাদিস বা সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। শরিয়তের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উৎস হলো আল-কুরআন। আবার মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আদেশ-নিষেধের পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণের জন্যও হাদিস জানা অত্যাাবশ্যিক। মহানবি (স) স্বয়ং হাদিসের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, ‘আমি তোমাদের মধ্যে দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি যতদিন তোমরা এ দুটোকে আঁকড়ে থাকবে ততদিন পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো আলরাহর কিতাব (আল-কুরআন) এবং অন্যটি হলো তাঁর রাসুলের সুন্নাহ।’ (মুয়াত্তা) পরবর্তীকালে কুরআন ও সুন্নাহের স্বীকৃতি ও নির্দেশনার ভিত্তিতে শরিয়তের আরও দুটি উৎস নির্ধারণ করা হয়। তা হলো— ইজমা ও কিয়াস। শরিয়তের তৃতীয় উৎস ইজমা। কোনো বিষয় বা কথায় ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলে। তবে ইজমা কুরআন ও সুন্নাহ সমর্থিত হওয়া আবশ্যিক। ইসলামি পরিভাষায় কুরআন ও সুন্নাহর আইন বা নীতির সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে পরবর্তীকালে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দেওয়াকে কিয়াস বলে। শরিয়তের এ চারটি উৎস অনুসরণ করে চললে একজন মুসলমানের জীবন সফল ও সার্থক হবে। অর্থাৎ শরিয়ত এ চারটি উৎস থেকে উৎসারিত।

### ■ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

**প্রশ্ন- ১৯ ▶▶**

শরিয়ত

রাসেলের বাবা তাকে ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে বলেন। তিনি তাকে বুঝিয়ে বলেন, ইসলামি শরিয়ত হচ্ছে ইসলামি আইনকানুনের

ব্যবহারিক শাস্ত্র। মানবজীবন যেমন গতিশীল ইসলামি শরিয়তও তেমনি গতিশীল, উদার ও শাস্ত্রত। সকল যুগ ও সকল পরিবেশের মানুষের জন্যই ইসলামি শরিয়ত প্রযোজ্য। সুতরাং ইসলামি শরিয়ত অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য।

- ক. ইসলামের বিধানদাতা কে? ১
- খ. শরিয়ত কী? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে যে বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে তার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত বিষয়টির মূল উৎসগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

### ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ইসলামের বিধানদাতা আল্লাহ।

খ. শরিয়ত আরবি শব্দ। শাস্ত্রিক অর্থ জীবন চলার পথ, জীবনব্যবস্থা, বিধিবিধান ইত্যাদি। আর ব্যবহারিক অর্থ হলো এমন এক সুদৃঢ় সরল-পথ, যে পথে চললে মানুষ হিদায়াত ও সুষ্ঠু কর্মপথ লাভ করতে পারে। পরিভাষায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) মানুষের কল্যাণের জন্য যে ইসলামের বিধিবিধান জারি করেছেন, এ বিধিবিধানকেই বলা হয় শরিয়ত।

গ. উদ্দীপকে ইসলামি শরিয়তের আলোচনা করা হয়েছে। রাসেলের ব্যবহারিক জীবনে ইসলামি শরিয়তের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কেননা শরিয়ত হলো জীবন পরিচালনার দিক-নির্দেশনা। এর দ্বারা জীবনের নানা বেত্রে ইসলামি বিধি-নিষেধ জানা যায়। কোনটি হালাল, কোনটি হারাম তা জানা যায়। ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞানও শরিয়ত শিবার মাধ্যমে লাভ করা যায়। উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতার নানা শিবাও শরিয়তে রয়েছে। সুতরাং সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে জীবন পরিচালনার জন্য শরিয়ত অপরিহার্য। তাছাড়া শরিয়ত শিবার মাধ্যমে রাসেল শরিয়তের নিয়মকানুন শিখতে পারবে, কীভাবে, কখন, কোন সময়ে সালাত, যাকাত, হজ আদায় করতে হয় তাও জানতে পারবে। সর্বোপরি শরিয়ত পালনের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে। তাই ইসলামকে যথাযথভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করে সঠিকভাবে জীবনযাপন করার জন্য রাসেলের জীবনে ইসলামি শরিয়তের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনাতীত।

ঘ. উদ্দীপকে ইসলামি শরিয়তের আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামি শরিয়তের মূল উৎসসমূহকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। শরিয়তের প্রথম ও প্রধান উৎস হচ্ছে কুরআন। এটি শরিয়তের অকাট্য দলিল। এর ওপর শরিয়তের মূল কাঠামো দন্ডায়মান। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, ‘আপনার ওপর কিতাব নাজিল করেছি। যাতে সকল বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে।’ (সূরা আন নাহল : ৮৯) শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস হলো রাসূলুল্লাহ (স) এর সুন্নাহ। ইসলামের মূলনীতিগুলো কুরআনে খুব সৎবেপে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (স)-এর সুন্নাহ বা হাদিস দ্বারা তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, ‘রাসূল (স) তোমাদের যা দিয়েছেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন কর।’ (সূরা হাশর : ৭) শরিয়তের তৃতীয় উৎস হচ্ছে ইজমা যা উম্মতের ঐক্যমূলক সিদ্ধান্ত। কোনো বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হলে তার ওপর আমল করা ফরজ। মানবজীবন গতিশীল। তাই মানবসমাজে নিত্যনতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটবে। কুরআন, সুন্নাহ অথবা ইজমার মধ্যে যদি এর সমাধান খুঁজে পাওয়া না যায়, তখন কিয়াসের আলোকে সমাধান করতে হবে। পরিশেষে বলা যায়, আমাদের উচিত শরিয়তের মূলনীতিসমূহকে যথাযথভাবে অনুসরণ করা।

আবদুল আউয়াল একজন ইসলামি চিন্তাবিদ। রমজান মাসে এক সেমিনারে তিনি বলেন, কুরআন সংকলনে মহানবি (স)-এর সাহাবিগণের ভূমিকা ছিল অসামান্য। একজন শ্রোতা তাঁকে প্রশ্ন করল, কুরআন আরবি ভাষায় নাজিল হলো কেন? তিনি বললেন, আরবি হলো সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা। তাই কুরআন এ ভাষায় নাজিল হয়েছে। অতঃপর তিনি আরবি ভাষার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

- ক. সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম সৃষ্টি কী? ১
- খ. প্রাথমিকভাবে কুরআন কীভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছিল? ২
- গ. পবিত্র কুরআনের ভাষা হিসেবে আরবিকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে আবদুল আউয়াল কোন কোন দিক তুলে ধরেন? ৩
- ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. কুরআন সংকলনে তাদের ভূমিকা ছিল অসামান্য- উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

### ২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মানুষ সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম সৃষ্টি।

খ. প্রাথমিকভাবে মুখস্থ ও লেখনির মাধ্যমে আল-কুরআন সংরক্ষণ করা হয়। মহানবি (স) কুরআন নাজিলের সাথে সাথে মুখস্থ করে নিতেন এবং সাহাবিগণকেও তা মুখস্থ করতে বলতেন। অন্যদিকে হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা)-এর নেতৃত্বে ৪২ জন কাতিবে ওহি কুরআন নাজিলের সাথে সাথে খেজুর গাছের ডাল, পশুর চামড়া ও হাড়, পাথর, গাছের পাতা ইত্যাদিতে লিখে রাখতেন।

গ. আল-কুরআনের ভাষা হিসেবে আরবিকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে আবদুল আউয়াল আরবি ভাষার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

আমরা জানি, সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব আল-কুরআন আরবি ভাষায় মহানবি (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়। আল-কুরআনের ভাষা সহজ ও সাবলীল। এতে কোনো প অস্পষ্টতা, বক্রতা কিংবা জটিলতা নেই। তাই সেমিনারে উপস্থিত একজন শ্রোতা উদ্দীপকের আবদুল আউয়ালের নিকট আল-কুরআন আরবি ভাষায় নাজিলের কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, আরবি হলো সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা। আরবি ভাষার শ্রেষ্ঠত্বের দিকগুলো: আল্লাহর ভাষা : আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় ভাষা আরবি বলে তিনি পবিত্র কুরআনকে এ ভাষায় নাজিল করেছেন।

মহানবির ভাষা : মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ভাষা ছিল আরবি। তাই কুরআন আরবি ভাষায় নাজিল হয়েছে। বেহেশতের ভাষা : বেহেশতের ভাষা হবে আরবি। তাই কুরআনকে বেহেশতের ভাষায় নাজিল করা হয়েছে। সহজ-সরল : আরবি ভাষা সহজ-সরল ও বক্রতাহীন। উপরিউক্ত কারণে আরবি ভাষা পৃথিবীতে অন্যান্য ভাষা থেকে শ্রেষ্ঠ। আর এজন্যই মহান আল্লাহ আল-কুরআনকে আরবি ভাষায় নাজিল করেছেন।

ঘ. আল-কুরআন সংকলনে সাহাবিদের ভূমিকা ছিল অসামান্য- উদ্দীপকে আবদুল আউয়ালের এ উক্তিটি যথাযথ।

মহানবি (স)-এর সময়ে আল-কুরআন মুখস্থ ও লেখনির মাধ্যমে পুরোপুরি সংরক্ষণ করা হয়। হযরত আবুবকর (রা)-ই সর্বপ্রথম কুরআন সংকলনের উদ্যোগ নেন। তাঁর খিলাফতকালে ইয়ামামার যুশ্বে অসংখ্য হাফিয সাহাবি শাহাদাতবরণ করলে হযরত উমর (রা) কুরআন বিলুপ্তির আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং হযরত আবু বকর (রা)-কে কুরআন সংকলনের পরামর্শ দেন। এ ব্যাপারে নীতিগত ঐকমত্যের পর খলিফা আবু বকর (রা) এ সুমহান কাজটি করার জন্য হযরত যায়দ ইবনে সাবিত আনসারী (রা)-কে দায়িত্ব প্রদান করেন। যায়দ ইবনে সাবিত (রা) ও তাঁর সহযোগীদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর নজিরবিহীন নিষ্ঠায় পূর্ণাঙ্গ কুরআন গ্রন্থাবলি হওয়ার পর মূল কপিটি সর্বপ্রথম সরকারি কোষাগারে, পরে



উম্মুল মুমিনিন হযরত হাফসা (রা)-এর নিরাপদ হেফাজতে আমানত হিসেবে রেখে দেওয়া হয়। অতঃপর ইসলামি খেলাফতের সীমানা বিস্তৃত হতে থাকলে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা স্ব স্ব উচ্চারণ পদ্ধতি ও রীতি অনুযায়ী কুরআন তিলাওয়াত শুরু করে। ফলে শব্দ ও অর্থগত মারাত্মক বিকৃতি ঘটে। পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য হযরত উসমান (রা) বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মতবিরোধপূর্ণ কপিসমূহ সংগ্রহ করেন এবং সাহাবীগণের ঐকমত্যে সেগুলো জ্বালিয়ে দেন। পরবর্তীতে হযরত হাফসা (রা)-এর কাছ থেকে কুরআনের মূল কপিটি সংগ্রহ করে ৭টি কপি লিখে তা খেলাফতের প্রধান প্রধান কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন। এ কারণে তাকে ‘জামিউল কুরআন’ও বলা হয়ে থাকে। কুরআন সংকলনে এভাবে মহানবি (স)-এর সাহাবীগণ যে ভূমিকা পালন করেছেন তা সত্যিই অতুলনীয়। এ কারণে উদ্দীপকের আবদুল আউয়াল বলেন, কুরআন সংকলনে মহানবি (স)-এর সাহাবিদের ভূমিকা ছিল অসামান্য। উপরিউক্ত আলোচনায় তাঁর এ উক্তিটির যথার্থতা প্রমাণিত হয়।

### প্রশ্ন- ২১ ▶▶

শরিয়তের প্রথম উৎস : আল-কুরআন

নায়েলা দশম শ্রেণির একজন ছাত্রী। সে তার পড়াশুনার পাশাপাশি ধর্মীয় নির্দেশনাও ঠিকভাবে পালন করে থাকে। সে প্রত্যহ তোরে তার মায়ের সাথে ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামায আদায় করে। এরপর নায়েলা ও তার মা একটি গ্রন্থ পাঠ করেন। নায়েলা তার মায়ের কাছ থেকে জানতে পারে যে, উক্ত গ্রন্থ পাঠ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ নফল ইবাদত। এছাড়াও নায়েলা জানে যে, এই গ্রন্থটি সকল প্রকার সন্দেহের উর্ধ্বে এবং নির্ভুল গ্রন্থ যা এক মহামানবের ওপর নাজিল হয়।

[পাঠ-২]

- |   |   |
|---|---|
| ক. শরিয়ত শব্দের অর্থ কী?   | ১ |
| খ. শরিয়তের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।                                    | ২ |
| গ. উদ্দীপকের নায়েলা ও তার মায়ের পঠিত গ্রন্থের পরিচয় ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. উক্ত মহাগ্রন্থের অবতরণ পদ্ধতি বিশ্লেষণ কর।                       | ৪ |

### ২১ নং প্রশ্নের উত্তর শু

- ক** শরিয়ত শব্দের অর্থ পথ, রাস্তা ইত্যাদি।
- খ** মানবজীবনে শরিয়তের গুরুত্ব অপরিসীম। শরিয়ত মেনে চললে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুল খুশি হন। শরিয়ত আমাদের ইবাদতের পদ্ধতি ও নিয়ম-কানুন শিবা দেয়। আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের উপায়, পারিবারিক ও সামাজিক সম্প্রীতি ইত্যাদিও শরিয়তের আওতাভুক্ত।
- গ** উদ্দীপকে নায়েলা ও তার মায়ের পঠিত গ্রন্থের নাম আল-কুরআন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র বাণী। এটি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। আল্লাহ তায়ালা হযরত জিবরাইল (আ)-এর মাধ্যমে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর এ কিতাব নাজিল করেন। এ কিতাব আরবি ভাষায় নাজিলকৃত। এটি হচ্ছে ইসলামি শরিয়তের মূল উৎস। এর ওপরই ইসলামি শরিয়তের ভিত্তি ও কাঠামো প্রতিষ্ঠিত। ইসলামি শরিয়তের প্রধান উৎস হিসেবে আল-কুরআন মানবজাতির জীবন পরিচালনার সুস্পষ্ট মূলনীতি ও নির্দেশনা বিদ্যমান। এটি সহজ ও সাবলীল ভাষায় নাজিলকৃত। অতি সাধারণ মানুষও এখান থেকে শিবা গ্রহণ করতে পারে।
- ঘ** উদ্দীপকে নায়েলা ও তার মায়ের পঠিত গ্রন্থ অর্থাৎ আল-কুরআনের অবতরণ পদ্ধতি নিচে আলোচনা করা হলো-  
মূলত মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ‘লাওহে মাহফুজ’ বা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন- ‘বরং এটা সম্মানিত কুরআন, যা সংরক্ষিত ফলকে

লিপিবদ্ধ।’ (সূরা বুরজ, আয়াত-২১-২২)- আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম কদরের রাতে গোটা কুরআন মজিদ লাওহে মাহফুজ থেকে ‘বাইতুল ইযাহা’ নামক স্থানে নাজিল করেন। বায়তুল ইযাহা হলো প্রথম আসমানের একটি বিশেষ স্থান। আর মহানবি (স) হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকা অবস্থায় মহান আল্লাহর নির্দেশে জিবরাইল (আ) আল-কুরআনের সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নিয়ে তথায় মহানবি (স)-এর নিকট অবতরণ করেন। এটাই ছিল দুনিয়াতে আল-কুরআনের প্রথম নাজিলের ঘটনা। এরপর বিভিন্ন সময়ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মহানবি (স)-এর প্রতি কুরআন নাজিল হয়, এভাবে মহানবি (স)-এর জীবদ্দশায় মোট ২৩ বছরে সম্পূর্ণ কুরআন নাজিল হয়। এটি এক সাথে নাজিল হয় নি বরং অল্প অল্প করে প্রয়োজনানুসারে নাজিল হতো। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- ‘আর আমি খন্ড-খন্ডভাবে কুরআন নাজিল করেছি। এভাবে পবিত্র কুরআন অবতরণের মাধ্যমে পৃথিবীতে অস্বকার যুগের অবসান ঘটে।

### প্রশ্ন- ২২ ▶▶

শরিয়তের প্রথম উৎস : আল-কুরআন

শিবক শ্রেণিতে বললেন, মহান আল্লাহ মানবজাতিকে হিদায়াত করার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রাসুল প্রেরণ করে তাদের ওপর ১০৪ খানা আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন। এর মধ্যে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন। তবে নাযিলের বেত্রে অন্যান্য আসমানি কিতাবের সাথে পবিত্র কুরআনের বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। শুধু তাই নয়, পবিত্র কুরআন হচ্ছে সর্বশেষ, সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বজনীন, অবিকৃত, অপরিবর্তিত ও সন্দেহমুক্ত গ্রন্থ।

[পাঠ-৩]

- |   |   |
|---|---|
| ক. কে পবিত্র কুরআনের সংরক্ষক?   | ১ |
| খ. কুরআন সংরক্ষণে রাসুল (স)-এর ব্যাকুলতা কীভাবে দূরীভূত হয়?  | ২ |
| গ. নাজিলের বেত্রে অন্যান্য আসমানি কিতাবের সাথে পবিত্র কুরআনের বিশেষ পার্থক্য বলতে শিবক কী বোঝাতে চেয়েছেন? ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কিত শিবকের বক্তব্যের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর।   | ৪ |

### ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর শু

- ক** আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং পবিত্র কুরআনের সংরক্ষক।
- খ** পবিত্র কুরআনের আয়াত নাজিল হতে থাকলে মহানবি (স) তা দ্রুত পাঠ ও মুখস্থ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়তেন। রাসুল (স)-এর এরূপ ব্যাকুলতা দেখে মহান আল্লাহ তাকে সান্ত্বনা দেন এবং বলেন, আপনার ব্যাকুল হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমি নিজেই এটি সংরক্ষণ করব এবং আপনার অন্তরে গেঁথে দেয়ার ব্যবস্থা করব।
- গ** নাজিলের বেত্রে অন্য আসমানি কিতাবের সাথে কুরআনের বিশেষ পার্থক্য বলতে শিবক যে বিষয়টি বুঝাতে চেয়েছেন পবিত্র কুরআন ছাড়া বাকি যে ১০৩ খানা আসমানি কিতাব রয়েছে তা কিন্তু নবি-রাসুলদের ওপর একত্রে পূর্ণাঙ্গ আকারে নাজিল হয়েছে। পবিত্র কুরআন হলো এর ব্যতিক্রম। এটি দীর্ঘ তেইশ বছরে অল্প অল্প করে অবস্থার আলোকে, প্রয়োজন ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মহানবি (স)-এর ওপর নাজিল হয়। প্রথমে এটি লাওহে মাহফুজ বা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ ছিল। এরপর মহান আল্লাহ কদরের রাতে প্রথম আসমানের ‘বাইতুল ইযাহা’ নামক স্থানে পবিত্র কুরআন একত্রে নাজিল করেন। এরপর বিভিন্ন সময় প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং অবস্থার আলোকে বা কোনো তাৎপর্যক ঘটনা ঘটনাকে কেন্দ্র করে কখনো পাঁচ আয়াত, কখনো দশ আয়াত, কখনো আয়াতের অংশবিশেষ, আবার কখনো একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা নাজিল হতো।

**ঘ** পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাতে গিয়ে শিবক যে বক্তব্য পেশ করেছেন তা অত্যন্ত যৌক্তিক, বাস্তব এবং তথ্যনির্ভর। পবিত্র কুরআন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ। এরপরে আর কোনো আসমানি গ্রন্থ নাজিল হবে না এবং হওয়ার প্রয়োজনও নেই। কারণ কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সবকিছুর বর্ণনা এখানে রয়েছে। যেমন এ মহাগ্রন্থটি যে নবির ওপর নাজিল হয় তিনিও সর্বশেষ নবি। কাজেই পবিত্র কুরআন একটি সর্বজনীন কিতাব। এই আলোকে এটি একটি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব। এছাড়াও এর আরও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি একটি অপরিবর্তনীয়, অবিকৃত ও সন্দেহমুক্ত কিতাব। মহান আল্লাহ স্বয়ং এর রবার দায়িত্ব নিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন—

“ইন্না-নাহনু নাযযালনায যিকরা ওয়া ইন্না-লাহু লাহাফিযুন”

অর্থ : আমিই কুরআন নাজিল করেছি এবং অবশ্য আমিই এর সত্ত্বরবক। (সূরা আল-হিজর আয়াত-৯) এদিক থেকেও পবিত্র কুরআন একটি সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

#### প্রশ্ন- ২৩ ▶▶

মক্কি ও মাদানি সূরা

নবম শ্রেণির শিবার্থী মালিহা কিছুদিন হলো আল-কুরআন অর্থসহ তিলাওয়াত করছে। একদিন সে তার মাকে বলল, ‘আমি অনেকগুলো সূরা অধ্যয়ন করলাম, কোথাও তো ব্যবসা-বাণিজ্য, বিচারব্যবস্থা, উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদি পেলাম না। এখানে কেবল তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাত বিষয়ে আলোচনা রয়েছে।’ উত্তরে তার মা বললেন, ‘অধ্যয়ন করতে থাক। এতে তুমি যেমন সবই জানতে পারবে তেমনি, তোমার পিতামাতাকেও কিয়ামতের দিন পুরস্কৃত করা হবে।’

- ক. শানে নুযুল জানার উল্লেখযোগ্য উপকারিতা কয়টি? ১
- খ. কুরআন সংকলনের বেত্রে যায়দ (রা)-এর পন্থাগুলো লেখ। ২
- গ. মালিহা কোন ধরনের সূরাসমূহ অধ্যয়ন করেছে? ৩
- ঘ. মালিহার মায়ের বক্তব্য কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** শানে নুযুল জানার উল্লেখযোগ্য উপকারিতা দুইটি।

**খ** হযরত আবুবকর (রা) কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা) কুরআন সংকলনের বেত্রে চারটি পন্থা অবলম্বন করেন। যেমন : হাফিয সাহাবিদের তিলাওয়াতের মাধ্যমে প্রতিটি আয়াতের বিশুদ্ধতা ও নির্ভুলতা যাচাইকরণ। হযরত উমর (রা)-এর হিফযের সাথে মিলিয়ে আয়াতের বিশুদ্ধতা যাচাইকরণ। রাসুলুল্লাহ (স)-এর উপস্থিতিতে লিখিত হওয়ার ব্যাপারে নূনতম দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ। চূড়ান্তভাবে লিখিত আয়াতগুলো অন্যান্য সাহাবির সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির সাথে তুলনা ও যাচাইকরণ।

**গ** মালিহা মক্কি সূরা অধ্যয়ন করেছে। কুরআন অবতরণের সময় বিবেচনায় কুরআন মজিদের সূরাসমূহ ২ ভাগে বিভক্ত। যথা : মক্কি ও মাদানি। মহানবি (সা)-এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পূর্বে নাজিল হওয়া সূরাসমূহকে মক্কি সূরা বলা হয়। আল-কুরআনে মোট ৮৬টি মক্কি সূরা রয়েছে। এসব সূরায় তাওহিদ ও রিসালাতের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। তাছাড়া মৃত্যুর পরবর্তী জীবন কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম তথা আখিরাতের বর্ণনা এসব সূরায় প্রাধান্য পেয়েছে। উদ্দীপকের মালিহা পবিত্র কুরআন অর্থসহ তিলাওয়াত করে। তাই সে বুঝতে পারে, তার তিলাওয়াতকৃত সূরাসমূহে তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর এগুলো মক্কি সূরার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সুতরাং মালিহার তিলাওয়াতকৃত সূরাসমূহ মক্কি সূরার বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মালিহা মক্কি সূরা অধ্যয়ন করেছে।

**ঘ** মালিহার মায়ের বক্তব্য কুরআন-হাদিসের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আল-কুরআনের সূরাসমূহ ২ ভাগে বিভক্ত। যথা : মক্কি ও মাদানি। হিজরতের পূর্বে নাজিল হওয়া সূরাগুলো মক্কি এবং হিজরতের পর নাজিল হওয়া সূরাগুলো মাদানি সূরা নামে অভিহিত। মক্কি সূরাসমূহে তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাত বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। পরবর্ত্তে মাদানি সূরায় ব্যবসা-বাণিজ্য, বিচারব্যবস্থা, উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকের মালিহার বক্তব্যে বোঝা যায়, সে কেবল মক্কি সূরা অধ্যয়ন করেছে। তাই তার মা তাকে বললেন, ‘অধ্যয়ন করতে থাক। এতে তুমি যেমন সবই জানতে পারবে, তেমনি তোমার পিতামাতাকেও কিয়ামতের দিন পুরস্কৃত করা হবে।’ অর্থাৎ মালিহা কুরআন অধ্যয়ন অব্যাহত রাখলে একদিন ঠিকই মাদানি সূরা পাবে, যেখানে সে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিচারব্যবস্থা, উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবে। আর কুরআন অধ্যয়নের ফলে সে দুনিয়া ও আখিরাতে যেমন সফলতা লাভ করতে পারবে, তেমনি তার পিতামাতাও কিয়ামতের দিন পুরস্কৃত হবে। হাদিসে এসেছে, ‘যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে, কিয়ামতের দিন তার পিতামাতাকে সূর্যের চাইতেও উজ্জ্বল মুকুট পরানো হবে।’ সুতরাং দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভের জন্য মালিহার মতো আমরাও অর্থসহ কুরআন অধ্যয়ন করব।

#### প্রশ্ন- ২৪ ▶▶

তিলাওয়াত : গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য

জনাব আবু সাঈদ একজন সৎলোক। তিনি রমযানে তারাবি সালাত আদায় করতে গিয়ে সুন্দর তিলাওয়াত শুনে তার ছেলে জুনায়েদকে একজন আদর্শ আলেম ও হাফেজে কুরআন হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তার বড় মেয়ে জামিলা পার্থিব দিক বিবেচনা করে এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে। তার স্ত্রী সাযমা তার মেয়ের ধারণা পরিবর্তন করতে গিয়ে রাসুলুল্লাহ (স)-এর নিম্নোক্ত হাদিসের মর্মার্থ বুঝিয়ে দেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি হরফ পাঠ করবে সে দশটি নেকি পাবে।’

- ক. কুরআন মজিদ কোথায় সংরক্ষিত ছিল? ১
- খ. কুরআন বুঝতে হাদিসের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। ২
- গ. জনাব আবু সাঈদ ছেলের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোন শিবা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. জামিলার মানসিকতা পরিবর্তনে সাযমার উদ্ভূত হাদিসের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** পৃথিবীতে অবতরণের পূর্বে কুরআন মজিদ প্রথম আসমানের বায়তুল ইযাহাতে সংরক্ষিত ছিল।

**খ** কুরআন মজিদে আল্লাহ তায়ালা ইসলামি শরিয়তের যাবতীয় আদেশ, নিষেধ, বিধিবিধান বর্ণনা করেছেন। এতে শরিয়তের আহকাম, মূলনীতি ও নির্দেশনাবলি অতি সৎরূপে বিবৃত হয়েছে। আর এ সৎরূপে নির্দেশগুলোকে কার্যকরী করার জন্য মহানবি (স) হাদিসের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতেন। তাই কুরআন ভালোভাবে বুঝতে হাদিসের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

**গ** জনাব আবু সাঈদ রমযান মাসে তারাবি সালাত আদায় করতে গিয়ে সুন্দর তিলাওয়াত শুনে তার ছেলে জুনায়েদকে একজন আদর্শ আলেম ও হাফেজে কুরআন হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। এর দ্বারা আমরা ধারণা করতে



পারি যে, জনাব আবু সাঈদ সুললিতকণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত শুনে উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়ে প্রভাবিত হয়েছেন। নবি কারিম (স) বলেন, ‘যে ব্যক্তি সুললিতকণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করে না, সে আমার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।’ অতএব জনাব সাঈদ সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতে মুগ্ধ হয়েছেন এবং ছেলেকে হাফেজ ও আলেম বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

**ঘ** জামিলার মানসিকতার পরিবর্তনে সায়মার উদ্ভূত হাদিসটির ভূমিকা অতুলনীয়। মহানবি (স) বলেন ‘যে ব্যক্তি আলরাহর কিতাবের একটি হরফ তিলাওয়াত করে সে নেকি পেল, আর এ নেকির পরিমাণ হচ্ছে দশগুণ।’ (তিরমিযি) উদ্দীপকের আবু সাইদ তার ছেলে জুনায়েদকে একজন আদর্শ আলেম ও হাফেজে কুরআন হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। তার এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে তারই বড় মেয়ে জামিলা। আমরা ফরজ ও ওয়াজিব ইবাদতের পাশাপাশি বিভিন্ন নফল ইবাদত করে থাকি। তন্মধ্যে কুরআন তিলাওয়াতের মতো নফল ইবাদতে আমরা দশগুণ বেশি নেকি হাসিল করি। কুরআন তিলাওয়াত সর্বশ্রেষ্ঠ নফল ইবাদত। রাসুল (স) বলেন, ‘আমার উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক ফজিলতপূর্ণ ইবাদত হচ্ছে কুরআন পাঠ।’ (বায়হাকি) সুতরাং হাদিসটি শুনে জামিলা বুঝতে পারে কুরআন তিলাওয়াত অধিক মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত। এ উপলব্ধি থেকে জামিলা তার ছোট ভাইকে একজন আদর্শ আলেম ও হাফেজে কুরআন হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্তে সম্মত হবে বলে আশা করা যায়। সুতরাং জামিলার মানসিকতা পরিবর্তনে সায়মার উদ্ভূত হাদিসের ভূমিকা অপরিসীম।

#### প্রশ্ন- ২৫ ▶▶

সূরা আশ-শামস

জাকিয়া সূরা আশ-শামস তিলাওয়াত করছিল। পাশে বসে সাদিয়া শুনছিল। সাদিয়া জাকিয়াকে সূরাটির অনুবাদসহ পড়তে বলল। তারা জানতে পারল, সফলতা অর্জন করতে হলে করণীয় কী এবং ছামুদ জাতির পরিণতির কথা।

[পাঠ : ৬]

- ক. সূরা আশ-শামস পবিত্র কুরআনের কততম সূরা? ১
- খ. সূরা আশ-শামসে কী কী বস্তুর শপথ করা হয়েছে এবং কেন? ২
- গ. জাকিয়া ও সাদিয়া সফলতার জন্য কী করণীয় বলে জেনেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জাতির পরিণতি থেকে আমাদের যে শিবা নেওয়া উচিত তা বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সূরা আশ-শামস পবিত্র কুরআনের ৯১তম সূরা।

**খ** সূরা আশ-শামসে আলরাহ তায়ালার সূর্যের ও তার কিরণের, চাঁদের, দিনের, রাতের, আকাশের এবং তার নির্মাণকারীর, পৃথিবীর এবং মানুষের শপথ করেছেন। আলরাহ তায়ালার সূর্যের পরবর্তী আয়াতগুলোতে বর্ণিত বিষয়ের তাগিদ বা গুরুত্ব বোঝানোর জন্য এসব জিনিসের শপথ করেছেন।

**গ** জাকিয়া ও সাদিয়া সূরা আশ-শামস থেকে সফলতার জন্য তাদের করণীয় কী তা জানতে পেরেছে। সূরা আশ-শামস পবিত্র কুরআনের ৯১তম সূরা। উদ্দীপকের জাকিয়া ও সাদিয়া এ সূরাটি অনুবাদসহ পাঠ করেছে। সূরাটি অধ্যয়নের ফলে সফলতা অর্জনের জন্য তাদের করণীয় তারা জানতে পেরেছে। তারা আরও জানতে পেরেছে ছামুদ জাতির পরিণতির কথা। বস্তুত আলরাহ তায়ালার মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে সংকর্মে ও অসং কর্মের জ্ঞান দান করেছেন। এতদসত্ত্বেও যে মানুষ নিজেকে পাপের দ্বারা কলুষিত করে তার ধ্বংস অনিবার্য। এ অনিবার্য ধ্বংস ও রতি থেকে রবা পেয়ে সার্বিক সফলতা অর্জনের জন্য উদ্দীপকের রিনা ও বীণার করণীয় হলো নিজেদেরকে পবিত্র ও

পরিশুদ্ধ করা এবং সংকর্মে করা। তাছাড়া তাদেরকে এ সূরায় বর্ণিত ছামুদ সম্প্রদায়ের প্রতি আলরাহ তায়ালার শাস্তি সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে। আলরাহ তায়ালার অবাধ্য হলে যে ধ্বংস অনিবার্য— এ বিষয়টি মনে রেখে আলরাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে হবে এবং সং ও পুণ্যকর্মের মাধ্যমে নিজেদের পূত-পবিত্র রাখতে হবে। আর তা হলেই জাকিয়া ও সাদিয়া ইহ ও পরকালীন সফলতা লাভ করতে পারবে।

**ঘ** উদ্দীপকে জাকিয়া ও সাদিয়া সূরা আশ-শামস থেকে ছামুদ জাতির পরিণতির কথা জানতে পারে। তাই পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ছামুদ জাতির পরিণতি থেকে আমাদের শিবা নেওয়া উচিত। আমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে যারা অবাধ্য ছিল আলরাহ তায়ালার দুনিয়াতেই তাদের শাস্তি প্রদান করেন। যেমন ছামুদ জাতিকে তাদের অবাধ্যতার জন্য আলরাহ তায়ালার ধ্বংস করে দেন। ছামুদ সম্প্রদায় ছিল খুবই উন্নত ও সমৃদ্ধ একটি জাতি। তাদের প্রতি নবি হিসেবে পাঠানো হয়েছিল হযরত সালিহ (আ)-কে। কিন্তু তারা তাঁকে অবিশ্বাস করে এবং তাঁর নির্দেশ অমান্য করে। ছামুদ জাতির এ অবাধ্যতার কারণে আলরাহ তাদের ওপর বিপদের পাহাড় চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেন। উদ্দীপকের জাকিয়া ও সাদিয়া সূরা আশ-শামস অর্থসহ পাঠ করে ছামুদ জাতির এ করণ পরিণতির কথা জানতে পারে। আর এ থেকে আমরা যা শিবা নিতে পারি তাহলো, যে ব্যক্তি নিজেকে পাপ-পঙ্কিলতায় জড়িয়ে ফেলবে সে ব্যর্থ ও ধ্বংস হবে। সুতরাং আলরাহ তায়ালার শাস্তি সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে হবে। সং ও পুণ্যকর্মের মাধ্যমে নিজেদেরকে পূত-পবিত্র রাখতে হবে। আর তাহলেই আমরা ইহ ও পরকালীন সফলতা লাভ করতে পারব।

#### প্রশ্ন- ২৬ ▶▶

সূরা আদ-দুহা

স্কুলে প্রবেশ করবে এমন সময় গেইটের সামনে একজন ভিক্ষুক শাহীনার কাছে কিছু চেয়ে হাত পাতলে সে বিরক্ত হয়ে ভিক্ষুককে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। বিষয়টি লব্ধ করে তার শিবক পরবর্তীতে তাকে ডেকে বললেন, “তুমি কাজটি ঠিক করনি। তোমার পরিবর্তে কুরআনের একটি বিশেষ সূরা অধ্যয়ন করা উচিত। কেননা এটি তোমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবে।”

- ক. আশ-শামস অর্থ কী? ১
- খ. শানে নুযুল বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. শিবক শাহীনাকে কোন সূরা অধ্যয়ন করতে বলেছেন? ৩
- ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত সূরাটির শিবা বর্ণনা কর। ৪

#### ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** আশ-শামস অর্থ সূর্য।

**খ** ‘শান’ শব্দের অর্থ অবস্থা, মর্যাদা, কারণ, ঘটনা পটভূমি। আর নুযুল অর্থ অবতরণ। অতএব, শানে নুযুল অর্থ অবতরণের কারণ বা পটভূমি। ইসলামি পরিভাষায়, আল-কুরআনের সূরা বা আয়াত নাজিলের কারণ বা পটভূমিকে শানে নুযুল বলা হয়।

**গ** শিবক শাহীনাকে সূরা আদ-দুহা অধ্যয়ন করতে বলেছেন। সূরা আদ-দুহা আল-কুরআনের ৯৩তম সূরা। ১১টি আয়াত বিশিষ্ট এ মক্কি সূরাটি কাফিরদের ঠাট্টা-বিদ্রোহ ও গুজবের প্রতিবাদে প্রিয় নবি (স)-কে সাম্ভূনা প্রদান করে আলরাহ তায়ালার নাজিল করেন। এ সূরা থেকে আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শিবা লাভ করি। কিন্তু উদ্দীপকের শাহীনার চরিত্রে এ সূরার শিব্য প্রতিফলন ঘটেনি। তাই একজন ভিক্ষুক যখন তার কাছে কোনো কিছু চায় তখন

সে বিরক্ত হয়ে ভিবুককে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। অথচ সূরা আদ-দুহার ১০নং আয়াতে আলরাহ তায়লা বলেছেন, “এবং প্রার্থীকে ধমক দেবেন না।” সুতরাং বলা যায়, শাহীনাতে শিবক সূরা আদ-দুহা অধ্যয়ন করতে বলেছেন।

**ঘ** মানবজীবনের জন্য সূরা আদ-দুহার শিবা বর্ণনাতীত। কেননা, সূরা আদ-দুহা অধ্যয়ন করলে আমরা জানতে পারি, দুনিয়ার সকল কল্যাণ ও নিয়ামত আলরাহর দান। এসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের সবার কর্তব্য। যেমন আলরাহ তায়লা আমাদের ইমান, কুরআন, ধন-দৌলত, জ্ঞান-বুদ্ধি ইত্যাদি নিয়ামত দান করেছেন। তাই এসবের জন্য আলরাহ তায়লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। তেমনিভাবে আমাদের সমাজে যারা ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তি আছেন তাদের উচিত গরিব-দুঃখী, ইয়াতিম ও ভিবুকদের কল্যাণ করা। আর অভাবী সাহায্যপ্রার্থী, ইয়াতিমদের প্রতি কঠোর হওয়া যাবে না। এবং তাদের ধমকও দেওয়া যাবে না। এটিই আলরাহর নির্দেশ। সুতরাং শাহীনার উচিত আলরাহর এ নির্দেশ পালন করে সঠিক কাজটি করা। বিশেষ করে ভিবুকদের প্রতি বিরক্ত না হয়ে তাদের সাথে সদ্যবহার করা।

#### প্রশ্ন- ২৭ ▶▶

সূরা আল-ইনশিরাহ

রহমান সাহেব পবিত্র কুরআনের একটি সূরা পাঠ করে জানতে পারলেন যে, রাসুল প্রেমিক একজন দীনদার মুসলিম দীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে অনেক প্রতিকূল সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন, তাতে ভেঙে পড়লে চলবে না। কারণ কষ্টের পরই তো আছে সুখ আর শান্তি।

[পাঠ : ৮]

- |  |   |
|--|---|
| ক. আল-কুরআন কার মাধ্যমে নাজিল হয়?                                   | ১ |
| খ. সূরা আদ-দুহার শানে নুযুল লেখ।                                     | ২ |
| গ. রহমান সাহেব পবিত্র কুরআনের কোন সূরা পাঠ করেছেন? ব্যাখ্যা কর।      | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে যে সূরার প্রতি ইজ্জিত করা হয়েছে তার মূলভাব বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

#### ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক** আল-কুরআন হযরত জিবরাইল (আ) এর মাধ্যমে নাজিল হয়।
- খ** একবার রাসুলুল্লাহ (স) অসুস্থ থাকার কারণে দুই-তিন রাত তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতে পারেননি। এ সময় জিবরাইল (আ) আলরাহ তায়লার পব থেকে তাঁর নিকট ওহি নিয়ে আগমন করেননি। এতে মক্কার কাফির, মুশরিকরা বলতে লাগল যে, মুহাম্মদ (স)-কে তাঁর প্রতিপালক পরিত্যাগ করেছে এবং তাঁর প্রতি বিরূপ হয়েছে। কাফিরদের এসব কথায় মহানবি (স) মর্মান্বিত হন। তখন আলরাহ তায়লা প্রিয়নবি (স)-কে সান্ত্বনা প্রদান করে এ সূরা নাজিল করেন।
- গ** রহমান সাহেব পবিত্র কুরআনের সূরা আল-ইনশিরাহ পাঠ করেছেন। নবুয়ত লাভের পর মহানবি (স) ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলে মক্কাবাসীরা তার বিরোধিতা শুরু করে। তারা তাঁকে নানাভাবে ঠাট্টা-বিদ্‌ প ও উপহাস করতে থাকে। তাঁকে কবি, গণক, যাদুকর, পাগল ইত্যাদি বলে কষ্ট দিতে থাকে। মহানবি (স) ও নওমুসলিম সাহাবীগণের উপর নানাভাবে অত্যাচার নির্যাতন চালাতে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে সূরা আল-ইনশিরাহ অবতীর্ণ করে আলরাহ তায়লা মহানবি (স)-কে সান্ত্বনা প্রদান করে বলেন নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। অর্থাৎ মানবজীবনে সুখ-দুঃখ থাকবেই। তবে দুঃখ ও কষ্টে হতাশ হওয়া চলবে না। বরং ধৈর্যসহকারে এর মোকাবিলা করতে হবে। এ কথাগুলোর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় উদ্দীপকে। রহমান সাহেব পবিত্র কুরআনের একটি সূরা পাঠ করে জানতে পারেন, রাসুলপ্রেমিক একজন দীনদার মুসলিম দীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে অনেক প্রতিকূল সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে, তাতে ভেঙে পড়লে

চলবে না। কারণ কষ্টের পরই তো আছে সুখ আর শান্তি। সুতরাং রহমান সাহেবের পঠিত সূরাটির বিষয়বস্তু সূরা আল-ইনশিরাহ-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় আমরা বলতে পারি, তিনি সূরা আল-ইনশিরাহ পাঠ করেছেন।

**ঘ** উদ্দীপকে সূরা আল-ইনশিরাহ-এর প্রতি ইজ্জিত করা হয়েছে। এখানে মহানবি (স)-এর উপর অনুগ্রহের কথা বলা হয়েছে। সূরা আল-ইনশিরাহ আল-কুরআনের ৯৪তম সূরা। ৮ আয়াত বিশিষ্ট এ মক্কি সূরায় আলরাহ তায়লা মহানবি (স)-কে সান্ত্বনা প্রদান করেন। উদ্দীপকের রহমান সাহেব এ সূরাটি পাঠ করে জানতে পারেন, রাসুল প্রেমিক একজন দীনদার মুসলিম দীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে অনেক প্রতিকূল সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন, তাতে ভেঙে পড়লে চলবে না। কারণ কষ্টের পরই তো আছে সুখ আর শান্তি। তার সামনে আদর্শ রয়েছে, প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)। আর সে অবস্থায় আলরাহ তায়লাই তাঁর প্রতি অনেক নিয়ামত ও অনুগ্রহ দান করেছিলেন। সে অনুগ্রহের কথাই বলা হয়েছে সূরা আল-ইনশিরাহ-এ। মহানবি (স)-এর জন্মগ্রহণের সময় আরবের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। তারা নানা প্রকার অন্যায়-অত্যাচার ও অশরীল কাজে লিপ্ত ছিল। মহানবি (স) এসব পছন্দ করতেন না। আরবদের মারামারি, হানাহানি তাঁকে ভীষণভাবে কষ্ট দিত। আলরাহ তায়লা তাঁকে নবুয়ত দান করে এ কষ্ট থেকে মুক্তি দেন এবং তাঁর মর্যাদা সম্মুন্ন করেন। নবুয়ত লাভের পর আরবদের মাঝে ইসলাম প্রচার শুরব করলে তারা মহানবি (স)-কে বিভিন্নভাবে বাধা দিতে থাকে। তারা মহানবি (স) ও নওমুসলিমদের প্রতি অত্যাচার-নির্যাতন চালাতে থাকে। এ সময় মহানবি (স) উদ্বিগ্ন ও হতাশ হয়ে পড়লে আলরাহ তায়লা তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, দুঃখের পরই সুখ আসে। প্রকৃতপক্ষে কাফিরদের এসব অত্যাচার-নির্যাতন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, বরং অবশেষে আলরাহ তায়লা মুসলমানদের বিজয় দান করেন।

#### প্রশ্ন- ২৮ ▶▶

সূরা আত-তীন

নবম শ্রেণির ইসলাম শিবা বিষয়ের শিবক জনাব আফসার উদ্দিন একটি সূরার পাঠে মানুষের গঠন, স্বভাব ও আচরণ সম্পর্কে বলছিলেন। তিনি বলেন, মানুষ আকৃতিগতভাবে সুন্দর। অতএব তার কার্যকলাপও অতি সুন্দর হওয়া উচিত। সৎকর্মশীলদের পুরস্কার অফুরন্ত। আর মানুষ যদি অসৎ কর্মে লিপ্ত হয় তবে তার শাস্তিও হবে অতি কঠোর।

- |   |   |
|---|---|
| ক. মানবজাতির সুন্দর আকৃতির কথা কোন সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে?                              | ১ |
| খ. মানবজীবনে সৎকর্মের প্রয়োজন কেন?   | ২ |
| গ. উদ্দীপকে যে কর্ম থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে তার জন্য করণীয় কী? ব্যাখ্যা কর।           | ৩ |
| ঘ. ‘সৎকর্মশীলদের পুরস্কার অফুরন্ত’ – বিষয়টি শিবকের তিলাওয়াতকৃত সূরার আলোকে বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

#### ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক** মানবজাতির সুন্দর আকৃতির কথা সূরা আত-তীন উল্লেখ করা হয়েছে।
- খ** পরকালীন জীবনে সফলতা লাভের জন্য মানবজীবনে সৎকর্মের প্রয়োজন। হাশরের ময়দানে মানুষের সমস্ত কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। যারা সৎকর্মশীল সেদিন কেবল তারাই কৃতকার্য হবেন। অর্থাৎ সৎকর্মশীলগণ পরকালে অশেষ ও অফুরন্ত পুরস্কার লাভ করবেন। তাদের জন্য জান্নাতের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং মানবজীবনে সৎকর্মের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকতে আমাদের যথেষ্ট করণীয় রয়েছে। কারণ অসৎকর্ম করলে মানুষ মনুষ্যত্বের স্তর থেকে পশুত্বের স্তরে নেমে যায়। তাছাড়া মানুষ যদি সৎকাজ না করে অসৎকাজে লিপ্ত হয় তাহলে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে তাকে লাঞ্চিত ও অপমানিত করেন। তাকে শাস্তি প্রদান করেন। এজন্য উদ্দীপকের শিবক জনাব আফসার উদ্দিন তার বক্তব্যের এক পর্যায়ে বলেন, ‘মানুষ যদি অসৎকর্মে লিপ্ত হয় তার শাস্তিও হবে অতি কঠোর।’ সুতরাং আমাদের অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকা উচিত। এজন্য আমাদের করণীয় হলো আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। কারণ আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে জীবন পরিচালনায় নীতি ও আদর্শের অনুসরণ করতে বাধ্য করে। যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাস করে সে পরকালে জবাবদিহিতার ভয়ে প্রত্যহ তার প্রতিটি কাজের হিসাব নিজেই নিয়ে থাকে। এভাবে দৈনন্দিন আত্মসমালোচনার মাধ্যমে আমরা নিজেদের ভুলত্রুটি শুধরিয়ে নিতে পারি এবং অসৎ কর্ম থেকে বিরত থেকে সচ্চরিত্রবান হিসেবে গড়ে উঠতে পারি।

**ঘ** উদ্দীপকের শিবক জনাব আফসার উদ্দিনের আলোচিত বিষয়বস্তু সূরা আত-তীনের বিষয়বস্তু। এ আলোচনা সূত্রেই তিনি বলেন, ‘সৎকর্মশীলদের পুরস্কার অফুরন্ত’। সূরা আত-তীন আল-কুরআনের ৯৫তম সূরা। মানবজাতির জন্য পরিপূর্ণ সফলতা লাভের দিবনির্দেশনা ও পরকালের জবাবদিহির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে আল্লাহ এ সূরা নাজিল করেন। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর সৃষ্টি হিসেবে ঘোষণা করেন। তবে মানুষ যদি ভালো কাজ না করে অসৎ কাজে লিপ্ত হয় তাহলে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে তাকে লাঞ্চিত ও অপমানিত করেন। তাকে শাস্তি প্রদান করেন। আর যারা ইমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে অশেষ পুরস্কার। সূরা আত-তীনের এ বর্ণনার সাথে মিলে যায় উদ্দীপকের শিবক জনাব আফসার উদ্দিনের বক্তব্য।

তিনি বলেছেন, ‘সৎকর্মশীলদের পুরস্কার অফুরন্ত’। আর মানুষ যদি অসৎকর্মে লিপ্ত হয় তবে তার শাস্তিও হবে অতি কঠোর।’ বস্তুত মানুষের সম্মান ও মর্যাদা সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল। অসৎকর্ম করলে মানুষ মনুষ্যত্বের স্তর থেকে পশুত্বের স্তরে নেমে যায়। সৎকর্মশীল ও পুণ্যবানদের জন্য পরকালে জান্নাতের ঘোষণা দেয়া হয়েছে আল্লাহর পব থেকে। আর জান্নাতে সব ধরনের নিয়ামত বিদ্যমান। একটি হাদিসে কুদসিতে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ‘আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য (জান্নাতে) এমন সব নিয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান কোনোদিন তা শুনেনি এবং কোনো মানব হৃদয় কখনো কল্পনাও করতে পারেনি।’ সুতরাং এ অফুরন্ত পুরস্কার লাভের জন্য আমাদেরকে সৎকর্মশীল হতে হবে।

## প্রশ্ন- ২৯ ▶▶

সূরা আল-মাইন

মতিন সাহেব আসরের পর বাসায় বসে পত্রিকা পড়ছিলেন। ঐ সময় পাশের বাড়ির জরিনা বেগম এক কাপ চিনির জন্য আসলে তার স্ত্রী তাকে ফিরিয়ে দেয়। মতিন সাহেব কারণ জানতে চাইলেন। কিন্তু জবাব পেলেন না। অতঃপর ছেলে নামায পড়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। ছেলে জবাব দিল পড়েনি। মতিন সাহেব তাদের উভয়কে সূরা মাইনের আলোকে কিছু উপদেশ দিলেন।

- ক.** সূরা আল-মাইন কোথায় অবতীর্ণ হয়? ১
- খ.** বর্তমান কুরআন মজিদ কী প বিন্যাসে বিদ্যমান রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ.** মতিন সাহেবের স্ত্রী ও ছেলের কর্মকাণ্ড সূরা আল-মাইনের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ.** মতিন সাহেবের পরিবারের প্রতি উপদেশ উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা কর। ৪

?

**ক** সূরা আল-মাইন মক্কায় অবতীর্ণ হয়।

**খ** বর্তমান কুরআন মজিদ সেরূ প বিন্যাসেই বিদ্যমান রয়েছে যেহেতু প বিন্যাসে লাওহে মাহফুজে রয়েছে। রাসূল (স) যেভাবে কোন আয়াতের পর কোন আয়াত হবে বলে গেছেন সেভাবেই সংকলন করা হয় যা বর্তমানে আমাদের নিকট পবিত্র কুরআন পৌঁছে বিদ্যমান।

**গ** মতিন সাহেবের স্ত্রী ও ছেলের কর্মকাণ্ড সূরা আল-মাইনের শিবার পরিপন্থী। এ সূরায় কাফির ও মুনাফিকদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও কাজের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কাফির-মুনাফিকরা বিচার দিবস, তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতে অস্বীকার করে। আর এ কারণে তারা ঠিকমতো সালাত আদায় করে না। সালাতের প্রতি উদাসীনতা মুনাফিকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া আখিরাতে অস্বীকৃতি তাদেরকে এত বেশি সংকীর্ণমনা করে দেয় যে, তারা অন্যের জন্য সামান্যতম ত্যাগ স্বীকার করতেও রাজি হয় না। অর্থাৎ গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোটখাটো বস্তু যেমন : হাড়ি-পাতিল, বালতি, দা, কুড়াল, দাড়িপাল্লা, চিনি, লবণ, পানি, দেয়াশলাই ইত্যাদি অন্যকে দেয় না। যেমনটি আমরা দেখি উদ্দীপকের মতিন সাহেবের স্ত্রী ও ছেলের চরিত্রে। পাশের বাড়ির জরিনা বেগম এককাপ চিনির জন্য এলে মতিন সাহেবের স্ত্রী তাকে ফিরিয়ে দেয়। আবার মতিন সাহেবের ছেলে ঠিকমতো সালাত আদায় করে না। অর্থাৎ সালাত সম্পর্কে সে উদাসীন। অথচ সূরা আল-মাইনের বর্ণনা মতে সালাতে উদাসীনতা ও অবহেলার জন্য রয়েছে মহাধ্বংস। সুতরাং বলা যায়, মতিন সাহেবের স্ত্রী ও ছেলের কর্মকাণ্ড সূরা আল-মাইনের শিবার পরিপন্থী। তাদের এরূপ কর্মকাণ্ড কাফির-মুনাফিকদের কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

**ঘ** মতিন সাহেব তার পরিবারের সদস্যদের প্রতিবেশীর প্রতি আচরণ এবং নামাযে উদাসীনতা দেখে উপদেশ দেন তারা যেন সূরা আল-মাইন থেকে শিবা গ্রহণ করে। বিচার দিবসকে অস্বীকার করা খুবই জঘন্য কাজ। এটি কাফির ও মুনাফিকদের কাজ। ইয়াতিম ও দুস্থদের তাড়িয়ে দেওয়া নয়, বরং তাদের যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে।

ইয়াতীম, নিঃস্বদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য পরিবার-পরিজন আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীকে উৎসাহ দিতে হবে। কোনোক্রমেই সালাতে অবহেলা করা চলবে না। লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করা যাবে না। বরং বিশুদ্ধ নিয়তে সঠিকভাবে আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সালাত আদায় করতে হবে। সালাতে উদাসীন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে মহাধ্বংস।

## প্রশ্ন- ৩০ ▶▶

সুন্নাহ, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা

কাওয়ায়েদ সাহেব একজন পরহেজগার ব্যক্তি। তিনি আল্লাহ ও রাসূলের সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলেন। হঠাৎ একদিন তিনি বিপদে পড়েন। তখন লোকে তার বিভিন্ন সমালোচনা করতে শুরব করে। কিন্তু তিনি ধৈর্যের সাথে সবকিছু মোকাবিলা করেন এবং কুরআন ও হাদিস অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করেন।

[পাঠ-১১ ও ২০]

- ক.** সনদ কী? ১
- খ.** হাদীস কত প্রকার ও কী কী? বর্ণনা কর। ২
- গ.** কাওয়ায়েদ সাহেব মহানবি (স)-এর কোন হাদিস থেকে শিবা পেয়েছেন? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ.** কাওয়ায়েদ সাহেবের মতে শিবা গ্রহণ করা মানবজীবনে অতীব গুরুত্ববহ ও প্রয়োজনীয়- বিশেষণ কর। ৪

?



**ক** হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে হাদিসের রাবিগণের পর্যায়ক্রমিক উল্লেখ বা বর্ণনা পরম্পরায় সন্দ।

**খ** মতন তথা হাদিসের মূল বক্তব্যের ভিত্তিতে হাদিস ৩ প্রকার। যথা: ১. কাওলি ২. ফিলি এবং ৩. তাকরিরি। সনদের ভিত্তিতে হাদিস আবার তিন প্রকার। যথা : ১. মারফু হাদিস ২. মাওকুফ হাদিস এবং ৩. মাকতু হাদিস।

**গ** পরহেজগার মানুষ হিসেবে কাওয়ায়েদ সাহেব রাসুল (স)-এর বর্ণিত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সম্পর্কিত হাদিস হতে শিবালাভ করেছেন এবং তার বাস্তব জীবনে সৌটার আমল ফুটিয়ে তুলেছেন। পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বলা যায় মুসলিম শরিফের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সম্পর্কিত হাদিস থেকে তিনি পূর্ণ অবগত যে, মুমিন জীবন সর্বাবস্থায় কল্যাণময়। তাই সুখশান্তি, দুঃখবেদনা অথবা বিপদ-মুসিবত সকল অবস্থার মধ্যে মুমিনের জীবন মূলত কল্যাণকর। আর সুখশান্তির পাশাপাশি যদি দুঃখ বা বিপদ আসে, মনে করতে হবে সেটি আল্লাহর পর থেকে পরীবা। দুঃখকষ্টে, বিপদে নিপতিত হলে মুমিন ব্যক্তি হতাশ হয়ে পড়ে না। সে আল্লাহর আদেশ পালন করে এবং ধৈর্য সহকারে বিপদকে কেটে ওঠার চেষ্টা করে। মুমিন ব্যক্তির এ কাজ দেখে যে কেউ সমালোচনা করলে প্রকৃত মুমিন ব্যক্তির কিছুই আসে যায় না। উদ্দীপকে কাওয়ায়েদ সাহেব রাসুল (স)-এর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সম্পর্কিত হাদিস থেকে শিবালাভ করেছেন আর বিপদকে তিনি ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করেছেন।

**ঘ** উদ্দীপকে কাওয়ায়েদ সাহেব হাদিস থেকে শিবালাভ করেছেন। রাসুল (স)-এর বাণী, কাজ, মৌনসম্মতি ও তার সাহাবিদের কথা ও কাজকেই মূলত হাদিস বলা হয়। হাদিস শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস। মানবজীবনে হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আল-কুরআন মহান আল্লাহ তায়ালায় কিতাব। তার প্রত্যেকটি বিধিবিধান মেনে নেয়া প্রত্যেকটি মানুষের ওপর আবশ্যিক। আল-হাদিস পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যাস্বরূপ। রাসুল (স) কে পাঠানো হয়েছে পবিত্র কুরআনকে মানুষের নিকট ব্যাখ্যাস্বরূপ বুঝিয়ে দেয়ার জন্য। মানবজাতিক পবিত্র কুরআনের বিধিবিধান সুস্পষ্টভাবে অনুসরণের জন্য হাদিস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যেমন : কুরআনে সালাত কয়েমের কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু কীভাবে, কোন সময়, কত রাকআত আদায় করতে হবে তার নির্দেশনা দেওয়া হয়নি। অপরপরে যাকাতেরও অনুরূপ অবস্থা। তাই সকল বিষয় বিস্তারিত জানতে হাদিস অবশ্যই জানতে হবে। আর মানবজীবনের জন্য প্রত্যেকটি ইবাদত সুন্দরভাবে করতে হলে অবশ্যই কাওয়ায়েদ সাহেবের মতো শিবা গ্রহণ করতে হবে যা প্রমাণ করে মানবজীবনে হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

**প্রশ্ন- ৩১ ▶▶** নিয়ত সম্পর্কিত হাদিস

হাশেম সাহেব অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে বেশি সময় নিয়ে জাঁকজমক পোশাকে সালাত আদায় করেন। করিম সাহেব বললেন, আমিও সালাত আদায় করি। কিন্তু আপনার সালাতে এত দেরি হওয়ার কারণ কী? হাশেম সাহেব বললেন এভাবে সালাত আদায় করলে মানুষ আমাকে মুত্তাকি ও ধার্মিক মনে করবে। রহিম সাহেব বললেন, আপনার নিয়ত ঠিক করুন। কেননা হাদিসে আছে, ‘কর্মফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।’

- |  |   |
|--|---|
| ক. ‘নিয়ত’ অর্থ কী?  | ১ |
| খ. নিয়ত ঠিক হওয়া প্রয়োজন কেন?   | ২ |
| গ. হাশেম সাহেব কীভাবে সালাত আদায় করলে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে? ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে রহিম সাহেবের উল্লিখিত হাদিসটির ব্যাখ্যা কর।                          | ৪ |

**ক** ‘নিয়ত’ অর্থ ইচ্ছা বা সংকল্প।

**খ** যে কোনো কাজের ফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। এজন্য প্রতিটি কাজের নিয়ত ঠিক হওয়া প্রয়োজন। নিয়ত যদি ভালো হয় তবে ফলাফলও ভালো হবে আর নিয়ত যদি খারাপ হয় তবে ফলাফলও খারাপ হবে। এজন্য প্রতিটি কাজের নিয়ত ঠিক হওয়া প্রয়োজন।

**গ** উদ্দীপকের হাশেম সাহেব আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মনোযোগ সহকারে সালাত আদায় করলে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা মানুষ যদি সং উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে তবে সে তার পুরস্কার লাভ করবে। নেক নিয়তে কাজ করে ব্যর্থ হলেও সে তার জন্য পুরস্কার পাবে। আর যদি মন্দ উদ্দেশ্যে কাজ করে তবে সে শাস্তি ভোগ করবে। এমনকি খারাপ উদ্দেশ্যে ইবাদত করলে কিংবা ভালো কাজ করলেও তাতে কোনো সাওয়াব হয় না। বরং নিয়ত সঠিক না হওয়ায় সে ভালো কাজও মন্দ হিসেবে পরিগণিত হয়। উদ্দীপকের হাশেম সাহেবের মধ্যেও একই বিষয় পরিলবিত হয় যে তিনি মনোযোগ সহকারে সালাত আদায় করেন। কিন্তু তার উদ্দেশ্য হলো বেশি সময় নিয়ে সালাত আদায় করলে মানুষ আমাকে মুত্তাকি ও ধার্মিক মনে করবে। এ নিয়ত ঠিক নয়। তিনি লোক দেখানোর জন্য বেশি সময় নিয়ে সালাত আদায় করেন। এ অবস্থায় হাশেম সাহেবের নিয়ত ঠিক করতে হবে। কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্তে সালাত আদায় করতে হবে। নিয়ত ঠিক হলেই হাশেম সাহেবের সালাত আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে।

**ঘ** উদ্দীপকে রহিম সাহেবের উল্লিখিত হাদিসটি হলো ‘কর্মফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।’ উল্লিখিত হাদিসটি সহিহ বুখারি শরিফের সর্বপ্রথম হাদিস। এর তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক। মানুষের সকল কাজই নিয়তের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। নিয়ত বা উদ্দেশ্য ছাড়া মানুষ কোনো কাজই করে না। আর নিয়ত বা উদ্দেশ্য অনুযায়ীই কর্মের ফল নির্ধারিত হবে। আল্লাহ তায়ালা পরকালে মানুষের সকল কৃতকর্মের হিসাব নেবেন। সেদিন তিনি মানুষের সকল কাজের নিয়ত বা উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন। মানুষ যদি সং উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে তবে সে তার পুরস্কার লাভ করবে। নেক নিয়তে কাজ করে ব্যর্থ হলেও সে তার জন্য পুরস্কার পাবে। আর যদি মন্দ উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে তবে সে শাস্তি ভোগ করবে। এমনকি খারাপ উদ্দেশ্যে ইবাদত করলে কিংবা ভালো কাজ করলেও তাতে কোনো সাওয়াব হবে না। বরং নিয়ত সঠিক না হওয়ায় ভালো কাজও মন্দ হিসেবে পরিগণিত হবে। প্রতিটি কাজের ফলাফল যেহেতু নিয়তের ওপর নির্ভরশীল সেহেতু আমাদের উচিত কোনো কাজ করার পূর্বে নিয়ত ঠিক করে নেওয়া। নিয়ত ঠিক থাকলে কর্মে সফলতা আসবে আর যদি সফলতা না আসে তাহলে নিয়ত করার কারণে আল্লাহ পরিপূর্ণ সাওয়াব দিবেন।

**প্রশ্ন- ৩২ ▶▶** নিয়ত, ইসলামের ভিত্তি ও দানশীলতা সম্পর্কিত হাদিস

জামিল ও কামিল সহপাঠী। একদিন তারা বিকালে মাঠে বসে আড্ডা দিচ্ছিল। এমন সময় আসর সালাতের আযান হলে জামিল বলল, চল সালাত আদায় করে আসি। কামিল বলল সালাত ও সাওম পালন করতে আমার ভালো লাগে না। বুড়ো হলে হজ করার পর এসব আদায় করব। তখন একজন ভিক্ষুক তাদের কাছে সাহায্য চাইলে কামিল তাকে সাহায্য দিয়ে বলে, দান করলে মানুষ দানবীর বলবে, এজন্য সাহায্য দিলাম। জামিল বলল তোমার নিয়ত সহিহ কর, কারণ নিয়তের ওপর কাজের ফলাফল নির্ভর করে।

- |  |   |
|--|---|
| ক. কাজের ফলাফল কীসের ওপর নির্ভর করে?                         | ১ |
| খ. মানুষের নিকট প্রতিদিন দুজন ফেরেশতা আসে কেন?               | ২ |
| গ. সালাত ও সাওম সম্পর্কে কামিলের ধারণাটি কিরূপ? ব্যাখ্যা কর। | ৩ |

ঘ. কামিলের দান করার পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** কাজের ফলাফল নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভর করে।

**খ** মানুষের নিকট প্রতিদিন দুজন ফেরেশতা দোয়া করার জন্য আসে। অর্থাৎ বান্দাগণ প্রতিদিন সকালে উপনীত হলেই দুজন ফেরেশতা অবতরণ করেন। এঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দানকারীকে তুমি তার প্রতিদান দাও। আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! সম্পদ আটককারীকে (কৃপণ) বতিগ্রস্ত কর।

**গ** সালাত ও সাওম সম্পর্কে কামিলের ধারণাটি ইসলামের দৃষ্টিতে কুফরির নামান্তর। কারণ, পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত। তাহলো—ইমান, সালাত, যাকাত, হজ ও সাওম। এর কোনো একটিকে বাদ দিলে ইসলাম পরিপূর্ণ হয় না। মহানবি (স) একটি উপমার মাধ্যমে তা বর্ণনা করেছেন। বলা হয়েছে— ইসলাম হলো একটা তাঁবু সদৃশ ঘর। ইমান হলো তাঁবুর মধ্যস্থিত মূল খুঁটি। তাছাড়া সালাত, যাকাত, হজ ও সাওম বাকি চারটিও খুঁটি। এগুলো ছাড়া তাঁবু সদৃশ ইসলাম ঠিক থাকে না। ইসলামের পূর্ণতার জন্য এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উদ্দীপকের কামিলের মধ্যে আমরা এ পাঁচটি খুঁটির মধ্যে স্পষ্টরূপে সালাত ও সাওমের গুরুত্বকে অস্বীকার করা দেখতে পাই। তাকে সালাতের কথা বলা হলে সে বলে সালাত ও সাওম পালন করতে তার ভালো লাগে না। তাছাড়া আরও বলে বুড়ো হলে হজ করার পর এসব আদায় করবে। মূলত তার এ ধরনের অজুহাত ইসলামের পাঁচটি মূলভিত্তিকে অস্বীকার করারই নামান্তর। যা কুফরির শামিল।

**ঘ** কামিলের দান করার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। মানুষের সকল কাজই নিয়ন্ত্রণের সাথে সর্থির। নিয়ত বা উদ্দেশ্য ছাড়া মানুষ কোনো কাজই করে না। মানুষ যদি সং উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে তবে সে তার পুরস্কার লাভ করবে। আর যদি মন্দ উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে তবে সে শাস্তি পাবে। এমনকি খারাপ উদ্দেশ্যে ইবাদত করলে কিংবা ভালো কাজ করলেও তাতে কোনো সাওয়াব হয় না বরং নিয়ত সঠিক না হওয়ার কারণে তা মন্দ হিসেবে পরিগণিত হয়। যেমনটি উদ্দীপকের কামিলের কর্মকাণ্ডে প্রকাশ পেয়েছে। কামিল ভিক্ষুককে সাহায্য দেওয়ার সময় বলে এ সাহায্যের কারণে মানুষ আমাকে দানবীর বলবে। তার দান করার কাজটি অবশ্যই ভালো ছিল যদি তা বিশুদ্ধ নিয়ত ও বিশুদ্ধ অন্তকরণে হতো। কিন্তু তা হয়েছে লোক দেখানো যাকে রিয়া বলা হয়। যার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। সে যদি মুক্তি পেতে চায় তাহলে তাকে সহিহ নিয়তে দান করতে হবে। সাথে সাথে অতীত কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর দরবারে বমতা চাইতে হবে। নিয়ন্ত্রণের ওপরেই কাজের সফলতা নির্ভর করে। অর্থাৎ নিয়ত যদি ভালো হয় তবে ব্যক্তি উত্তম প্রতিদান লাভ করবে। আর নিয়ত যদি খারাপ হয় তবে ভালো কাজ করলেও ব্যক্তি সাওয়াব লাভ করবে না। আল্লাহ তায়ালা মানুষের বাহ্যিক আমলের সাথে সাথে অন্তরে অবস্থাও লব করেন। সুতরাং সকল কাজেই নিয়তকে বিশুদ্ধ রাখা উচিত। লোক দেখানোর জন্য বা পার্থিব কোনো লাভের আশায় সংকর্ম করা উচিত নয়। বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সন্তুষ্টির জন্য সব কাজ করা উচিত। নচেৎ, পরিণতি ভয়াবহ তথা জাহান্নাম।

### প্রশ্ন- ৩৩ ▶▶

বৃহদ্রোপণ সম্পর্কিত হাদিস

বৃহদ্রোপণ করা কাজটি আকমল সাহেব খুব পছন্দ করতেন। বর্ষা শুরব হওয়ায় তিনি অনেক টাকা ব্যয় করে বেশ কিছু চারা কিনে বাড়িতে এনে জমা করেন। এটা দেখে তার স্ত্রী বিরক্ত হন। কিন্তু আকমল তার স্ত্রীকে বুঝিয়ে বলেন, ‘বৃহদ্রোপণ করা সাদকায়ে যারিয়ার কাজ।’

- ক. ইসলাম কয়টি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত? ১  
খ. উত্তম মানুষ কারা? ২  
গ. আকমল সাহেবের কাজটি হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৩  
ঘ. আকমল সাহেবের স্ত্রীর বক্তব্য কতটুকু গ্রহণযোগ্য? বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত?

**খ** উত্তম মানুষ হলো তারা যাদের দেখলে আল্লাহ তায়ালায় কথা স্মরণ হয়। এসব ব্যক্তির চালচলন, আচার ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ইসলামের রীতিনীতি অনুযায়ী পরিচালিত হয়। রাসুল (স) ইরশাদ করেন, ‘তোমাদের মধ্যে ভালো লোক তারা, যাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়।’

**গ** আকমল সাহেবের কাজটি অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কারণ তিনি বৃহদ্রোপণ খুবই পছন্দ করেন।

তিনি বাজার থেকে চারাগুলো কিনে এনেছেন এবং তা রোপণ করবেন। বৃহদ্রোপণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং মানুষ বৃষের মাধ্যমে নানাতাবে উপকৃত হয়ে থাকে। ইসলাম বৃহদ্রোপণ করার প্রতি মানুষকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করেছে। হাদিসে রাসুল (স) ইরশাদ করেছেন, ‘কোনো মুসলমান যদি বৃহদ্রোপণ করে কিংবা কোনো ফসল আবাদ করে, এরপর তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু কিছু ভরণ করে তবে তার জন্য সাদকা হিসেবে গণ্য হবে।’ (বুখারি ও মুসলিম) বৃহদ্রোপণের মাধ্যমে পার্থিব ও পরকালীন কল্যাণ লাভ করা যায়। তাই বলা যায়, আকমল সাহেবের কাজটি হাদিসের আলোকে অত্যন্ত পুণ্যের কাজ।

**ঘ** আকমল সাহেব বৃহদ্রোপণ করার জন্য চারা গাছ কিনে বাড়িতে আনলে তার স্ত্রী বিরক্ত হন। মূলত আকমল সাহেবের স্ত্রীর এ কাজটি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। আকমল সাহেবের স্ত্রী বিরক্ত হলে আকমল সাহেব তাকে বুঝিয়ে বলেন যে, বৃহদ্রোপণ করা সাদকায়ে যারিয়ার কাজ। বৃহদ্রোপণ করা মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এর দ্বারা মানুষ নানাতাবে উপকৃত হয়ে থাকে। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের অনু, বস্ত্র, বাসস্থান প্রয়োজন যা আমাদের দিয়ে থাকে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অক্সিজেন সরবরাহ বৃষ্টি, জলবায়ুর উষ্ণতা রোধ, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি রোধ ইত্যাদি বৃষের মাধ্যমে হয়ে থাকে। পার্থিব কল্যাণের পাশাপাশি পরকালীন কল্যাণও বৃহদ্রোপণের মাধ্যমে পাওয়া যায়। যেমন : রাসুল (স) বলেছেন, ‘কোনো মুসলমান যদি বৃহদ্রোপণ করে কিংবা কোনো ফসল আবাদ করে এরপর তা থেকে কোনো পশু-পাখি, মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু কিছু ভরণ করে তবে তা তার জন্য সাদকা হিসেবে গণ্য হবে।’ (বুখারি ও মুসলিম) এ হাদিস থেকে এটাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, একজন মানুষ নিজের অজান্তেই বৃহদ্রোপণের মাধ্যমে অনেক সাওয়াবের অধিকারী হয়ে যায়।

অতএব, আকমল সাহেবের স্ত্রীর বিরক্ত হওয়া মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়।

### প্রশ্ন- ৩৪ ▶▶

সর্বোত্তম মানুষ সম্পর্কিত হাদিস

নাহিদ ও শাহেদ দুই বন্ধু। একাদশ শ্রেণিতে একই কলেজে অধ্যয়ন করে। নাহিদ যথাযথভাবে সালাত আদায়, রোযাপালনসহ ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান মেনে চলে। শিবকের মন্তব্য হলো— “নাহিদকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়।” অপরদিকে শাহেদ দুর্ভাগ্যবশত পাল্লায় পড়ে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। শাহেদের বাবা বিষয়টি জানতে পেরে ছেলেকে অসৎ বন্ধুদের সঙ্গ ত্যাগ করতে বলে। কিন্তু সে কর্ণপাত করে না। অবশেষে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।

?

- ক. ‘গারসান’ অর্থ কী? ১
- খ. মানবজীবনের জন্য বৃষ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কেন? ২
- গ. বন্ধু নির্বাচনে শাহেদকে কোন বিষয়ের প্রতি লব্যা রাখতে হতো? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের শিবকের উক্তিটি হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

## ৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ‘গারসান’ অর্থ বৃষ।

খ বৃষ দ্বারা মানুষ নানাভাবে উপকৃত হয় বলে এটি মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের অনু, বস্ত্র, বাসস্থান প্রয়োজন। বৃষ প্রত্যক ও পরোক্ষভাবে আমাদের সে প্রয়োজন পূরণ করে। বৃষ থেকে আমরা খাদ্য, ওষুধ, পোশাক, কাঠ, ফল ইত্যাদি লাভ করি। পরিবেশ রবায়ও বৃষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি, জলবায়ুর উষ্ণতা রোধ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি রোধ ইত্যাদি বেত্রও বৃষের অবদান অনস্বীকার্য।

গ বন্ধু নির্বাচনে শাহেদকে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লব্যা রাখতে হতো। কথায় বলে, ‘সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ।’ স্বাভাবিকভাবে একজন বন্ধুর চলাফেরা, ওঠাবসা, আচার-আচরণের প্রভাব অপর বন্ধুর ওপর পড়ে। বন্ধু যদি সৎ ও ভালো মানুষ হয় তাহলে তার ভালো কাজ দ্বারা অন্য বন্ধু অনুপ্রাণিত হয়। সৎ বন্ধুর চলাফেরা, ওঠাবসা, আচার-আচরণ সুন্দর হয়। আর এর প্রভাবে অপর বন্ধু সৎ ও উত্তম মানুষে পরিণত হয়। পরান্তরে বন্ধু যদি অসৎ ও খারাপ প্রকৃতির হয় তাহলে তার খারাপ প্রভাবে বন্ধুও খারাপ হতে বাধ্য। এ কারণে বন্ধু নির্বাচনে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কিন্তু উদ্দীপকের শাহেদ তা করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে দুই বন্ধুদের পালরায় পড়ে সে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে। তবে বন্ধু নির্বাচনে শাহেদকে যে বিষয়টির প্রতি সর্বাগ্রে লব্যা রাখতে হতো তাহলো ব্যক্তির চরিত্র। উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি বিশেষ করে যাদের দেখলে আলরাহ তায়ালার কথা স্মরণ হয়, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা উচিত। অর্থাৎ যেসব ব্যক্তি চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদে ইসলামের একান্ত অনুসারী, যারা সদাসর্বদা আলরাহ তায়ালার যিকির ও প্রশংসায় লিপ্ত থাকেন। এরূপ সর্বোত্তম লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করা উচিত ছিল উদ্দীপকের শাহেদের। তাহলে তাকে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতো না।

ঘ “নাহিদকে দেখলে আলরাহর কথা স্মরণ হয়” প্রশ্নে উল্লিখিত শিবকের উক্তিটি অত্যন্ত যথাযথ ও তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা জানি, যাদের দেখলে আলরাহ তায়ালার কথা স্মরণ হয় তাঁরা সর্বোত্তম ব্যক্তি। যেমনটি আমরা দেখতে পাই উদ্দীপকের নাহিদের চরিত্রে। নাহিদ যথাযথভাবে সালাত আদায়, রোযা পালনসহ ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান পালন করে। তার চরিত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদেও তা প্রকাশ পেয়েছে। শিবক নাহিদকে সর্বোত্তম মানুষ বলে আখ্যায়িত করে। হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স) সবচেয়ে উত্তম মানুষের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। বস্তৃত সর্বোত্তম মানুষ হলেন তাঁরা, যাদের দেখলে আলরাহ তায়ালার কথা স্মরণ হয়। এসব ব্যক্তি চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদে ইসলামের একান্ত অনুসারী। তাঁরা সদাসর্বদা আলরাহ তায়ালার যিকির ও প্রশংসায় লিপ্ত থাকেন। এরূপ লোকদের দেখলেই আলরাহর স্মরণ এসে যায়। মানুষের মধ্যে এসব লোকই সর্বোত্তম। সুতরাং যাদের দেখলে আলরাহ তায়ালার কথা স্মরণ হয়, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা উচিত।

প্রশ্ন- ৩৫ ▶▶

মানবপ্রেম ও সৃষ্টি সেবা



দরিণ থাইল্যান্ডের শংখলা প্রদেশের সাদাও এলাকার গভীর জঙ্গলে গণকবরের সন্ধান পাওয়া যায়। এসব কবর থেকে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা অভিবাসীর দেহাবশেষ উদ্ধার করা হয়। থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার ও বাংলাদেশের দালালদের নিয়ন্ত্রণে কক্সবাজার উপকূল দিয়ে মানব পাচার হচ্ছে। এসব মানুষদের গভীর জঙ্গলে আটকে রেখে মুক্তিপণ আদায় করা হয়। মুক্তিপণ দিতে ব্যর্থ হওয়ায় নির্যাতনে বন্দীদের মেরে ফেলা হয়। (তথ্যসূত্র: প্রথম আলো, ০৫ মে ২০১৫)

- ক. আলরাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি কে? ১
- খ. সৃষ্টির প্রতি সদয় আচরণ বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে কোন বিষয়টি লক্ষিত হয়েছে? ৩
- ঘ. দালাল চক্রের এসব কর্মকাণ্ডের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ- তোমার মতামত দাও। ৪

## ৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আলরাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ঐ ব্যক্তি যিনি তার পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ করেন।

খ সৃষ্টির প্রতি সদয় আচরণ অর্থ আলরাহর সৃষ্ট সবকিছুর প্রতি অনুগ্রহ করা বোঝায়।

অর্থাৎ জিন, ইনসান, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, গাছপালা, তরলতা, ইত্যাদির প্রতি সদয় আচরণ করা। এদের প্রতি অনুগ্রহ করলে আলরাহ তায়াল খুশি হন।

গ উদ্দীপকে মানবপ্রেম ও সৃষ্টির সেবা বিষয়টি লক্ষিত হয়েছে। মানবসেবা বলতে মানুষের সেবা করা, পরিচর্যা করা, যত্ন নেওয়া, সাহায্য-সহযোগিতা করা ইত্যাদি বোঝায়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সেবা করা মানবসেবার আওতাভুক্ত। মানুষ হলো আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা। আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে আলরাহ তায়াল সবকিছুই মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষের কর্তব্য হলো এসব সৃষ্টির প্রতি সদয় হওয়া ও তাদের যথাযথ ব্যবহার করা। পাশাপাশি অন্য মানুষের প্রতি সাহায্য- সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করাও মানুষের অন্যতম দায়িত্ব। উদ্দীপকে আমরা মানবপ্রেম ও সৃষ্টির প্রতি সদয় হওয়ার বিষয়টি দেখতে পাই না বরং মানুষ ও সৃষ্টির প্রতি সদয় হওয়ার লঙ্ঘন দেখতে পাই। থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার ও বাংলাদেশের দালালচক্রের মাধ্যমে এসব দেশ থেকে মানুষদের পাচার করে গভীর জঙ্গলে আটকে রেখে নির্যাতন করে মুক্তিপণ আদায় করা হয়। মুক্তিপণ না পেলে নির্যাতন করে মেরে গণকবর দেওয়া হয়। যা মানবাধিকারের ও সৃষ্টির সেবার প্রতি সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। সুতরাং একথা নির্দিষ্ট বলা যায় যে, এসব দালালচক্রের কর্মকাণ্ডের দ্বারা মানবপ্রেম ও সৃষ্টির সেবার বিষয়টি লঙ্ঘিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের দালালচক্রের এসব কর্মকাণ্ডের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। কারণ তারা মানুষের ও আলরাহর সৃষ্টির প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেছে। মানুষসহ সব সৃষ্টিই আলরাহ তায়ালার পরিজন। আলরাহ তায়ালার এসব পরিজনদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা, শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া, নির্যাতন করা ও অন্যায়ভাবে মেরে ফেলা মানবাধিকারের লঙ্ঘন। যেমনটি আমরা উদ্দীপকের দালালচক্রের কর্মকাণ্ডে দেখতে পাই। এসব দালালচক্র শুধু টাকার জন্য থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশের হাজার হাজার মানুষকে পাচার করে গভীর জঙ্গলে আটকে রেখে মুক্তিপণ আদায় করার চেষ্টা করে। মুক্তিপণ না পেয়ে তারা বন্দীদেরকে নির্মম অত্যাচার করে মেরে গণকবর দেয়। তাই এসব দালালচক্রের কর্মকাণ্ডের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আমার মতে এসব দালালচক্র সমগ্র সৃষ্টি তথা আলরাহর পরিজনদের ওপর অত্যাচার করেছে। এজন্য তারা দুনিয়া ও



আখিরাতে মর্মস্ফূর্ত শাস্তির সম্মুখীন হবে। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষের উচিত আল্লাহ তায়ালার সকল সৃষ্টির প্রতি সদাচরণ করা, সকল মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করা। পশু-পাখি, জীব-জন্তুর প্রতি অনুগ্রহ করা। এদের প্রতি অনুগ্রহ করলে আল্লাহ তায়ালার তাদের প্রতি খুশি হতেন। তাদের উচিত ছিল এসব মানুষের প্রতি দয়া করা এবং তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। কিন্তু তারা এসব না করে অত্যাচারের মাধ্যমে মেরে ফেলে। উপরিউক্ত পর্যালোচনার দ্বারা এটাই বলা যায় যে এসব দালালচক্রের কর্মকাণ্ডের পরিণতি অত্যন্ত, ভয়াবহ হবে।

#### প্রশ্ন- ৩৬ ▶▶

পরোপকার ও ব্যবসায় সততা

জনাব রাফি একজন সং ব্যবসায়ী। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ইসলামের সকল অনুশাসন মেনে চলার চেষ্টা করেন। তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয়ের জন্য বিখ্যাত। একদা একদল দুর্বৃত্ত রাফি সাহেবের দোকানে হামলা করলে এলাকাবাসী ভয়ে নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। অতঃপর মসজিদের ইমাম হাসান সাহেব বিষয়টি শুনে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, ‘তোমরা তোমাদের দায়িত্ব পালন করনি।’ অথচ হাদিসে আছে, ‘এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার ভাইয়ের ওপর অত্যাচার করে না। তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করে না। যে ব্যক্তি মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন।’

- ক. ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারি (র) প্রণীত হাদিস গ্রন্থটির নাম কী? ১
- খ. মুহাম্মদ (স)-এর জীবদ্দশায় হাদিস সংকলন নিষেধ ছিল কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. রাফি সাহেব কিয়ামত দিবসে কাদের সাথে থাকবেন? পাঠ্যবইয়ের সর্ধশির্ষক হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ‘তোমরা তোমাদের দায়িত্ব পালন করনি।’ হাসান সাহেবের উক্তিটি সর্ধশির্ষক হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারি (র) প্রণীত হাদিস গ্রন্থটির নাম সহিহ বুখারি শরিফ।

খ. কুরআনের সাথে সর্ধশির্ষকের আশঙ্কায় রাসুলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় হাদিস লিখে রাখা নিষেধ ছিল। মহানবি (স)-এর জীবদ্দশায় আল-কুরআন নাজিল হচ্ছিল। এ অবস্থায় হাদিস লিখে রাখলে তা আল-কুরআনের বাণীর সাথে সর্ধশির্ষকের আশঙ্কা ছিল। এ কারণে রাসুলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় হাদিস লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা হয়নি।

গ. রাফি সাহেব কিয়ামত দিবসে শহিদদের থাকবেন।

ব্যবসায়-বাণিজ্য একটি পবিত্র পেশা। আমাদের প্রিয়নবি (স)ও ব্যবসা করেছেন। সং ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী দুনিয়া ও আখিরাতে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। পাঠ্যবইয়ের ব্যবসায় সততা সংক্রান্ত হাদিসে এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, ‘কিয়ামতের দিন বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ীগণ শহিদগণের সাথে অবস্থান করবেন।’ সেদিন তাদের কোনো ভয় ও চিন্তা থাকবে না। বরং তারা সেদিন আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করে ধন্য হবেন। শহিদগণের জন্য আল্লাহ তায়ালার জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছেন। সং ব্যবসায়ীগণও কিয়ামতের দিন শহিদগণের ন্যায় জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তবে এজন্য ব্যবসায়ীদের দুটি শর্ত পূরণ করতে হবে। প্রথমত, সততা ও সত্যবাদিতার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, তাদেরকে বিশ্বস্ত ও আমানতদার হতে

হবে। অর্থাৎ সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করলে কিয়ামতের দিন মহাপুরস্কার লাভ করা যাবে। এ হিসেবে উদ্দীপকের রাফি সাহেবও কিয়ামতের দিন শহিদদের সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। কারণ তিনি একজন সং ব্যবসায়ী। ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের সকল অনুশাসন মেনে চলেন এবং ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয় করেন। পরিশেষে আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকের রাফি সাহেব সং ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে হাদিসের বর্ণানুযায়ী কিয়ামতের দিন শহিদদের সাথে থাকবেন।

ঘ. হাসান সাহেবের উক্তিটি যথার্থ। মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই। তাই বিপদে-আপদে পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। শত্রুর মোকাবিলায় সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। এটাই মহানবি (স)-এর হাদিসের শিবা। কিন্তু উদ্দীপকে দেখা যায় ভিন্ন চিত্র। সং ব্যবসায়ী রাফি সাহেবের দোকানে একদল দুর্বৃত্ত হামলা করলে এলাকাবাসী ভয়ে নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। এ প্রেক্ষাপটে মসজিদের ইমাম হাসান সাহেবের উক্তিটি ছিল, ‘তোমরা তোমাদের দায়িত্ব পালন করনি।’ প্রসঙ্গত তিনি মহানবি (স)-এর নিম্নোক্ত হাদিসটি উল্লেখ করেন : ‘এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার ভাইয়ের ওপর অত্যাচার করে না, তাকে শত্রুর হাতেও সোপর্দ করে না। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন।’ সুতরাং এক মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রতি বেশ কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন : কোনো মুসলমান ভাইয়ের প্রতি কোনোরূপে অন্যায়-অত্যাচার করা যাবে না। বরং সর্বাবস্থায় তার সাহায্য এগিয়ে আসতে হবে। তার জানমাল, ইজ্জত রবা করতে হবে। শত্রুর মোকাবিলায় তাকে সাহায্য করতে হবে। মহানবি (স)-এর হাদিস থেকে এ শিবা গ্রহণ না করার কারণে রাফি সাহেবের এলাকাবাসী তার বিপদে এগিয়ে আসেনি। অথচ সেটা ছিল তাদের দায়িত্ব। আর এ কারণেই হাসান সাহেব বলেছেন, ‘তোমাদের দায়িত্ব তোমরা পালন করনি।’ সুতরাং বলা যায়, হাদিসের আলোকে হাসান সাহেবের উক্তিটি যথার্থ।

#### প্রশ্ন- ৩৭ ▶▶

ব্যবসায় সততা

الْجَاهِرُ الْأَمِينُ الضُّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشَّهَادَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ক. ‘আত্-তাজিরু’ শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. হাদিসের আলোকে এক মুসলমানের প্রতি অন্য মুসলমানের কর্তব্য ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে উদ্ধৃত হাদিস থেকে আমরা কী শিবালাভ করি? বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. বর্তমানে প্রেক্ষাপটে উদ্দীপকে উদ্ধৃত হাদিসটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ‘আত্-তাজিরু’ শব্দের অর্থ ব্যবসায়ী।

খ. এক মুসলমানের প্রতি অন্য মুসলমানের বেশ কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। যেমন : কোনো মুসলমান ভাইয়ের প্রতি অত্যাচার যুলুম নির্যাতন করা যাবে না। সর্বাবস্থায় তার সাহায্য এগিয়ে আসতে হবে। তার জান, মাল, ইজ্জত-সম্মান রবা করতে হবে। শত্রুর মোকাবিলায় তাকে সাহায্য করতে হবে। বুদ্ধি, পরামর্শ ও সং উপদেশের মাধ্যমে সাহায্য করাও মুসলমানের কর্তব্য।

গ. উদ্দীপকে উদ্ধৃত হাদিসটির বাংলা অর্থ : ‘বিশ্বস্ত, সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহিদদের সাথে থাকবে।’ এ হাদিস থেকে আমরা শিবা লাভ করি : ইসলামে পেশা হিসেবে ব্যবসাকে সবচেয়ে উত্তম বলে আখ্যায়িত করা

হয়েছে। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য হলো নির্ভেজাল পণ্য ও সঠিক পরিমাপে বিক্রি করে মানুষের উপকার করা। ব্যবসায়ের ফাঁকি, প্রতারণা, ধোঁকা গর্হিত ও মারাত্মক অন্যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য হালাল পেশা। তবে তা ইসলামের নীতি অনুসারে হতে হবে। ব্যবসায়ের সততা ও বিশ্বস্ততা মহৎ গুণ। সকলকেই এগুলোর অনুশীলন করতে হবে। বিশ্বস্ত ও সৎ ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহিদগণের সঙ্গী হবেন। অতএব আমাদের কর্তব্য হলো ব্যবসায় সততা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়ে ইহকাল ও পরকালে সোনালি সফলতা লাভ করা।

**ঘ** বর্তমান প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত হাদিসটির গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামি সমাজব্যবস্থা উৎপাদনমুখী অর্থনীতিকে প্রাধান্য দেয়। ইসলামি অর্থব্যবস্থায় শ্রম ও মেধা প্রয়োগের সুযোগ বেশি। ব্যবসা-বাণিজ্য ইসলামি সমাজ স্বীকৃত একটি আর্থিক মাধ্যম। এর মাধ্যমে সততা ও বিশ্বস্ততার গুরুত্ব সর্বাধিক। এবেত্রে ইসলাম আপসহীন। ব্যবসা মানুষের জীবিকা নির্বাহের একটি অন্যতম মাধ্যম। আলরাহ তায়াল্লা বলেন, ‘আমি ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছি।’ ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে মানুষ পার্থিব উন্নতি সাধন করে থাকে। এ জাগতিক উন্নতির মোহে অনেক সময় অনেকে অসৎ পথ বেছে নেয়। অর্থের লোভে ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়। আবার কিছু মানুষ বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতার পথ আঁকড়ে ধরে। পণ্যদ্রব্যে কোনো রকম ভেজাল না দিয়ে যেভাবে আছে সেভাবে বিক্রি করে। কোনো রূপ ধোঁকা ও প্রতারণা করে না। অত্র হাদিসে এসব বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী ব্যবসায়ীদের সৎ ও ন্যায়ের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং তারা পুরস্কার হিসেবে কিয়ামতের দিন শহিদদের সঙ্গে থাকবেন। তাই ব্যবসায়ের দুর্নীতি অবলম্বন করার পরিবর্তে সততা ও বিশ্বস্ততা অবলম্বন করা প্রতিটি মুসলিম ব্যবসায়ীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। বর্তমানে উদ্ভূত হাদিসটি অসৎ ব্যবসায়ীকে সৎ ও বিশ্বস্ত এবং সৎ ব্যবসায়ীকে ব্যবসায়ের প্রতি আরও অনুপ্রাণিত হতে উৎসাহিত করবে।

#### প্রশ্ন- ৩৮ ▶▶

যিকির

জনাব কেরামত আলী একজন পরহেজগার ব্যক্তি। নিয়মিত ইবাদতকারী। তিনি ইসলামের যাবতীয় ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত তথা আবশ্যিকীয় বিধানাবলি পালন করার পাশাপাশি নফল ইবাদতও করেন। ইদানিং তার হাতে তসবিহ দেখা যায়। সবসময় মনে মনে কী যেন পাঠ করেন। এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন এমন একটি ইবাদত করছি যা পাঠ করতে সহজ, মিয়ানের পালরায় ভারি হবে এবং মহান আলরাহর নিকটও খুবই প্রিয়। এর শিবা মানবজীবনের উপকারে অপরিসীম ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করি।

- |   |   |
|---|---|
| ক. উম্মতের সর্বাধিক কল্যাণকামী কে?                        | ১ |
| খ. ইসলামি শরিয়তে ইজমা গুরুত্বপূর্ণ কেন?                  | ২ |
| গ. উদ্দীপকের কেরামত আলী মনে মনে কী পাঠ করেন? ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. উক্ত বিষয়টির তাৎপর্য পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

#### ৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক** উম্মতের সর্বাধিক কল্যাণকামী হলেন মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)।
- খ** ইজমা ইসলামের তৃতীয় উৎস বা দলিল হওয়ায় তা এত গুরুত্বপূর্ণ। ইজমার অবস্থান কুরআন ও হাদিসের পরই। এটি শরিয়তের তৃতীয় উৎস ও অকাট্য দলিল। আল কুরআনের অসংখ্য আয়াত দ্বারা ইজমার বৈধতা প্রমাণিত। এজন্যই ইসলামি শরিয়তে ইজমার গুরুত্ব সর্বাধিক।

**গ** উদ্দীপকের কেরামত আলী মনে মনে তাসবিহ পাঠ তথা যিকির করেন। উদ্দীপকে তার কথায় এ হাদিসের প্রতিফলন দেখা যায়, যাতে বলা হয়েছে।

كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ  
ثَوِيْلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ -

অর্থ : দুটি বাক্য এমন রয়েছে যা দয়াময় আলরাহর নিকট খুবই প্রিয়, উচ্চারণ করতে সহজ ও দাঁড়িপালরায় খুবই ভারী। বাক্য দুটি হলো সুবহান্নালাহি ওয়াবিহামদিহি, সুবহান্নালাহিল আজিম। অর্থাৎ (আলরাহ মহাপবিত্র, সকল প্রশংসা তাঁর জন্যই। মহাপবিত্র আলরাহ, তিনি মহামহিম)। (বুখারি)উদ্দীপকের কেরামত আলী মনে মনে এই হাদিসের তাসবিহই পাঠ করেন। শরিয়তের যাবতীয় বিধিবিধান তথা ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাত পালন শেষে তিনি অতিরিক্ত আমল হিসেবে তাসবিহ পাঠের মাধ্যমে যিকির করেন।

**ঘ** উদ্দীপকের কেরামত আলী যে তাসবিহ তথা যিকির করেন তা মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, “সুবহান্নালাহি ওয়াবিহামদিহি সুবহান্নালাহিল আযিম” এই তাসবিহটি পাঠ করতে সহজ, মিয়ানের পালরায় অতি ওজন এবং আলরাহর নিকট খুবই প্রিয়। উদ্দীপকে, কেরামত আলীও এসব লাভের কথা চিন্তা করেই মনে মনে এ তাসবিহের মাধ্যমে যিকির করেন। আমাদেরও কেরামত আলীর ন্যায় এ তাসবিহের মাধ্যমে যিকির করা উচিত। প্রথমত, এ বাক্যদ্বয় আলরাহ তায়াল্লার নিকট অত্যন্ত প্রিয়। কেননা এতে মহান আলরাহর পবিত্রতা, মহিমা ও প্রশংসা বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এ বাক্যদ্বয় মিয়ানে বা দাঁড়িপালরায় খুবই ভারী হবে। কিয়ামতের দিন মানুষের সকল কৃতকর্ম দাঁড়িপালরায় ওজন করা হবে। নেকির পালরা ভারী হলে মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর নেকির পালরা হালকা হলে তার স্থান হবে জাহান্নাম। এ বাক্যদ্বয়ের সাওয়াব ওজনে খুবই ভারী। মিয়ানে এগুলো নেকির ওজনকে ভারী করে তুলবে। অতএব, আমরা এ বাক্য দুটো মুখস্থ করব এবং সদাসর্বদা পাঠ করব। ফলে মহামহিম ও মহাপবিত্র আলরাহ তায়াল্লা আমাদের ওপর সন্তুষ্টি হবেন এবং অধিক পরিমাণ প্রতিদান দেবেন।

#### প্রশ্ন- ৩৯ ▶▶

আল-ইজমা

আকমল সাহেব আসরের সালাত জামাআতে আদায়ের সময় মোবাইল ফোন বন্ধ করতে ভুলে যান। সালাতের মাঝে ফোনটি বেজে ওঠে। সালাত নফ হওয়ার কথা ভেবে তিনি মোবাইল ফোনটি বন্ধ না করায় সেটি পরপর বাজতে থাকে। সালাম ফিরানোর পর ইমাম সাহেব বলেন, সালাতের পূর্বে কেউ যদি মোবাইল ফোন বন্ধ করতে ভুলে যান এবং ফোনটি যদি বেজে ওঠে তাহলে চুপিসারে এক হাতে ফোনটি বন্ধ করে দেবেন। বর্তমানে বিজ্ঞ আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন।

- |  |   |
|--|---|
| ক. শরিয়তের উৎস কতটি?  | ১ |
| খ. শরিয়তের বিধিবিধান অবিভাজ্য- বুঝিয়ে দাও।   | ২ |
| গ. উদ্দীপকের ইমাম সাহেবের বক্তব্য ইসলামি শরিয়তের কোন উৎসের প্রতি ইজ্জিত করেছে? ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মাসআলাটি প্রমাণ করে যে, ইসলাম একটি গতিশীল জীবনব্যবস্থা - বিশ্লেষণ কর।   | ৪ |

#### ৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** শরিয়তের উৎস ৪টি।



**খ** শরিয়তের বিধিবিধান অবিভাজ্য। এর কিছু অংশ গ্রহণ এবং কিছু অংশ বর্জন করা নিষেধ। শরিয়তের প্রতিটি হুকুমের ওপর ইমান আনা এবং সামগ্রিকভাবে শরিয়ত পালন করা অবশ্য কর্তব্য। শরিয়তের কোনো বিধানের বিরোধিতা বা লঙ্ঘন করা হলে পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

**গ** ইমাম সাহেবের বক্তব্য ইসলামি শরিয়তের তৃতীয় উৎস ইজমা'র প্রতি ইজ্জাত করেছে। আমরা জানি, শরিয়তের কোনো বিষয়ে একই যুগের মুসলিম উম্মতের পুণ্যবান মুজতাহিদগণের ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলা হয়। ইজমা আলরাহ তায়াল্লা প্রদত্ত মুসলমানদের জন্য এক বিশেষ নিয়ামত। বিধিবিধান নির্ধারণে ইজমা অকাট্য দলিল হিসেবে সাব্যস্ত। উদ্দীপকের ইমাম সাহেব বলেছেন, সালাতের পূর্বে কেউ যদি মোবাইল ফোন বন্ধ করতে ভুলে যান এবং ফোনটি যদি বেজে ওঠে তাহলে চুপিসারে এক হাতে ফোনটি বন্ধ করে দেবেন। বর্তমানে বিজ্ঞ আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। সুতরাং বিজ্ঞ আলেমদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সালাতের মধ্যে মোবাইল ফোন বন্ধ করা জায়েয। এতে সালাত নষ্ট হবে না। বিষয়টি ইজমাকে শরিয়তের উৎস হিসেবে নির্দেশ করে।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত মাসআলাটি প্রমাণ করে ইসলাম একটি গতিশীল জীবনব্যবস্থা। সালাতের মধ্যে মোবাইল ফোন বন্ধ করলে সালাত নষ্ট হবে না—এ মর্মে বিজ্ঞ আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন। ইজমার এ বিধানটির ওপর আমল করা ওয়াজিব। এটি ইসলামি শরিয়তের তৃতীয় উৎস। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় আল-কুরআন ও সুন্নাহই ছিল ইসলামি শরিয়তের মূল উৎস। পরবর্তীতে মুসলমানদের বিভিন্ন দেশ জয়ের ফলে সেখানে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হতে থাকে। এসব সমস্যার সমাধান কুরআন ও হাদিসে সুস্পষ্টভাবে না থাকায় মুসলমানগণ বিশিষ্ট সাহাবিগণের মতামত নিয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সমাধান দিতেন। যেমন : দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা)—এর সময়ে বিশ রাকআত তারাবির সালাত জামাআতের সাথে আদায় করার ব্যাপারে সাহাবিগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে পরবর্তী যুগগুলোতে ইজমার মাধ্যমে নানা সমস্যার সূষ্ঠ সমাধান করা হয়েছে। তেমনিভাবে বর্তমানে বিজ্ঞ আলেমদের ইজমার ভিত্তিতে সালাতের মধ্যে মোবাইল ফোন হাত দিয়ে বন্ধ করলে সালাত নষ্ট না হওয়ার যে বিধানটি প্রবর্তিত হয়েছে তাতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম আধুনিক ও গতিশীল জীবনব্যবস্থা।

## প্রশ্ন- ৪০ ▶▶

আল-কিয়াস

রিয়াদ সমাজজীবনের এমন কিছু সমস্যা নিয়ে রিসাদের সাথে আলোচনা করল, যার সমাধান সরাসরি কুরআন ও হাদিসে নেই। তারা এ সমস্যার সমাধানে একজন বিজ্ঞ আলেমের শরণাপন্ন হলে তিনি বলেন, ইসলাম একটি গতিশীল জীবনব্যবস্থা। প্রয়োজনে আমরা হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা)—এর পথ অনুসরণ করতে পারি। এ ব্যাপারে আলরাহ তায়াল্লা বলেন, “অতএব, হে জ্ঞানীগণ তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।”

- ক. শরিয়তের চতুর্থ উৎস কী? ১
- খ. ইসলামের আধুনিকতা কিয়ামত পর্যন্ত কীভাবে অক্ষুণ্ণ থাকবে? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. রিয়াদ ও রিসাদের আলোচিত সামাজিক সমস্যার সমাধানে আমরা শরিয়তের কোন নীতি অবলম্বন করব? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ইসলাম গতিশীল জীবনব্যবস্থা— বিজ্ঞ আলেমের এ মন্তব্যকে হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা)—এর পথের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

?

## ৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** শরিয়তের চতুর্থ উৎস হলো কিয়াস।

**খ** ইসলাম একটি গতিশীল ও আধুনিক জীবনব্যবস্থা। এটি পূর্ণাঙ্গ ও সর্বজনীন। এতে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মানুষের জন্য পরিপূর্ণ দিক নির্দেশনা এতে দেয়া হয়েছে। আধুনিক সময়ে যেসব নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলোর সুস্পষ্ট সমাধান করার জন্য কিয়াসের বিধান রয়েছে। কিয়াসের দ্বারা ইসলামের আধুনিকতা কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকবে।

**গ** রিয়াদ ও রিসাদের আলোচিত সামাজিক সমস্যা সমাধানে আমরা শরিয়তের চতুর্থ উৎস কিয়াসের নীতি অবলম্বন করব। বর্তমান সমাজে কিয়াসের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি। কেননা বর্তমান সমাজে আমাদের সম্মুখে এমন সব সমস্যা দেখা দিচ্ছে, যা পূর্বে দেখা যায়নি। স্বভাবতই তার সমাধান কুরআন, হাদিস ও ইজমাতে নেই। সেজন্য কুরআন ও সুন্নাহর সমপর্যায়ের কোনো সিদ্ধান্তের সাথে বর্তমানে উদ্ভূত সমস্যার অনুমান করে আলিমগণ নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনাপ্রসূত সমাধান ঘোষণা করেন যা কিয়াস হিসেবে স্বীকৃত। কিয়াসের পদ্ধতি না থাকলে ইসলাম একটি নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যেত এবং এর সর্বজনীনতা গ্রহণযোগ্য হতো না। তাই বর্তমান সমাজে এর প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি। পরিশেষে বলা যায়, রিয়াদ ও রিসাদের আলোচিত কুরআন ও হাদিসে সরাসরি নেই এমন সামাজিক সমস্যা সমাধানে কিয়াসের নীতি অবলম্বন করলে সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে।

**ঘ** ইসলাম একটি গতিশীল জীবনব্যবস্থা—বিজ্ঞ আলেমের এ মন্তব্যকে হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা)—এর পথের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সময়ের বিবর্তনে মানবজীবনে নানা সমস্যার উদয় হয়। শরিয়তের যে সমস্ত বিধিবিধানের সমস্যার স্পষ্ট কোনো সমাধান কুরআন, হাদিস ও ইজমায় পরিষ্কার উল্লেখ নেই এরূপ পক্ষে কিয়াস প্রয়োগ হয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ প মহানবি (স) যখন মুআয ইবনে জাবাল (রা) কে ইয়ামেনের শাসনকর্তা মনোনীত করে পাঠান, তখন তিনি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে কোনো নতুন সমস্যার উদ্ভব হলে তিনি কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন? মুআয (রা) জবাব দিলেন যে, তিনি পবিত্র কুরআনের অনুসরণ করবেন। মহানবি (স) তাঁকে প্রশ্ন করলেন, যদি পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকে? তখন মুআয (রা) উত্তর দিলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)—এর হাদিসের অনুসরণ করবেন। আর রাসূল (স) এর হাদিসের দ্বারা ফয়সালা করতে না পারলে তিনি তাঁর নিজস্ব বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবেন। রাসূল (স) মুআয (রা)—এর এ জবাবে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করলেন। তাঁর জন্য দোয়া করলেন এবং বিচারবুদ্ধি প্রয়োগে তাঁকে উৎসাহিত করলেন। উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে হযরত মুহাম্মদ (স) কর্তৃক কিয়াস অনুমোদনের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইসলামি শরিয়তের সর্বশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো কিয়াস। সময়ের বিবর্তনে আধুনিক জিজ্ঞাসার যুগে ইসলামকে সর্বজনীন কল্যাণমুখী আদর্শ ধর্ম হিসেবে বিশ্বমানবের সামনে উপস্থাপন করতে হলে উদ্ভূত নতুন নতুন সমস্যার সমাধানে কিয়াসই একমাত্র কার্যকরী পন্থা। সুতরাং, কিয়াস প্রমাণ করে যে ‘ইসলাম গতিশীল জীবনব্যবস্থা’ এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে টেকসই ও কার্যকরী ধর্ম।

## প্রশ্ন- ৪১ ▶▶

আল-কিয়াস

শরাফত একটি ইসলামি দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তার দেশের বিচার ব্যবস্থার জন্য ডক্টর মাহবুবু এলাহীকে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রেসিডেন্ট শরাফত ডক্টর মাহবুবু এলাহীকে জিজ্ঞাসা করলেন, যখন কোনো সমস্যার উদ্ভব হবে তখন তুমি কীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তখন তিনি উত্তর

দিলেন আলরাহর কিতাব অনুসারে। প্রেসিডেন্ট বললেন, যদি আলরাহর কিতাবে না পাও তবে? তিনি বললেন, তাহলে নবির সুন্নাহ মোতাবেক। প্রেসিডেন্ট পুনরায় বললেন, যদি তাতেও না পাও, তাহলে? মাহবুবে এলাহী বললেন, তাহলে আমি আমার বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত প্রদান করব। তার উত্তর শুনে প্রেসিডেন্ট শরাফত বললেন সকল প্রশংসা আলরাহর জন্য যিনি আমার নির্বাচিত বিচারপতির দ্বারা উত্তর প্রদান করালেন।

- ক. কিয়াস শরিয়তের কততম উৎস? ১  
খ. কিয়াস বলতে কী বোঝায়? ২  
গ. উদ্দীপকে কোন বিষয়টির প্রতি ইজ্জিত করা হয়েছে?  
পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উক্ত বিষয়টি নির্ধারণে যেসব নীতিমালা রয়েছে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কিয়াস শরিয়তের চতুর্থ উৎস।

খ. ইসলামি পরিভাষায় কুরআন ও সুন্নাহর আইন বা নীতির সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে পরবর্তীতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দেওয়াকে কিয়াস বলে।

গ. উদ্দীপকে কিয়াস করার বিষয়টির প্রতি ইজ্জিত করা হয়েছে। কিয়াস ইসলামি শরিয়তের অন্যতম উৎস। ইজমার পরই এর স্থান। ইসলামি শরিয়তের পূর্ণাঙ্গতার জন্য কিয়াসের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। মানবজীবন ও সমাজ সতত পরিবর্তনশীল। পরিবর্তন ও বিবর্তনের ধারায় জগতে নতুন নতুন সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটে। ফলে নতুন নতুন জিজ্ঞাসা, সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি হয়। এ সমস্ত সমস্যার সমাধান সভ্যতা ও সাংস্কৃতির আলোকেই করতে হয়। উদ্দীপকেও আমরা তাই দেখতে পাই যে, প্রেসিডেন্ট শরাফত ডক্টর মাহবুবে এলাহীকে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব দেওয়ার পর জানতে চান কীভাবে তিনি বিচার করবেন। বিচারপতি উত্তর দেন যে কুরআন অনুসারে। কুরআনে না পেলে হাদিস মোতাবেক। এবং হাদিসেও না পেলে নিজের বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বিচার করার কথা বলেন। মূলত তিনি রাসুল (স)-এর বিশিষ্ট সাহাবি হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা)-এর অনুসরণে উত্তর দিয়েছেন। উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা কিয়াস করার বিষয়টির প্রতিই ইজ্জিত করা হয়েছে।

ঘ. উক্ত বিষয় তথা কিয়াস করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা রয়েছে। রাসুলুল্লাহ (স)-এর ইম্মিতকালের পর খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগে কিয়াসের মাধ্যমে নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করা হতো। পরবর্তী যুগে কিয়াসের ব্যবহার আরও ব্যাপক হয়ে ওঠে। তবে নিজের খেয়ালখুশি মতো স্বার্থপরভাবে কিয়াস করা বৈধ নয়। শরিয়তের ইমামগণ কিয়াস করার ব্যাপারে কতিপয় নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। উদ্দীপকের প্রেসিডেন্ট শরাফতের নির্বাচিত বিচারপতি ডক্টর মাহবুবে এলাহীর বিচার কী পদ্ধতিতে হবে সেটিই জানতে চেয়েছেন। যেসব বিষয়ের সমাধান কুরআন, হাদিস ও ইজমায় পাওয়া যায় সেসব বিষয়ে কিয়াস করা যাবে না। কিয়াস কখনই কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার বিরোধী হবে না। কিয়াসের পদ্ধতি ও আইন মানুষের জ্ঞানের পরিসীমার মধ্যে থাকতে হবে। কুরআন, হাদিস ও ইজমার দ্বারা প্রবর্তিত আইনের মূলনীতি বিরোধী কোনো আইন তৈরি করা কিয়াসের আওতা বহির্ভূত। প্রকৃতপক্ষে, কিয়াস ইসলামি শরিয়তের একটি বিজ্ঞানসম্মত ও যৌক্তিক উৎস। কিয়াস ইসলামি আইনকে গতিশীল করেছে ও সর্বজনীনতা দান করেছে। এর মাধ্যমে বর্তমান বিশ্বায়নের নতুন নতুন বিষয়ের বিধান দেওয়া সম্ভব।

### প্রশ্ন- ৪২

শরিয়তের আহকাম সংক্রান্ত পরিভাষা

জনাব টুকু জীবনে হালাল-হারাম মেনে চলেন। নামায-কালামে তিনি খুবই আন্তরিক। ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ইত্যাদি সব নামাযই তিনি খুব গুরুত্বসহকারে আদায় করেন। তবে অন্যান্য সুন্নতে মুয়াক্কাদার ন্যায় আসর ও এশার ফরজ নামাযের পূর্বের চার রাকআত সুন্নত আদায়েও তিনি মানুষকে বিশেষভাবে জোরারোপ করেন এবং বলেন, এটি রাসুলের (স) নির্দেশিত সুন্নত। কাজেই এটি আদায় করতে হবে। জনাব আব্দুল খালেক সাহেব শুনে বললেন, টুকু সাহেব, তুমি সুন্নত চিনতে ভুল করেছ। সব সুন্নত এক নয়।

- ক. 'ইজমা' অর্থ কী? ১  
খ. ইজমা শরিয়তের দলিল- ব্যাখ্যা কর। ২  
গ. "সব সুন্নত এক নয়" বলতে আব্দুল খালেক সাহেব কোন বিষয়টির প্রতি ইজ্জিত করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. জনাব টুকু কী মেনে চলেন? সংশ্লিষ্ট একটি হাদিসের আলোকে আলোচনা কর। ৪

### ৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ইজমা অর্থ একমত হওয়া, ঐক্যবদ্ধ হওয়া, মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি।

খ. শরিয়তের তৃতীয় উৎস হলো ইজমা। শরিয়তের কোনো বিষয়ে একই যুগের মুসলিম উম্মতের পূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদগণের ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলা হয়। শরিয়তের দলিল হিসেবে ইজমার স্থান তৃতীয়। কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত হলে ইজমা দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। দলিল হিসেবে ইজমা গ্রহণ করার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "আর তাঁদের কাজকর্ম সম্পাদিত হয় পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে।"

গ. আব্দুল খালেক সাহেব টুকু সাহেবকে বলেন, "সব সুন্নত এক নয়" এর দ্বারা তিনি সুন্নতে যে পার্থক্য রয়েছে সে দিকে ইজ্জিত করেছেন। মহানবি (স) থেকে যে সমস্ত কাজ ইসলামি শরিয়তের বিধান হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে সেগুলোকে বলা হয় সুন্নত। সুন্নত দুই প্রকার। সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ ও সুন্নতে যায়িদাহ। আযান ও ইকামত দেওয়া, ফজরের ফরজ নামাযের পূর্বে দুই রাকআত, যোহরের ফরজের পূর্বে চার রাকআত ও পরে দুই রাকআত, মাগরিব ও এশার ফরজের পর দুই রাকআত নামায আদায় করা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। এটি ওয়াজিবের কাছাকাছি। অন্যদিকে সুন্নতে যায়িদাহ হলো অতিরিক্ত সুন্নত। যে কাজ রাসুল (স) সর্বদা করতেন না এ ধরনের কাজকে বলে সুন্নতে যায়িদাহ-। সুন্নতে যায়িদাহ পালন না করলে গুনাহ হয় না। তবে পালন করলে অনেক সাওয়াব অর্জন করা যায়। "সব সুন্নত এক নয়" এ কথাটি দ্বারা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ ও সুন্নতে যায়িদাহ-এর মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে। এবং সুন্নতে মুয়াক্কাদাহর প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকে স্পষ্ট বলা হয়েছে জনাব টুকু হালাল-হারাম মেনে চলেন। আলরাহ তায়লা পৃথিবীতে হালাল ও হারাম সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। মহানবি (স) বলেছেন, "হালাল বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত। আর হারামও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত।" হালাল অর্থ হলো বৈধ। যেসব বিষয়ের বৈধ হওয়া কুরআন-হাদিস দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত, শরিয়তে তাকে হালাল বলা হয়। যেমন : গরবর গোশত, চাল-ডাল, ফলমূল আহার করা শালীন ও রবচিসম্মত পোশাক পরিধান করা। এছাড়া সত্যকথা বলা, বৈধ উপায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করা, মানুষের উপকার করা হালালের অন্তর্ভুক্ত। হারাম হলো হালালের বিপরীত। হারাম অর্থ নিষিদ্ধ। যেসব কাজ বা বস্তু কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট নির্দেশে অবশ্য পরিতাজ্য তাকে হারাম বলা হয়। যেমন : সুদ, ঘুষ, জুয়াখেলা, শূকরের গোশত

খাওয়া, মদপান করা ইত্যাদি। উদ্দীপকে টুকু সাহেবে এই হালাল-হারাম মেনে বলেন। উল্লিখিত হাদিসের আলোকে টুকু সাহেবের মতো আমাদেরও হালাল বস্তু গ্রহণ করতে হবে এবং হারাম বস্তু বর্জন করতে হবে।

### ■ অনুশীলনমূলক কাজের আলোকে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

#### প্রশ্ন- ৪৩ ▶▶

সূরা- আল-ইনশিরাহ

পারলিয়া এস.এস. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আব্দুর রহমান ইসলাম ও নৈতিক শিবা পড়ান। তিনি দশম শ্রেণির ক্লাসে একদিন শিবাখীদের একটি নির্দিষ্ট সূরার শিবা সম্পর্কে ৫টি বাক্য শিবাখীদের শ্রেণিকবে দাঁড়িয়ে উপস্থাপন করতে বলেন। তারা লেখে :

১. যে ব্যক্তি সত্য ও ন্যায়ের জন্য চেষ্টা-সাধনা করে আল্লাহ তায়াল্লা তার অন্তরকে খুলে দেন।
২. আল্লাহ তায়াল্লা মানুষের কষ্ট-যাতনা দূর করেন।
৩. মানুষের মান-সম্মান, খ্যাতি, মর্যাদা সবকিছুই আল্লাহ তায়াল্লা হাতে।
৪. মানবজীবনে সুখ-দুঃখ থাকবেই। সুতরাং দুঃখ ও কষ্টে হতাশ হওয়া চলবে না।
৫. জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে অত্যন্ত মূল্যবান।

ক. সূরা ইনশিরাহর আয়াত সংখ্যা কয়টি?	১
খ. সূরা আল-ইনশিরাহ কে কেন ইনশিরাহ নামকরণ করা হয়েছে?	২
গ. আব্দুর রহমান স্যারের পাঠদানকৃত সূরার বাংলা অর্থ লেখ।	৩
ঘ. ‘মানুষের মানসম্মান বৃদ্ধি ও সুখ-দুঃখ সবই আল্লাহর হাতে’-উক্ত সূরার আলোকে ব্যাখ্যা কর।	৪

#### ৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক** সূরা আল-ইনশিরাহর আয়াত সংখ্যা ৮টি।
- খ** সূরা আল-ইনশিরাহ মক্কি সূরাসমূহের অন্যতম। এই সূরার প্রথম আয়াতে ‘নাশরাহ’ শব্দের ক্রিয়ামূল বিবেচনায় এ সূরার নাম রাখা হয়েছে আল-ইনশিরাহ। নাশরাহ শব্দটি প্রশস্ত বা উন্মুক্ত করা অর্থে বোঝানো হয়েছে।
- গ** শিবাখীদের লেখা সূরার শিবা সম্পর্কিত পাঁচটি বাক্য নির্দেশ করে উদ্দীপকে আব্দুর রহমান স্যার সূরা আল-ইনশিরাহ পাঠ দান করেছেন। এখানে সূরা আল-ইনশিরাহর অর্থ দেওয়া হয়েছে: দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। আমি কি আপনার বব আপনার কল্যাণে প্রশস্ত করে দেইনি? এবং আমি আপনার বোঝা অপসারণ করেছি। যা আপনার পৃষ্ঠদেশকে নুইয়ে দিয়েছিল (যা ছিল আপনার জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক)। আর আমি আপনার খ্যাতিকে উচ্চমর্যাদা দান করেছি। নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। অতএব, যখনই আপনি অবসর পান, একান্তে ইবাদত করুন। এবং আপনার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করুন। মহানবি (স)-কে সান্নিধ্য দিয়ে আল্লাহ তায়াল্লা এ সূরা নাজিল করেছেন।
- ঘ** আল্লাহ মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে আল্লাহ তাঁর প্রতিনিধি করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইবাদতের জন্য। মানবজীবনে সুখ-দুঃখ থাকবেই। তাই বলে দুঃখ-কষ্টে ভেঙে পড়া উচিত নয়। ধৈর্যসহকারে আল্লাহর কাছে বমা চাইতে হবে, দুঃখ-কষ্ট দূর হওয়ার জন্য আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। সূরা আল ইনশিরাহর শিবাও তাই। মানুষের মানসম্মান, খ্যাতি-মর্যাদা সবকিছুই আল্লাহর হাতে। আল্লাহ চাইলে মানুষকে যেকোনো মুহূর্তে সম্মান দিতে পারেন ও নিতে পারেন। আমাদের

প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সময়ে আরবের চারদিকে যে অন্যায়, অত্যাচার, মারামারি, হানাহানি, অরাজকতা ইত্যাদি ছিল এসব অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য তিনি সর্বদা ধ্যানমগ্ন থাকতেন। আল্লাহ তাঁর এ কষ্ট দূর করে তাঁকে নবুয়ত দান করেন। তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি-রাসুল হিসেবে ঘোষণা করেন। নবুয়ত পাওয়ার পর মহানবি (স) আরবে ইসলাম প্রচার শুরব করলে, মক্কার কাফিররা তাঁর বিরোধিতা করে। তাঁর ওপর নানারকম জুলুম-নির্যাতন করতে থাকে। আল্লাহ তায়াল্লা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) কে এ অবস্থা থেকে উত্তরণ করেন। তাঁর দুঃখ দূর করেন। আর তাই আমরা বলতে পারি যে মানুষের মানসম্মান বৃদ্ধি ও সুখ-দুঃখ সবই আল্লাহর হাতে।

#### প্রশ্ন- ৪৪ ▶▶

আল-কুরআন সংরবণ ও সংকলন

শিবক সাজিদকে আল-কুরআন সংরবণ ও সংকলন সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ বাড়ি থেকে লিখে আনতে বললেন। সাজিদ পরের দিন একটি অনুচ্ছেদে লিখল ‘মহানবি (স) কুরআন সংরবণ করতে মুখস্থ করে, সাহাবিগণ মহানবি (স)-এর নিকট শুনেন তা মুখস্থ করে রাখতেন এবং হযরত উসমান (রা) কুরআন সংকলন করে তা ইসলামি সাম্রাজ্যের কয়েকটি স্থানে পাঠিয়েছিলেন।’ শিবক তার অনুচ্ছেদ দেখে বললেন, ‘কুরআন সংরবণ ও সংকলন বিষয়ে তোমার অনুচ্ছেদটি অসম্পূর্ণ।’

ক. আল-কুরআন কোথায় লিপিবদ্ধ ছিল?	১
খ. আল-কুরআন কীভাবে নাজিল হয়?	২
গ. সাজিদের অনুচ্ছেদে কুরআন সংকলনে অবদান রাখা পূর্ববর্তী কোন সাহাবির নাম বাদ পড়েছে? ব্যাখ্যা কর।	৩
ঘ. ‘কুরআন সংরবণ ও সংকলন বিষয়ে তোমার অনুচ্ছেদটি অসম্পূর্ণ’- শিবকের এ বক্তব্য বিশ্লেষণ কর।	৪

#### ৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক** আল-কুরআন লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ ছিল।
- খ** আল্লাহ তায়াল্লা সর্বপ্রথম কদরের রাতে গোটা কুরআন মজিদ লাওহে মাহফুজ থেকে ‘বায়তুল ইযাহ’ নামক স্থানে নাজিল করেন। অতঃপর হেরাগুহায় ধ্যানমগ্ন থাকা অবস্থায় মহান আল্লাহ জিবরাইল (আ)-এর মাধ্যমে মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাজিল করেন। এরপর বিভিন্ন সময় ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মহানবি (স)-এর জীবদ্দশায় মোট ২৩ বছরে সম্পূর্ণ কুরআন নাজিল হয়।
- গ** সাজিদের অনুচ্ছেদে কুরআন সংকলনে অবদান রাখা পূর্ববর্তী যে সাহাবির নাম বাদ পড়েছে তিনি হলেন হযরত আবু বকর (রা)।
- আমরা জানি, মহানবি (স)-এর সময়ে আল-কুরআন মুখস্থ ও লেখনীর মাধ্যমে পুরোপুরি সংরবণ করা হয়। কিন্তু সেসময় তা একত্রে গ্রন্থাবদ্ধ করা হয়নি। হযরত আবুবকর (রা)-ই সর্বপ্রথম কুরআন সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর খিলাফতকালে ভণ্ডনবিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ইয়ামামার যুদ্ধে বহুসংখ্যক কুরআনের হাফিয সাহাবি শাহাদাতবরণ করেন। এতে কুরআন বিলুপ্তির আশংকায় উদ্ভিগ্ন হযরত উমর (রা)-এর পরামর্শে হযরত আবু বকর (রা) ইবনে সাবিত (রা)কে কুরআন সংকলনের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন। চরম সতর্কতা অবলম্বনের মাধ্যমে হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা) পবিত্র কুরআন সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে সংকলন করেন। এ ঐতিহাসিক ঘটনার নায়ক ছিলেন হযরত আবুবকর (রা)। উদ্দীপকের সাজিদের অনুচ্ছেদে কুরআন সংকলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা মহানবি (স)-এর এ সাহাবির নামটি বাদ পড়ে।



ঘ ‘কুরআন সত্ত্বরণ ও সৎকলন বিষয়ে তোমার অনুচ্ছেদটি অসম্পূর্ণ’ উদ্দীপকের শিবকের এ বক্তব্যটি বিশেষরূপে করা হয়েছে।

মহানবি (স)-এর সময়ে আল-কুরআন মুখস্থ ও লেখনীর মাধ্যমে সত্ত্বরণ করা হয়। কিন্তু সেসময় তা একত্রে গ্রন্থাবদ্ধ হয়নি। রাসুল (স)-এর ইন্তিকালের পর সর্বপ্রথম কুরআন সৎকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর (রা)। কিন্তু উদ্দীপকের সাজিদ শিবকের নির্দেশে কুরআন সত্ত্বরণ ও সৎকলন বিষয়ে যে অনুচ্ছেদ লিখে তাতে হযরত আবুবকর (রা)-এর নামটি বাদ পড়ে। হযরত আবুবকর (রা)-এর খিলাফতকালে ইয়ামামার যুগ্মে বহু সৎখ্যক হাফিযে-কুরআন শহিদ হলে হযরত উমর (রা) উদ্দিগ্ন হয়ে পড়েন এবং কুরআন বিলুপ্তির আশংকায় হযরত আবুবকর (রা)-কে কুরআন সৎকলন করে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার পরামর্শ দেন। সে প্রেরিতে হযরত আবুবকর (রা) হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা)কে এ গুরুদায়িত্ব অর্পণ করলে তিনি চরম সতর্কতা অবলম্বনের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে সৎকলন করেন। এ ঐতিহাসিক সত্যকে সাজিদ তার লেখা অনুচ্ছেদে উল্লেখ না করায় শিবক তা অসম্পূর্ণ বলে উল্লেখ করেন।

### ■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন- ৪৫ ▶▶

শরিয়ত

যায়েদ মনে করে সকল ধর্মের একত্রীকরণ ও মূল বিষয়গুলোর সমন্বয়ের মাধ্যমেই পৃথিবীতে শান্তি আনয়ন সম্ভব, অন্যথায় নয়। যায়েদের কথা শুনে জাফর বলল, ইসলামের অনুশাসন ও বিধিবিধান মেনে চললেই পৃথিবীতে শান্তি আসবে। কারণ একমাত্র ইসলামই পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যেখানে শান্তি স্থাপনের শিবা দেওয়া হয়।

- ক. শরিয়তের উৎস কয়টি? ১
- খ. শরিয়তের বিধিবিধান অবিভাজ্য কেন? ২
- গ. যায়েদের মনোভাব শরিয়তের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ইসলাম নিছক ধর্ম নয় উদ্দীপকের জাফরের কথার ভিত্তিতে বিশেষরূপে কর। ৪

### ৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শরিয়তের উৎস চারটি।

খ আল-কুরআনের বিধিবিধান অবিভাজ্য বলে শরিয়তের বিধিবিধানও অবিভাজ্য।

আলরাহ তায়াল আল-কুরআনে ঘোষণা করেন, ‘তোমরা কি কুরআনের কিছু অংশ মান আর কিছু অংশ মান না? যারা এ ধরনের কাজ করে তারা দুনিয়ার জীবনে লাঞ্চিত হবে এবং আখিরাতে কঠিন আযাবে নিব্বিত হবে’ (সূরা আল-বাকার : ৮৫) শরিয়ত হলো আলরাহর কুরআন ও রাসুলের হাদিসের আলোকে অবিভাজ্য, পূর্ণাঙ্গ বিধিবিধান। একে খন্ডিতভাবে মানা শরিয়ত অস্বীকারের নামান্তর। কোনো প্রকৃত মুসলমান এরূপ কাজ করতে পারে না। করলে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। তাই শরিয়তের বিধিবিধান অবিভাজ্য।



X-clusive লিঙ্ক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের

উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে-

গ শরিয়তের অস্বীকারকারী কী? ব্যাখ্যা কর।

ঘ ইসলামই পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।”-বাণীটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

প্রশ্ন- ৪৬ ▶▶

শরিয়তের আহকাম

জলিল দুপুরে খাওয়ার জন্য একটি হোটেলে গিয়ে মুরগির মাংসের অর্ডার দিলেন। হঠাৎ ভ্রাম্যমাণ আদালত এসে হোটেলের পিছনে মৃত মুরগি জবাই করতে দেখে হোটেলের মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করল।

- ক. মক্কি সূরা কীসের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে? ১
- খ. ওয়াজিব বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকের হোটেল মালিকের কার্যকলাপ শরিয়তের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “হারাম খাদ্য ও উপার্জন দ্বারা ইবাদত করুল হয় না”- উদ্দীপকের আলোকে বিশেষরূপে কর। ৪

### ৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রসিদ্ধ বিষয়সমূহের শপথের মাধ্যমে মক্কি সূরা উপস্থাপন করা হয়েছে।

খ শরিয়তে এমন কিছু বিধান আছে যেগুলো পালন করা কর্তব্য। যদিও এগুলো ফরজের অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলো লজ্জন করলে শাস্তির বিধান আছে। এ ধরনের বিধানকে বলা হয় ওয়াজিব।



X-clusive লিঙ্ক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের

উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে-

গ মানবজীবনে হালাল ও হারামের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

ঘ হারাম উপার্জনের কুফল বিশেষরূপে কর।

প্রশ্ন- ৪৭ ▶▶

সূরা আল-মাইন

মাওলানা দৌলতপুরী কুরআন মজিদের একটি সূরার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, ধন-দৌলত এগুলো আলরাহর দান। প্রয়োজনমতো এগুলো অভাবী সাহায্য প্রার্থীকে দান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কখনো তাদের প্রতি কঠোর হওয়া যাবে না। আলরাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। [দি বাডস রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, শ্রীমঙ্গল]

- ক. ‘লা তানহার’ অর্থ কী? ১
- খ. কোন শহরকে বাদাদুল আমিন বলা হয়? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সূরা নাজিলের প্রেরাপট ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত সূরার শিবা বিশেষরূপে কর। ৪

### ৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ‘লা তানহার’ অর্থ- আপনি ধর্মক দেবেন না।

খ পবিত্র মক্কা নগরীকে বাদাদুল আমিন বলা হয়।

সূরা আত-তীনের তৃতীয় আয়াতে বাদাদুল আমিন নগরীর শপথ করা হয়েছে। আর এটা হলো মক্কা নগরী। এ নগরীতে মহানবি (স) জন্মগ্রহণ করেন। এতে বায়তুলরাহ বা কাবা শরিফ অবস্থিত। সেখানে রক্তপাত ও মারামারি নিষিদ্ধ। এ সকল কারণে মক্কা নগরীকে বাদাদুল আমিন বলা হয়।



X-clusive লিঙ্ক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের

উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে-

গ সূরা আল-মাইন নাজিলের প্রেরাপট ব্যাখ্যা কর।

ঘ সূরা আল-মাইনের শিবা বিশেষরূপে কর।

প্রশ্ন- ৪৮ ▶▶

সূরাহ

জোহরা জান্নাত বিশ্বাস করে কুরআন অবশ্যই আলরাহর বাণী। কিন্তু হাদিস না মানলেও চলে। তার স্বামী হালিম বলে, তোমার ধারণা ঠিক নয়। কারণ হাদিস না মেনে কুরআন মানা সম্ভব নয়।


- ক. মতন অনুযায়ী হাদিস কত প্রকার? ১
- খ. হযরত উসমান (রা) কে জামিউল কুরআন বলা হয় কেন? ২

- গ. হাদিস সম্পর্কে জোহরা জান্নাতের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. হাদিস সম্পর্কে হালিমের বক্তব্যের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মতন অনুযায়ী হাদিস তিন প্রকার।

**খ** আল-কুরআন সংকলনের দায়িত্ব পালনের জন্য উসমান (রা)কে ‘জামিউল কুরআন’ বলা হয়। হযরত উসমান (রা)-এর খেলাফতকালে একই কুরআনের বিভিন্ন তিলাওয়াত শোনা যায়। ফলে পরবর্তীতে বিপর্যয়ের আশঙ্কা দেখা দেয়। তিনি বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে আঞ্চলিক বিকৃত সম্পন্ন কুরআনের কপিসমূহ সংগ্রহ করেন এবং বিশুদ্ধ একটি কপি রেখে বাকি কপিসমূহ সাহাবিদের ঐকমত্যে পুড়িয়ে ফেলেন। এভাবে তাঁর প্রত্যেক তত্ত্বাবধানে পবিত্র কুরআন সংগৃহীত হয়। এ মহান কাজের জন্য হযরত উসমান (রা)কে জামিউল কুরআন বলা হয়।

 **X-clusive লিংক :** প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দরতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

**গ** হাদিস অস্বীকারকারী কী তা ব্যাখ্যা কর।

**ঘ** মানবজীবনে হাদিসের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? বিশ্লেষণ কর।

**প্রশ্ন- ৪৯ ▶▶** শরিয়তের আহকাম সংক্রান্ত পরিত্যাগ


লিজন ইসলামি শরিয়তের যাবতীয় বিধিবিধান মেনে চলে। কিন্তু তার বন্ধু সুজন মানে না। ইমাম সাহেব বললেন, শরিয়তের কিছু অংশ মানা; আর কিছু অংশ না মানার কোনো সুযোগ নেই।

- ক. শরিয়তের বিষয়বস্তু প্রধানত কয় ভাগে বিভক্ত? ১  
খ. ইসলামে ব্রহ্মরোপণকে কেন উৎসাহিত করা হয়েছে? ২  
গ. লিজন ও সুজনের কর্মকাণ্ড শরিয়তের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. ইমাম সাহেবের উক্তিটি কুরআন ও হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

### ৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** শরিয়তের বিষয়বস্তু তিনভাগে বিভক্ত।

**খ** ব্রহ্মরোপণ করা ইসলামে একটি মহৎ কাজ। পরিবেশ রবায় গাছ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমে মানুষের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামত বর্ষিত হয়। ব্রহ্মরোপণ করলে আল্লাহর আদেশ পালন করা হয়। তাই ব্রহ্মরোপণকে ইসলামে উৎসাহিত করা হয়েছে।

 **X-clusive লিংক :** প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দরতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

**গ** শরিয়ত পালনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

**ঘ** পূর্ণাঙ্গ শরিয়ত পালনে ইসলামি শরিয়তের মূল উৎসগুলোর বিকল্প নেই।—মতামত দাও।

**প্রশ্ন- ৫০ ▶▶** সূরা আদ-দুহা ও সূরা আল-মাউন

খবির তার এতিম ভতিজাকে লালনপালন করে পরিণত বয়সে তার সম্পত্তি দিয়ে দেন। কোনোদিন ফকির, মিসকিনকে ধমক দেননি কিংবা তাড়িয়ে দেননি। কোনো ভিক্ষুক তার নিকট হাতে খালি হাতে ফিরে যায়নি। কিন্তু তার ছেলে রকিব ঠিক তার উল্টো চরিত্রের। এই তো সেদিন এক সাহায্যপ্রার্থী ইয়াতীমকে রবৃত্তাবে তাড়িয়ে দেন। তার প্রতিবেশী জমির সংসারের প্রয়োজনে কয়েক ঘণ্টার জন্য একটি কুঠার ও কোদাল চাইলে রকিব তা দেননি।


- ক. ‘মাউন’ শব্দের অর্থ কী? ১  
খ. কোন প্রেক্ষিতে সূরা আদ-দুহা নাজিল হয়? ২

- গ. খবির কোন সূরার শিবার প্রতিনিধিত্ব করে ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. ‘রকিব মূলত বিচার দিবসকে অস্বীকার করেন’— সূরা আল মাউন অবলম্বনে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৫০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মাউন শব্দের অর্থ হলো গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোটখাটো বস্তু, নিত্যব্যবহার্য বস্তু।

**খ** মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)কে সান্ত্বনা প্রদান করে আল্লাহ তায়ালা সূরা আদ-দুহা নাজিল করেন। মহানবি (স) অসুস্থ থাকার কারণে দুই তিন দিন তাঁর নিকট ওহি আসা বন্ধ ছিল। তখন মক্কার কাফির ও মুশরিকরা বলতে লাগল যে, মুহাম্মদ (স)কে তাঁর প্রতিপালক পরিত্যাগ করেছে এবং তাঁর প্রতি বিরূপ হয়েছে। তখন মহান আল্লাহ প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স)কে সান্ত্বনা প্রদান করার জন্য এ সূরাটি নাজিল করেন।

 **X-clusive লিংক :** প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দরতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

**গ** সূরা আদ-দুহা শিবা বর্ণনা কর।

**ঘ** নিফাক ও কুফরের কুফল বিশ্লেষণ কর।

**প্রশ্ন- ৫১ ▶▶**

ব্রহ্মরোপণ


অনন্যা সালমার সাথে গল্প করছে। অনন্যা বলল, পরিবেশের জন্য গাছপালা কত উপকারী। অথচ তোমাদের রাসূল এক ভিক্ষুককে গাছ কেটে জীবন চালাতে বলেছেন। সালমা বলল, প্রয়োজন হলে গাছ কাটা যাবে না, তাতো নয়। প্রয়োজনে গাছ কাটেতে হবে তার আগে গাছ লাগাতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স) গাছ লাগানোর জন্যও বিপুল উৎসাহ দিয়েছেন। ফল-ফসল ফলানো, গাছ লাগানোকে তিনি সাদকাহ বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

- ক. দানশীলতা কেমন গুণ? ১  
খ. ফরজ কাকে বলে? ২  
গ. কেউ যদি রাসূল (সা) ও ইসলাম সম্পর্কে আপত্তিকর কথা বলে একজন মুসলিম কীভাবে তার মোকাবেলা করবে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত সাদকার গুরুত্ব পর্যালোচনা কর। ৪

### ৫১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** দানশীলতা মহৎ গুণ।

**খ** শরিয়তে এমন কতকগুলো বিধান আছে যেগুলো পালন করা অবশ্য কর্তব্য। অবজ্ঞা সহকারে সেগুলো বর্জন করলে ইমান থাকে না। আর অলসতা করে পালন না করলে কঠিন শাস্তি পাবে এ ধরনের বিধানকে ফরজ বলা হয়।

 **X-clusive লিংক :** প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দরতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

**গ** ইসলাম অস্বীকারকারীর ব্যাপারে তোমার ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

**ঘ** ব্রহ্মরোপণের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু তা বিশ্লেষণ কর।

**প্রশ্ন- ৫২ ▶▶**

সূরা আল-ইনশিরাহ


শ্রেণি শিবা ক্লাসে সূরা আল-ইনশিরাহ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুসিবতের সম্মুখীন হয়েছেন নবি-রাসূলগণ। সুতরাং নানা প্রকার জুলুম-নির্যাতনের মধ্যে একজন মুমিন ঝরগ রাখবেন যে আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আল্লাহর দীন প্রচারের সময় যে অত্যাচার, নির্যাতন,

নিপীড়ন, জুলুম, রাসুল (স)কে সহ্য করতে হয়েছে, একজন মুমিনকেও সেই পথে অগ্রসর হতে হবে।

- ক. শরিয়তের অকাট্য ও প্রামাণ্য দলিল কোনটি? ১
- খ. সূরা আদ-দুহা মূল কথা কী? ২
- গ. পাঠ্যপুস্তকের আলোকে উদ্দীপকের সূরাটির শিবা বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. বর্তমান সমাজে এ সূরার প্রভাব শান্তির বার্তা বয়ে আনতে পারে— ব্যাখ্যা কর। ৪

### ৫২ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. শরিয়তের অকাট্য ও প্রামাণ্য দলিল আল-কুরআন।
- খ. সূরা আদ-দুহা মূল কথা আল্লাহ তায়ালা রাসুল (স)কে অনেক নিয়ামতের ঘোষণা দিয়েছেন। নবি করিম (স) ছিলেন এতিম। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে লালনপালনের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি ছিলেন দরিদ্র। আল্লাহপাক তাকে সচ্ছল করেছেন। এ সূরায় তাঁর প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত এসব অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন এতিমদের প্রতি কঠোর না হন, প্রার্থীকে ধমক না দেন এবং আল্লাহর নিয়মতাকে প্রকাশ করেন।

 **X-clusive লিঙ্ক :** প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

- গ. সূরা আল-ইনশিরাহ এর মূল বিষয় আলোচনা কর।
- ঘ. “সমাজ পরিবর্তনে সূরা আল-ইনশিরাহ-এর শিবা ই যথেষ্ট”— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।


প্রশ্ন- ৫৩ ▶▶ পরোপকার

প্রবল বন্যায় চরাধ্বলের মানুষ ও গবাদি পশুর সীমাহীন দুর্দশা। তাদের সাহায্যার্থে চেয়ারম্যান বশির মিয়াজি নৌকাভর্তি ত্রাণ গবাদি পশুর খাদ্য নিয়ে সেখানে গেলেন। ত্রাণ বিতরণের পর তিনি সবার উদ্দেশ্যে বলেন, রোগে-শোকে বিভিন্নভাবে কষ্ট পেলেও মনে শক্তি ও সাহস রাখতে হবে। সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল থাকতে হবে। কঠিন বিপদেও ধৈর্যধারণ করতে হবে। সুখ শান্তিতে মহান আল্লাহর গুণকীর্তন করতে হবে। তিনি বলেন মুমিনের জন্য সবই কল্যাণকর।

- ক. হাদিস সংকলনের স্বর্ণযুগ কোনটি? ১
- খ. হালাল বস্তু গ্রহণের উপকারিতা ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. মহানবি (স)-এর কোন বাণী চেয়ারম্যান বশির মিয়াজিকে উল্লিখিত কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. চেয়ারম্যান বশির মিয়াজির কর্মকাণ্ড সর্ধশির্ষ্ট হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. হিজরি তৃতীয় শতক হাদিস সংকলনের স্বর্ণযুগ।
- খ. হালাল বস্তু গ্রহণের উপকারিতা অনেক। যেমন হালাল দ্রব্য মানুষকে ইবাদতে উৎসাহিত করে। হালাল ও পবিত্র দ্রব্য মানুষের দেহ ও মস্তিষ্ক সুস্থ রাখে। অন্তরে নূর সৃষ্টি করে। মানুষ সং গুণাবলি সম্পন্ন হয়ে উঠে।

 **X-clusive লিঙ্ক :** প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

- গ. পরোপকারের পরিচিতি ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. পরোপকারের সুফল লিখ।


প্রশ্ন- ৫৪ ▶▶ =

শাকিল আনিসকে বলল, চল বন্ধু আমরা দুজনে দুটি বৃচারা কিনে নেই। বাড়ির আজিনায় এগুলো রোপণ করব। কারণ গাছপালা মানুষের পরম বন্ধু। একদিকে গাছ পরিবেশ বাঁচায়, অন্যদিকে সদকার সাওয়াব পাওয়া যায়। তাদের এ কাজ থেকে পাড়ার অন্য ছেলেরাও বৃচরোপণে উদ্বুদ্ধ হলো।

- ক. ‘বাহিমা তুন’ শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. ইসলামে বৃচরোপণকে কেন উৎসাহিত করা হয়েছে? ২
- গ. সুমনের বৃচরোপণের উদ্যোগ কী? প কাজ? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “পাড়ার ছেলেরাও বৃচরোপণে উদ্বুদ্ধ হওয়া পরিবেশের জন্য কল্যাণকর।” উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. বাহিমা তুন শব্দের অর্থ চতুষ্পদ জন্তু।
- খ. বৃচরোপণ করা ইসলামের একটি মহৎ কাজ। পরিবেশ রবায় গাছ গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমে মানুষের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামত বর্ষিত হয়। বৃচরোপণ করলে আল্লাহর আদেশ পালন করা হয়। তাই বৃচরোপণকে ইসলামে উৎসাহিত করা হয়েছে।

 **X-clusive লিঙ্ক :** প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

- গ. বৃচরোপণের উদ্যোগ কী? প কাজ? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. বৃচরোপণের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন কর।

### অধ্যায় সমন্বিত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন- ৫৫ ▶▶ আসামনি কিতাব, পবিত্র কুরআন

আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসামনি কিতাব। এর সত্বরবণ ও সংকলন সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ নিচে উল্লেখ করা হলো :

মুখস্থ করার মাধ্যমে আল-কুরআন সর্বপ্রথম সত্বরক্ষণ করা হয়। এছাড়া লিখিতভাবে আল-কুরআন সত্বরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। কুরআনের কোনো অংশ বা আয়াত নাজিল হলে সাথে সাথেই তা খেজুর গাছের ডাল, পশুর চামড়া ও হাড়, পাথর, গাছের পাতা ইত্যাদিতে লিখে রাখা হতো।

- ক. তাওহীদের বিপরীত কী? ১
- খ. অনুবাদসহ নিয়ত সত্বরক্ষণ হাদিসটি উল্লেখ কর। ২
- গ. উদ্দীপকের পবিত্র গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর একটি তালিকা তৈরি কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের অনুচ্ছেদটি তোমার নিজ ভাষায় উল্লেখ কর। ৪

### ৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. তাওহীদের বিপরীত শিরক।
- খ. নিয়ত সম্পর্কিত হাদিসটি অনুবাদসহ নিচে উল্লেখ করা হলো :

#### অনুবাদসহ নিয়ত সম্পর্কিত হাদিস

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

অর্থ : প্রকৃতপক্ষে সকল কাজ (এর ফলাফল) নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। (বুখারি)।

**গ** উদ্দীপকের পবিত্রগ্রন্থ আসমানি কিতাব কুরআন মাজীদে মহান আলরাহ নানা বিষয়ের আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। যেমন :

- আলরাহ তায়ালার সন্তাগত পরিচয়;
- তাঁর গুণাবলির বর্ণনা;
- নবি-রাসুলগণের বর্ণনা;
- পূর্ববর্তী জাতিসমূহের বিবরণ;
- অবাধ্য ও কাফিরদের পরিণতির বিবরণ;
- হালাল-হারামের বর্ণনা;
- বিধি-বিধান সংক্রান্ত বিবরণ;
- শাস্তি ও সতর্কীকরণ বিষয়ে আলোচনা;
- উপদেশ ও সুসংবাদ সম্পর্কে বিবরণ;
- আকিদা সংক্রান্ত বিষয়সমূহের বিবরণ;
- পরকাল সংক্রান্ত বিষয়সমূহের বিবরণ।

**ঘ** আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি কিতাব। এর সংরক্ষণ ও সংকলন সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ উল্লেখ করা হয়েছে। মুখস্থ করার মাধ্যমে আল-কুরআন সর্বপ্রথম সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়া লিখিতভাবে আল-কুরআন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। কুরআনের কোনো অংশ বা আয়াত নাজিল হলে

সাথে সাথেই তা খেজুর গাছের ডাল, পশুর চামড়া ও হাড়, পাথর, গাছের পাতা ইত্যাদিতে লিখে রাখা হতো। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-ই সর্বপ্রথম কুরআন সংকলনের উদ্যোগ নেন। তিনি প্রধান ওহি লেখক সাহাবি হযরত য়াদ ইবনে সাবিত (রা)-কে এ গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন। চরম সতর্কতা অবলম্বনের মাধ্যমে হযরত য়াদ ইবনে সাবিত (রা) পবিত্র কুরআন সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে সংকলন করেন। কুরআনের সে কপিটি হযরত আবু বকর (রা)-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল। তাঁর ইন্তিকালের পর এটি হযরত উমর (রা)-এর তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত ছিল। হযরত উমর (রা)-এর শাহাদাতের পর পবিত্র কুরআনের এ পাণ্ডুলিপিটি তাঁর কন্যা উম্মুল মুমিনিন হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল। অতঃপর তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে নানা মতানৈক্যের প্রেক্ষিতে হযরত উসমান (রা) প্রধান সাহাবিগণের পরামর্শক্রমে কুরআন সংকলনের জন্য হযরত য়াদ ইবনে সাবিত (রা)-এর নেতৃত্বে চারজন সাহাবির সম্মুখে একটি বোর্ড গঠন করেন। এভাবে হযরত উসমান (রা)-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আল-কুরআন সংকলিত হয়। এ মহান কাজের জন্য হযরত উসমান (রা) কে ‘জামিউল কুরআন’ বা কুরআন একত্রকারী (সংকলক) বলা হয়।

## কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

### ■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর



**প্রশ্ন ১১** শরিয়ত কী?

**উত্তর :** শরিয়ত হলো ইসলামি জীবন পদ্ধতি।

**প্রশ্ন ১২** শরিয়ত আমাদের কী শিক্ষা দেয়?

**উত্তর :** শরিয়ত আমাদের ইবাদতের পদ্ধতি ও নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেয়।

**প্রশ্ন ১৩** ইসলামি শরিয়তের অকাট্য দলিল কোনটি?

**উত্তর :** ইসলামি শরিয়তের অকাট্য দলিল হলো আল-কুরআন।

**প্রশ্ন ১৪** শরিয়তের মূল কাঠামো দন্ডায়মান কিসের ওপর?

**উত্তর :** শরিয়তের মূল কাঠামো দন্ডায়মান আল-কুরআনের ওপর।

**প্রশ্ন ১৫** পৃথিবীর নিকটতম আসমানের নাম কী?

**উত্তর :** পৃথিবীর নিকটতম আসমানের নাম বায়তুল ইয়যাহ।

**প্রশ্ন ১৬** আল-কুরআন কার মাধ্যমে নাজিল হয়?

**উত্তর :** আল-কুরআন হযরত জিবরাইল (আ)-এর মাধ্যমে নাজিল হয়।

**প্রশ্ন ১৭** সর্বপ্রথম কোন সূরা নাজিল হয়?

**উত্তর :** সর্বপ্রথম সূরা আলাক নাজিল হয়।

**প্রশ্ন ১৮** কুরআন মজিদ কোথায় সংরক্ষিত ছিল?

**উত্তর :** কুরআন মজিদ লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত ছিল।

**প্রশ্ন ১৯** মক্কি সূরা কাকে বলে?

**উত্তর :** মহানবি (স)-এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পূর্বে নাজিল হওয়া সূরাসমূহকে মক্কি সূরা বলা হয়।

**প্রশ্ন ২০** মাদানি সূরা কাকে বলে?

**উত্তর :** মহানবি (স)-র মদিনায় হিজরতের পর নাজিল হওয়া সূরাগুলোকে মাদানি সূরা বলা হয়।

**প্রশ্ন ২১** হিজরতকালে পথে যে সূরা নাজিল হয় তাকে কী বলে?

**উত্তর :** মহানবি (স)-এর হিজরতকালে মদিনায় গমনের পথে যে সূরা নাজিল হয়েছে সেগুলোও মক্কি সূরা।

**প্রশ্ন ২২** তাজবিদ অনুযায়ী কুরআন তিলাওয়াত করা কার হুকুম?

**উত্তর :** তাজবিদ অনুযায়ী কুরআন তিলাওয়াত করা আলাহর হুকুম।

**প্রশ্ন ২৩** কুরআন কী?

**উত্তর :** আল-কুরআন মহান আলরাহ তায়ালার পবিত্র বাণী।

**প্রশ্ন ২৪** কুরআন মজিদ শিখতে হলে প্রথমে কী করতে হবে?

**উত্তর :** কুরআন মজিদ শিখতে হলে প্রথমে দেখে দেখে তিলাওয়াত করতে হবে।

**প্রশ্ন ২৫** সূরা আশ-শামসের বর্ণনা ধারা কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?

**উত্তর :** সূরা আশ-শামসের বর্ণনাদ্বারা তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

**প্রশ্ন ২৬** সূরা আশ-শামস কুরআনের কততম সূরা?

**উত্তর :** সূরা আশ-শামস কুরআনের একানব্বইতম সূরা।

**প্রশ্ন ২৭** সূরা আশ-শামস কোথায় অবতীর্ণ হয়?

**উত্তর :** সূরা আশ-শামস মক্কায় অবতীর্ণ হয়।

**প্রশ্ন ২৮** উম্মে জামিল কে?

**উত্তর :** উম্মে জামিল হলো আবু লাহাবের স্ত্রী।

**প্রশ্ন ২৯** সূরা আদ-দুহা কোথায় অবতীর্ণ হয়?

**উত্তর :** সূরা আদ-দুহা মক্কায় অবতীর্ণ হয়।

**প্রশ্ন ৩০** কোন সূরায় পূর্বাহ্নের শপথ করা হয়েছে?

**উত্তর :** সূরা আদ-দুহায় পূর্বাহ্নের শপথ করা হয়েছে।

**প্রশ্ন ৩১** ‘নিচয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে’- একথা কোন সূরায় বলা হয়েছে?

**উত্তর :** এটি সূরা আল-ইনশিরাহে বলা হয়েছে।

**প্রশ্ন ৩২** ‘জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান’ এটা কোন সূরার শিক্ষা?

**উত্তর :** ‘জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান’ এটা সূরা আল-ইনশিরাহর শিক্ষা।

**প্রশ্ন ৩৩** আল্লাহ তায়াল্লা অন্তর উন্মুক্ত করে দেন কীভাবে?

**উত্তর :** সত্য ও ন্যায় উপলব্ধি করার জন্য আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে প্রচেষ্টা চালালে আল্লাহ তায়াল্লা অন্তর উন্মুক্ত করে দেন।

**প্রশ্ন ৩৪** সূরা আত-তীনে কয়টি ফলের কসম করা হয়েছে?

**উত্তর :** সূরা আত-তীনে দুইটি ফলের কসম করা হয়েছে।

**প্রশ্ন ৩৫** সূরা আত-তীনে আহ্বান জানানো হয়েছে কিসের প্রতি?



উত্তর : সূরা আত-তীনে মানবজাতিকে ইমান ও সৎকর্মের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

প্রশ্ন ২৬ ৥ তুর পাহাড়ে কোন নবি (আ)-কে নবুয়ত দেওয়া হয়েছে?

উত্তর : তুর পাহাড়ে হযরত মুসা (আ)-কে নবুয়ত দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ২৭ ৥ সূরা আল-মাদুন কোথায় অবতীর্ণ হয়?

উত্তর : সূরা আল-মাদুন মক্কায় অবতীর্ণ হয়।

প্রশ্ন ২৮ ৥ সূরা আল-মাদুন আল-কুরআনের কততম সূরা?

উত্তর : সূরা আল-মাদুন আল-কুরআনের ১০৭তম সূরা।

প্রশ্ন ২৯ ৥ সূরা আল-মাদুনে কিসের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে?

উত্তর : সূরা আল-মাদুনে কাফির ও মুনাফিকদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও কাজের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ৩০ ৥ হাদিসের বর্ণনা পরস্পরকে কী বলে?

উত্তর : হাদিসের বর্ণনা পরস্পরকে সনদ বলে।

প্রশ্ন ৩১ ৥ যারা হাদিস বর্ণনা করেন তাদেরকে কী বলা হয়?

উত্তর : যারা হাদিস বর্ণনা করেন তাদেরকে রাবি বলা হয়।

প্রশ্ন ৩২ ৥ প্রথম সংকলিত বিশুদ্ধ হাদিসগ্রন্থ কোনটি?

উত্তর : প্রথম সংকলিত বিশুদ্ধ হাদিসগ্রন্থ হলো আল-মুয়াত্তা।

প্রশ্ন ৩৩ ৥ মহানবি (স) বৃক্ষরোপণ ও ফসল ফলানোকে কী বলে আখ্যা দিয়েছেন?

উত্তর : মহানবি (স) বৃক্ষরোপণ ও ফসল ফলানোকে সাদকা বলে আখ্যা দিয়েছেন।

প্রশ্ন ৩৪ ৥ বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে মানুষ পার্শ্ব লাভের পাশাপাশি অন্য কী লাভ করতে পারে?

উত্তর : বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে মানুষ পার্শ্ব লাভের পাশাপাশি পরকালীন কল্যাণও লাভ করতে পারে।

প্রশ্ন ৩৫ ৥ নিয়ত কাকে বলে?

উত্তর : কাজের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে নিয়ত বলা হয়।

প্রশ্ন ৩৬ ৥ সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব কে?

উত্তর : সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব হলো মানুষ।

প্রশ্ন ৩৭ ৥ আল্লাহ কার প্রয়োজন পূরণ করে দেন?

উত্তর : যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সচেতন হয়, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন।

প্রশ্ন ৩৮ ৥ মুসলমান পরস্পর কী?

উত্তর : মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই।

প্রশ্ন ৩৯ ৥ পরকালে কারা শহিদদের সমমর্যাদা লাভ করবে?

উত্তর : পরকালে বিশ্বস্ত মুসলিম ব্যবসায়ীগণ শহিদদের সমমর্যাদা লাভ করবে।

প্রশ্ন ৪০ ৥ বিপদে পড়লে আমরা কী করব?

উত্তর : বিপদে পড়লে আমরা ধৈর্যধারণ করব।

প্রশ্ন ৪১ ৥ ‘ইজমা’ শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : ‘ইজমা’ শব্দের অর্থ ঐকমত্য।

প্রশ্ন ৪২ ৥ মুজতাহিদ শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : মুজতাহিদ শব্দের অর্থ গবেষক।

প্রশ্ন ৪৩ ৥ হযরত উমর (রা)-এর শাসনামলে ইজমার ভিত্তিতে কিসের বিধান প্রবর্তিত হয়?

উত্তর : তারাবির সালাত বিশ রাকআত আদায় করা।

প্রশ্ন ৪৪ ৥ ‘কিয়াস’ শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : কিয়াস শব্দের অর্থ পরিমাপ, অনুমান ও তুলনা করা।

প্রশ্ন ৪৫ ৥ শরিয়তের আহকাম সংক্রান্ত পরিতাষাগুলো কী কী?

উত্তর : শরিয়তের আহকাম সংক্রান্ত পরিতাষাগুলো হলো— ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব, মুবাহ ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৪৬ ৥ ‘ফরজ’ অর্থ কী?

উত্তর : ‘ফরজ’ শব্দের অর্থ অত্যাৱশ্যক, অবশ্য পালনীয়।

প্রশ্ন ৪৭ ৥ ‘ওয়াজিব’ অর্থ কী?

উত্তর : ‘ওয়াজিব’ শব্দের অর্থ অপরিহার্য, কর্তব্য।

প্রশ্ন ৪৮ ৥ ‘সুন্নত’ অর্থ কী?

উত্তর : ‘সুন্নত’ শব্দের অর্থ পথ, পন্থা, নিয়ম, রীতি, পদ্ধতি ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৪৯ ৥ ‘মুস্তাহাব’ অর্থ কী?

উত্তর : ‘মুস্তাহাব’ শব্দের অর্থ পছন্দনীয়।

## ■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর



প্রশ্ন ১ ৥ শরিয়তের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : শরিয়তের গুরুত্ব অপরিসীম। শরিয়তের মাধ্যমে আমরা জীবন পরিচালনার দিকনির্দেশনা পেয়ে থাকি। ইসলামি বিধি-নিষেধ তথা হালাল-হারাম, ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান শরিয়তের শিবার মাধ্যমেই লাভ করা যায়। তাছাড়া শরিয়ত আমাদের ইবাদতের পদ্ধতি ও নিয়মকানুন শিবা দেয়। উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতার নানা শিবাও শরিয়তে বিবৃত রয়েছে। সুতরাং সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে জীবন পরিচালনার জন্য শরিয়ত অপরিহার্য।

প্রশ্ন ২ ৥ কুরআন মজিদ কীভাবে নাজিল হয়?

উত্তর : মহানবি (স) হেরাগুহায় ধ্যানমগ্ন থাকা অবস্থায় মহান আল্লাহর নির্দেশে জিবরাইল (আ) আল-কুরআনের সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাজিল করেন। এটাই ছিল দুনিয়াতে নাজিলের প্রথম ঘটনা। এরপর বিভিন্ন সময় ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মহানবি (স)-এর ওপর কুরআন নাজিল হয়। এভাবে মহানবি (স)-এর জীবদ্দশায় মোট ২৩ বছরে সম্পূর্ণ কুরআন নাজিল হয়। এটি

একসাথে নাজিল হয় নি; বরং অল্প অল্প করে প্রয়োজনানুসারে নাজিল হতো। আল্লাহ বলেন—

وَقَرَأْنَا لَهُمْ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْمُبِينِ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ

অর্থ : আর আমি খন্ড-খন্ডভাবে কুরআন নাজিল করেছি যাতে আপনি তা মানুষের নিকট ক্রমে ক্রমে পাঠ করতে পারেন। আর আমি তা ক্রমশ নাজিল করেছি। (সূরা বনি ইসরাইল : ১০৬)

প্রশ্ন ৩ ৥ অন্যান্য কিতাবের ন্যায় কুরআন পরিবর্তন হয়নি কেন?

উত্তর : আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং আল-কুরআনের সংরক্ষক বলে অন্যান্য কিতাবের ন্যায় আল-কুরআনে কোনো পরিবর্তন হয়নি। আল্লাহ তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এ কিতাব সংরক্ষণ করেন। এজন্যই আজ পর্যন্ত এ কিতাবের একটি হরফ, হরকতও পরিবর্তন হয়নি। এটি যেভাবে নাজিল হয়েছিল আজও ঠিক সেভাবেই বিদ্যমান রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

প্রশ্ন ৪ ৥ মক্কি সূরার চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

উত্তর : মক্কি সূরার বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তন্মধ্যে চারটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো :

১. তাওহিদ ও রিসালাতের প্রতি আহ্বান;
২. মৃত্যুর পরবর্তী জীবন কিয়ামত, জান্নাত-জাহান্নাম তথা আখিরাতের বর্ণনা;
৩. শিরক-কুফরের পরিচয় বর্ণনা করে এগুলোর অসারতা প্রমাণ করা এবং
৪. মুশরিক ও কাফিরদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর।

**প্রশ্ন ১৫ ৥ শানে নুযুল কাকে বলে?**

**উত্তর :** ‘শান’ শব্দের অর্থ অবস্থা, মর্যাদা, কারণ, ঘটনা, পটভূমি। আর নুযুল অর্থ অবতরণ। অতএব শানে নুযুল অর্থ অবতরণের কারণ বা পটভূমি। ইসলামি পরিভাষায়, সূরা বা আয়াত নাজিলের কারণ বা পটভূমিকে শানে নুযুল বলা হয়।

**প্রশ্ন ১৬ ৥ সূরা আশ-শামসের শিক্ষা বর্ণনা কর।**

**উত্তর :** সূরা আশ-শামস থেকে আমরা যেসব শিবা লাভ করতে পারি তা নিম্নরূপ :

১. আল্লাহ তায়ালাই আসমান, জমিন ও মানুষের স্রষ্টা।
২. তিনিই সূর্য, চন্দ্র, রাত, দিনের আবর্তন ঘটান।
৩. তিনিই মানুষের ভালো-মন্দ, সংকর্ম-অসংকর্মের জ্ঞান দান করেন।
৪. যে ব্যক্তি সংকর্ম করবে সে সার্বিক সফলতা লাভ করবে।
৫. আর যে ব্যক্তি নিজকে পাপ-পথকিতায় জড়িয়ে ফেলবে সে ব্যর্থ ও ধ্বংস হবে।
৬. আমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে যারা অবাধ্য ছিল আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতেই তাদের শাস্তি প্রদান করেন। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।

**প্রশ্ন ১৭ ৥ সূরা আদ-দুহা একটি শিক্ষা লেখ।**

**উত্তর :** সূরা আদ-দুহা থেকে আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শিবা লাভ করি। তন্মধ্যে একটি শিবা নিচে উল্লেখ করা হলো :

দুনিয়ার সকল কল্যাণ ও নিয়ামত আল্লাহ তায়ালা দান। এসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সকলের কর্তব্য। যেমন : আল্লাহ তায়ালা আমাদের ইমান, কুরআন, ধন-দৌলত, জ্ঞান-বুদ্ধি ইত্যাদি নিয়ামত দান করেছেন। সুতরাং এসবের জন্য আল্লাহ তায়ালা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। এসব নিয়ামতের কথা মানুষের মাঝে প্রচার করতে হবে।

**প্রশ্ন ১৮ ৥ সূরা আল-ইনশিরাহ-এর শিক্ষা বর্ণনা কর।**

**উত্তর :**

১. যে ব্যক্তি সত্য ও ন্যায়ের জন্য চেফা-সাধনা করে আল্লাহ তায়ালা তার অন্তরকে খুলে দেন; তাকে সৎপথ প্রদর্শন করেন।
২. আল্লাহ তায়ালাই মানুষের কষ্ট-যাতনা দূর করেন।
৩. মানুষের মান-সম্মান, খ্যাতি-মর্যাদা সবকিছুই আল্লাহ তায়ালা হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মান-মর্যাদা দান করেন।
৪. মানবজীবনে সুখ-দুঃখ থাকবেই। সুতরাং দুঃখ ও কষ্টে হতাশ হওয়া চলবে না। বরং ধৈর্যসহকারে এর মোকাবিলা করতে হবে।
৫. জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান। অতএব, এ সময়কে কাজে লাগাতে হবে। দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে হবে।
৬. পার্থিব প্রয়োজনীয় কাজ সমাধানের পর আল্লাহ তায়ালা ইবাদত ও ঈমান আত্মনিয়োগ করতে হবে। সকল কিছুতেই আল্লাহ তায়ালা প্রতি মনোনিবেশ করা তাঁর প্রিয় বান্দার বৈশিষ্ট্য।

**প্রশ্ন ১৯ ৥ সূরা আত-তীন পাঠ করে আমরা কী শিক্ষা লাভ করতে পারি?**

**উত্তর :** সূরা আত-তীন পাঠ করে আমরা যে শিবা লাভ করতে পারি নিচে তা উল্লেখ করা হলো :

১. মানুষ সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম সৃষ্টি।

২. মানুষের সম্মান ও মর্যাদা সৎকর্মের ওপর নির্ভরশীল। অসৎকর্ম করলে মানুষ মনুষ্যত্বের স্তর থেকে পশুত্বের স্তরে নেমে যায়।
৩. সৎকর্মশীলগণ পরকালে অশেষ ও অফুরন্ত পুরস্কার লাভ করবেন।
৪. আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। শেষ বিচারের দিন তিনি সকল মানুষের কৃতকর্মের হিসাব নেবেন।

**প্রশ্ন ১০ ৥ সূরা আল-মাদনের শিক্ষা বর্ণনা কর।**

**উত্তর :** সূরা আল-মাদন থেকে আমরা নিম্নোক্ত শিবা পেয়ে থাকি।

১. বিচার দিবসকে অস্বীকার করা খুবই জঘন্য কাজ। এটি কাফির-মুনাফিকদের কাজ।
২. ইয়াতিম ও দুস্থদের তাড়িয়ে দেওয়া নয়, বরং তাদের যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে।
৩. ইয়াতিম, নিঃস্বদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে উৎসাহ দিতে হবে।
৪. কোনোক্রমেই সালাতে অবহেলা করা চলবে না। লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করা যাবে না; বরং বিশুদ্ধ নিয়তে সঠিকভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সালাত আদায় করতে হবে।
৫. সালাতে উদাসীন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে মহাধ্বংস।

**প্রশ্ন ১১ ৥ রাসুলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় হাদিস লিখে রাখা নিষেধ ছিল কেন?**

**উত্তর :** রাসুলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় হাদিস লিখে রাখা নিষেধ ছিল। কেননা তখন আল-কুরআন নাজিল হচ্ছিল। এ অবস্থায় মহানবি (স)-এর হাদিস লিখে রাখলে তা আল-কুরআনের বাণীর সাথে সর্ম্মিশ্রণের আশংকা ছিল। তাই রাসুলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় হাদিস লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা হয়নি। তবে সাহাবিগণ মহানবি (স)-এর বাণীসমূহ মুখস্থ রাখতেন এবং রাসুলুল্লাহ (স) কোন সময় কী কাজ করতেন তা খেয়াল রাখতেন।

**প্রশ্ন ১২ ৥ নিয়ত সম্পর্কে হাদিসটির শিক্ষা বর্ণনা কর।**

**উত্তর :** নিয়ত সম্পর্কিত হাদিসটি থেকে আমরা নিম্নোক্ত শিবা পেয়ে থাকি—

১. কাজের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে নিয়ত বলা হয়।
২. নিয়তের উপরই কাজের সফলতা নির্ভর করে। অর্থাৎ নিয়ত যদি ভালো হয় তবে ব্যক্তি উত্তম প্রতিদান লাভ করবে। আর নিয়ত যদি খারাপ হয় তবে ভালো কাজ করলেও ব্যক্তি সাওয়াব লাভ করবে না।
৩. আল্লাহ তায়ালা মানুষের বাহ্যিক আমলের সাথে সাথে অন্তরের অবস্থাও লক্ষ্য করেন।

সুতরাং সকল কাজেই আমরা নিয়তকে বিশুদ্ধ রাখব। লোক দেখানোর জন্য বা পার্থিব কোনো লাভের আশায় সংকর্ম করব না, বরং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুলের সন্তুষ্টির জন্য কাজ করব।

**প্রশ্ন ১৩ ৥ সর্বোত্তম মানুষ সম্পর্কিত হাদিসটির শিক্ষা লেখ।**

**উত্তর :** সর্বোত্তম মানুষ সম্পর্কিত হাদিসটি থেকে আমরা নিম্নোক্ত শিবা পেয়ে থাকি :

১. আল্লাহ তায়ালা ঈমান সর্বোত্তম কাজ।
২. মানুষের মর্যাদা ধনদৌলত, শিক্ষা বা ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল নয়। বরং দীন পালনের মাধ্যমেই মানুষের মর্যাদা নিরূপিত হয়।
৩. ঈমানের দেখলে আল্লাহ তায়ালা ঈমান গ্রহণ হয় তারা সর্বোত্তম ব্যক্তি।

**প্রশ্ন ১৪ ৥ কিয়ামতের দিন বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী শহিদদের সাথে একত্রে থাকার কারণ কী?**

**উত্তর :** বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ীরা কিয়ামতের দিন শহিদদের সাথে থাকবেন। কেননা তাঁদের প্রতিনিয়ত নিজেদের সাথে জিহাদ করে সৎভাবে ব্যবসা করতে হয়েছে। তাঁরা পণ্য নকল করাতে পারতেন। খারাপ পণ্য ভালো পণ্য হিসেবে চালিয়ে দিয়ে বেশি লাভ করতে পারতেন। ওজনে কম দিয়ে মানুষকে ঠকিয়ে বেশি মুনাফা অর্জন করতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা সকল প্রলোভন ও মোহ থেকে মুক্ত হয়ে কুপ্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করে হালাল পথে ব্যবসা পরিচালনা করেছেন। এ কারণেই কিয়ামতের দিন বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ীগণ শহিদদের সাথে থাকেন।

**প্রশ্ন ১৫ ৥ সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ কাকে বলে?**

**উত্তর :** যে সকল কাজ মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) নিজে সর্বদাই পালন করতেন, অন্যদেরকে তা পালনের তাগিদ দিতেন তাকে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ বলে।  
**যেমন :** আযান ও ইকামত দেওয়া, ফজরের ফরজ সালাতের পূর্বে দুই রাকআত

সালাত আদায় করা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ ওয়াজিবের কাছাকাছি। এগুলো পালন করা কর্তব্য। ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবহেলাবশত বিনা কারণে এগুলো পালন না করলে গুনাহ হয়।

**প্রশ্ন ১৬ ৥ কোন কোন নীতিমালার ভিত্তিতে কিয়াস করা যাবে?**

**উত্তর :** শরিয়তের ইমামগণ কিয়াস করার ব্যাপারে কতিপয় নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সেগুলো হলো :

- ক. যেসব বিষয়ের সমাধান কুরআন, হাদিস ও ইজমায় পাওয়া যায় সেসব বিষয়ে কিয়াস করা যাবে না।
- খ. কিয়াস কখনই কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমার বিরোধী হবে না।
- গ. কিয়াসের পদ্ধতি ও আইন মানুষের জ্ঞানের পরিসীমার মধ্যে থাকতে হবে।
- ঘ. কুরআন, হাদিস ও ইজমা দ্বারা প্রবর্তিত আইনের মূলনীতি বিরোধী কোনো আইন তৈরি করা কিয়াসের আওতাবহির্ভূত।